Contents

নবম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

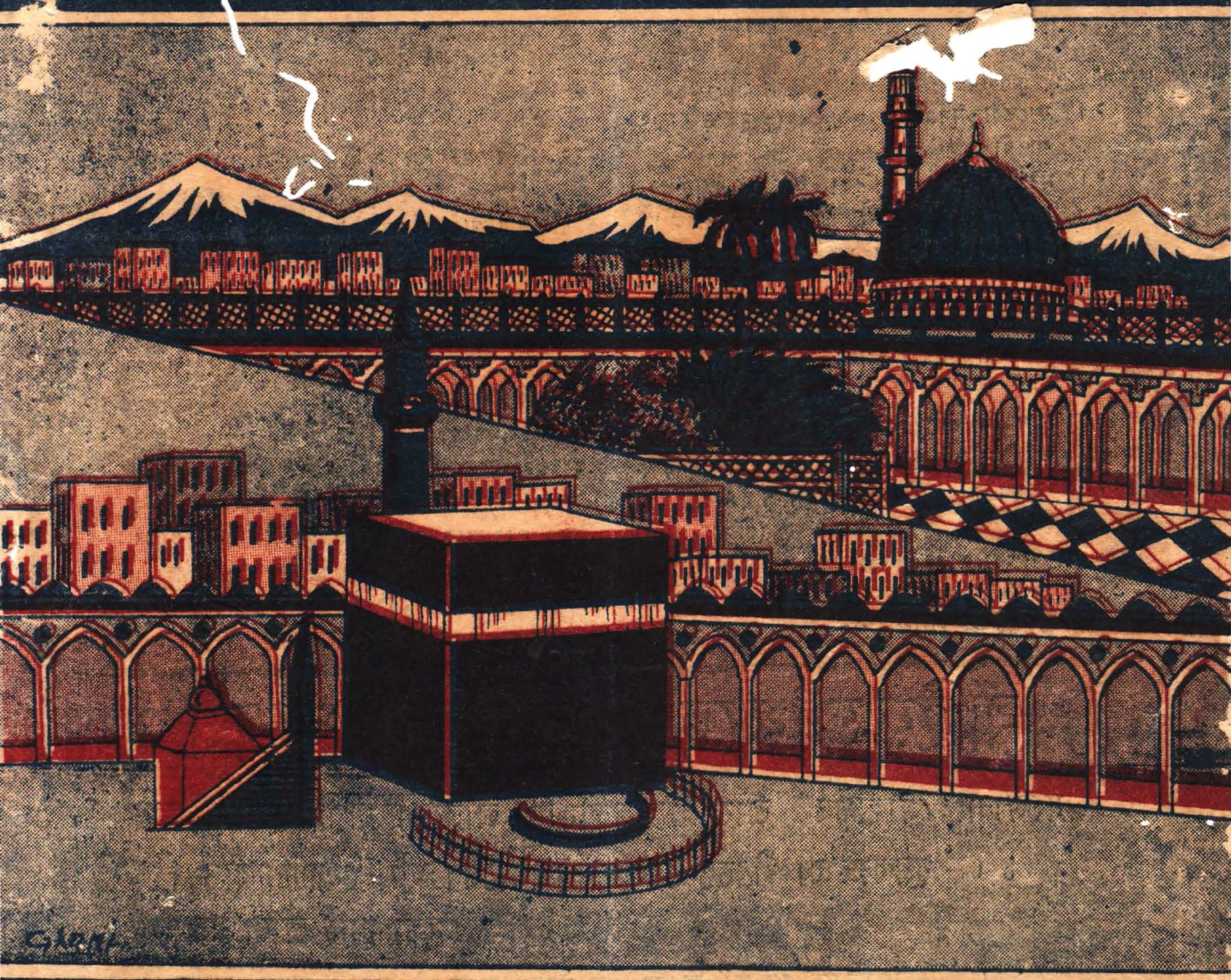

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বাং নভেম্বর ১৯৫৯ ইং

বিষয় সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। ফাতেহাতুস্সনতিত্ তাসেআ (হাম্দ ও নায়াৎ) আরবী		মুন্তাছির আহমদ রহমানী	১
২। নবম বার্ষিক উপক্রমণিকা	(বঙ্গানুবাদ)		৩
৩। কুরআনে নস্খ্	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৫
৪। হযরত আবু হুরায়রা সম্বন্ধে যবানদরাযী	(সমালোচনা)	ইব্নে ওমর রহমানী	১১
৫। ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী প্রতিপক্ষের যবানী		মূল: স্যার উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ: মওলানা আহমদ আলী—মেছাঘোণা	১৭
৬। ইমাম তিরমিযী	(জীবনী)	মুন্তাছির আহমদ রহমানী	২১
৭। মিসর কাহিনী	(প্রবন্ধ)	ডা: এম, আবদুল কাদের ডি, লিট,	২৫
৮। আলী ভ্রাতৃদ্বয় (রহ:)	(জীবনী)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	২৯
৯। বুলূগুল মরাম মিনআদিল্লাতিল আহ্কাম	(কিতাব-পরিচয়)	আফ্তাব আহমদ রহমানী এম, এ, রিসার্চ স্কলার	৩৫
১০। মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুন্তাছির আহমদ রহমানী	৩৯
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)		৪১
১২। জম্ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	মুন্তাছির আহমদ রহমানী	৪৫

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা" মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে ... সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দরভাবে ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

নবম বর্ষ　　　　প্রথম সংখ্যা

فاتحة السنة التاسعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين' الذي خلق الانسان وعلمه البيان لا اله الا هو اله الاولين والاخرين' وقيوم السموات والارضين' اله المرسلين وهو مالك يوم الدين الاحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد' الذي لاضد له ولاند له ولانظير له ولامثال له -

فسبحانه ما اعظم شانه لايحد ولايتصور ولا يتنتج ولا يتغير' لم يزل ولايزال حيا قيوما قديرا عالما بصيرا' سبحت له السموات السبع واملاكها والنجوم وافلاكها والارض وسكانها والبحار وحيتانها والاشجار والدواب والجبال والاكام والمواشي والانام وان من شي الا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا -

ونشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له في الوهيته ولا وزير له في ربوبيته وفي افعاله ولا شبيه له في ذاته وصفاته' الذي ارسل رسوله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا' وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه وجعل اتباعه لازما لطاعته وسببا لمحبته : قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله'

www.ahlehadeethbd.org

فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذل والصغار على من خالف امره، وهدد المخالفين فى كلامه الحكيم : فليحذر الذين يخالفون عن امره، ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم،

واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وامينه على وحيه وخيرته من خلقه والقائم له بحقه، ارسله رحمة للعلمين واماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحجة على الخلائق اجمعين، واقسم به فى الكتاب المبين وقرن اسمه باسمه فلا يذكر الاذكر معه، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بامر الله لايرده عنه راد، مشمرا فى طلب مرضاته لايصده عنه صاد، الى ان اشرقت الارض بنور رسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس فى دين الله افواجا، وطارت دعوته مسير الشمس فى الا قطار وبلغ دينه القيم مابلغ الليل والنهار، فرق به بين الهدى والضلال والغى والرشاد والشك واليقين، فهو الميزان الذى يميز به الله بين الصادقين والكاذبين - وهو الباب الذى يمكن الوصالة الى الله تعالى منه فان الا بواب كلها اليه والى جنته مسدودة الاباب الطريقة المحمدية على صاحبها اضعف الصلوات والتحية -

اما بعد : فيا ايها الراجون ان تكونوا فى زمرة رفقته، الراغبون فى النجاة عن الشقاوة، الحراص على الخير والسعادة بادروا الى اتباعه والاقتداء باوامره والاجتناب عن نواهيه، فانه لاسبيل لكم الى ذلك الا بالعود الى ما كان عليه واصحابه وتمسكوا بما ترك فيكم نبيكم حيث قال : تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله اخرجه الامام مالك فى موطاه واياكم ومحدثات الا مور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار -

خلانى ! وهذه الدعوة الا سلامية القرآنية والحديثية تدعو اليها الجريدة ''ترجمان الحديث'' من اول نشاتها رافعة راية الايمان وجهدت فى الله حق جهادها صابرة محتسبة لم تأخذها فى الله لومة لائمة ولا وهنت قوتها بطش الجبابرة حتى بلغت من عمرها تسع سنين وهى دائبة على صادق الخدمة التى تعتقد بها فلاح الملة ونجاح الامة -

فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما تحب وترضاه فانك بيدك التوفيق وارفقنا انت يامولانا فى هذه الرحلة الصعبة فانك خير رفيق وافرغ علينا صبرا على كل الاذى فيها ابتغاء لوجهك الكريم واتباعا لحبيبك الامين وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين -

www.ahlehadeethbd.org

বঙ্গানুবাদ

নবম সাম্বিক উপক্রমণিকা

পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে

যাবতীয় উত্তম প্রশস্তি বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং চরম সাফল্য সতর্কজীবন যাপনকারীদের নিমিত্ত এবং পরাজয়ের লাঞ্ছনা শুধু সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য। আমরা গুণকীর্তন করিতেছি সেই মহান আল্লাহর যিনি মানবসন্তানকে সৃজন করিয়াছেন এবং তাহাকে বর্ণনাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আদি ও অন্তের সমুদয় জীবজগতের একমাত্র ইলাহ তিনি। ঊর্ধজগত এবং নিম্নজগতসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক। নবী ও রসূলগণের ইলাহ, প্রলয়দিবসের অধিপতি একক, অনুপম, সাহায্য নিরপেক্ষ, তিনি নিজে জন্মগ্রহণ করেননাই এবং তাঁহার ঔরষেও কেহ জন্মলাভ করেনাই এবং তাঁহার সমকক্ষও কেহ নাই, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের অতীত প্রভু।

মহাপবিত্র তিনি, অসীম বিক্রমশালী সীমা ও ধারণার অতীত। তিনি জনক নহেন এবং চির অপরিবর্তনশীল। আদি ও অন্তে তিনি জীবন্ত ও জাগ্রত। সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী ব্যবস্থাপক সর্বশ্রবণকারী এবং সর্বদর্শনকারী। সপ্তখণ্ড আকাশ ও তথায় বিরজিত জীবজন্তু, তারকারাজী এবং তদ্বীয় গমনকেন্দ্রসমূহ; বসুন্ধরা এবং তথায় বিরাজমান বস্তুসমূহ; সমুদ্র এবং তাহার মৎস্যগুলি; বৃক্ষলতা এবং বিচরণকারী জীবজগত এবং পাহাড় ও পর্বতরাজী তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে। ফলকথা ঊর্ধজগত এবং নিম্নজগতের সমুদয় জীব ও পদার্থসমূহ তাঁহার গুণকীর্তন করিতেছে কিন্তু তোমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারনা, তিনি করুণাসিন্ধুর পরম ক্ষমার আধার।

আমরা সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি একক, সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন অংশী নাই, তাঁহার প্রভুত্বে এবং কার্যকলাপে কোন সাহায্যকারী নাই, তাঁহার সত্তায় ও গুণাবলীতেও তিনি অনুপম। প্রলয়দিবসের নিকটবর্ত্তী সময়ে তিনি তাঁহার রসূল মুহাম্মদকে (দঃ) সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে বিশ্ববাসীকে আহ্বানকারী দীপ্যমান প্রদীপরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ধরণীর অধিবাসীদের প্রতি সেই রসূলের (দঃ) আনুগত্য ও অনুরাগ, শ্রদ্ধা এবং তাঁহার গৌরব রক্ষা করার কার্যকে আল্লাহ ফরয করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুসরণকে স্বীয় অনুসরণ[illegible]রূপে করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলুন, হে রসূল! যদি তোমরা আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করিতে চাও তাহাহইলে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালবাসিবেন। আল্লাহ তাঁহার রসূলের (দঃ) হৃদয়কে সম্প্রসারিত এবং তাঁহার নামকে সমুন্নত আর তাঁহার ভারকে অপসারিত এবং তদীয় নির্দেশলঙ্ঘনকারীদিগকে হেয়ও অপদস্ত করিয়াছেন। রসূলের (দঃ) বিরুদ্ধাচরণকারীদের ভীতি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ বলিয়াছেন, দেখ, যাহারা রসূলুল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে তাহাদিগকে সর্বদা সঙ্কিত থাকা উচিত, তাহারা কোন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইবে অথবা তাহাদের প্রতি বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আমাদের শিরোমণি নবী-সম্রাট মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহর দাস ও তাঁহার সংবাদবাহী রসূল। তাঁহার প্রত্যাদেশসমূহের সংরক্ষণকারী, সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহর পক্ষ সমর্থনে সদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আল্লাহ তাঁহার সেই রসূলকে (দঃ) বিশ্বের জন্য জলন্ত করুণা এবং সতর্ক জীবনযাপনকারীদের অধিনায়ক এবং অবিশ্বাসীদের জন্য নৈরাশ্যের প্রতীক আর সমগ্রজগদ্বাসীর প্রতি আল্লাহর দীপ্ত প্রমাণ রূপে প্রেরণ করিয়াছেন। মহাগ্রন্থ কুরআনে আল্লাহ, তাঁহার নামের শপথ করিয়াছেন এবং স্বীয় মহিমান্বিত নামের সহিত সেই রসূলের পবিত্র নামকে সংযুক্ত করিয়াছেন। অতএব আল্লাহর নামের সহিত সর্বদা তাঁহার নামও আলোচিত হইয়া থাকে। আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতিষ্ঠাকল্পে আর আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন যে, কোন বাধাদানকারীও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে আর কোন প্রতিবাদকারীও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হয়নাই। ফলে তাঁহার রিসালতের হিরণ্ময় আলোকে বিপুল বসুন্ধরা আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মানবগোষ্ঠি দলে দলে তাঁহার দ্বীনে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাঁহার দা'ওয়াত সূর্য্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পর্যন্ত প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার সুদৃঢ় শরীঅতের বিধান দিবস-যামিনীর সীমারেখা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ সেই রসূলের দ্বারা হিদায়ত ও ভ্রষ্টতা, অশুভ ও কল্যাণে এবং সন্দেহ ও বিশ্বাসের মধ্যে সীমারেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। তিনিই সেই মানদণ্ড যদ্বারা আল্লাহ সত্যবাদী ও মিথ্যাচারীদের মধ্যে যাচাই করিয়া থাকেন। তাঁহারই অবলম্বিত পথে গমন করিয়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভবপর। আল্লাহর নৈকট্যলাভের এবং বেহেশ্‌তে গমন করার জন্য মুহাম্মদী দ্বার ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। (আল্লাহ মুহাম্মদী দ্বীনের বাহক হযরত মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি অগণিত করুণা ও শান্তিধারা বর্ষণ করুণ)।

অতএব রসূলুল্লাহর (দঃ) বন্ধুদের দলভুক্ত হওয়ার আশাধারী, দুর্ভাগ্যের কবল হইতে মুক্তিলাভে সমুৎসুক এবং সৌভাগ্যের পরশমণি পাইতে আকাংখিত বন্ধুগণ! রসূলুল্লার সুন্নতের অনুসরণে এবং তাঁহার নির্দেশাবলী অবলম্বন করিতে আর তাঁহার নিষেধাবলী হইতে বিরত থাকিতে তরান্বিত হউন। কারণ রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত এবং তদীয় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক অবলম্বিত জীবন-ব্যবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং বিশ্ববাসীর জন্য আমাদের নবী (দঃ) যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরুন। (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতার জন্য ইহাই একমাত্র উপায়) রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, যতক্ষণ তোমরা উহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্ব করিয়া থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হইবেনা। একটি হইল আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং অপরটী তদীয় রসূলের সুন্নত। (মালেকঃ মুওয়াত্তা) এবং শরীঅত সম্পর্কিত যাহাকিছু রসূলুল্লাহ (দঃ) ও তদীয় সাহাবাগণ করেননাই কিংবা তাঁহাদের জীবনে উহার কোনরূপ ইঙ্গিতও বিদ্যমান নাই এরূপ নবাবিষ্কৃত কার্য-সমূহ হইতে দূরে থাকিতে অভ্যস্ত হউন কারণ উহা বেদ্‌আৎ পর্যায়ভুক্ত এবং সমুদয় বেদ্‌আৎ ভ্রষ্টতাপূর্ণ এবং ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

বন্ধুগণ, **তর্জুমানুল হাদীস** তাহার জন্মদিন হইতেই কুরআন ও হাদীসের এই মহানদাওয়াৎ জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া আসিতেছি, ঈমানের পতাকাকে সমুন্নত করিয়া ধর্য ও সবরের সহিত আল্লাহর পথে অহরহ "জদ্দও ও জিহাদ" চালাইয়া যাইতেছে এবং আল্লাহর পথে চলার সময় কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে সে কোনদিন গ্রাহ্য করে নাই, শক্তিশালী শত্রুদের বাধাও তাহার শক্তিকে দুর্বল করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে এই পত্রিকাখানা তাহার বয়সের নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। যে কার্যসমূহে ইসলামের মঙ্গল এবং জাতির কল্যাণ রহিয়াছে বলিয়া সে বিশ্বাস করে নিষ্ঠা ও সততার সহিত উহা সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে।

অতএব হে আল্লাহ! তর্জুমানের দ্বীনসেবকগণকে সত্য ও সঠিক মতের সন্ধান দিয়া উহার অনুসরণ করার শক্তি প্রদান কর এবং যাহা সঠিক নহে তাহার নিকটবর্তীও করিওনা। আপনি যাহা পছন্দ করেন আমাদিগকে তাহারই তৌফিক প্রদান করুন আপনি তৌফিকদানের অধিকারী আর এই কঠিন বিপদ-সঙ্কুল পথে আপনি আমাদের সহায় হউন, আপনিই উত্তম সহায়ক। আপনার সন্তুষ্টিলাভের পথে এবং আপনার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মদ আমীনের অনুসরণে যেসমস্ত বিপদ আপদের সম্মুখীন হইতে হয় তাহাতে ধর্যধারণের শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। আর আল্লাহর অফুরন্ত আশীষ তাঁহার নবীর প্রতি বর্ষিত হউক এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং সহচরবৃন্দের প্রতিও আল্লাহর অনুকম্পা বর্ষিত হউক আর আমাদের শেষ প্রার্থনা এই যে,—সমুদয় উত্তম প্রশস্তি বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য।

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনে নস্‌খ্‌

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

ماننسخ من آية اوننسها نات بخير منها اومثلها

কোরান মজিদের কোন আয়ত মনসুখ (রহিত) হয়েছে কিনা এ বিষয় নিয়ে গোড়াগুড়ি হতেই বেশ একটা মতভেদ চলে আসছে। এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রশ্ন উত্থাপিত হয় স্বয়ং আঁ-হযরত (দঃ)-এর যুগে। ইয়াহুদীদের তরফ থেকে আঁ-হযরতকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যদি কোরান সত্যি সত্যিই আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে তা'হলে এতে "নাসেখ" ও "মনসুখের" বালাই থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। কারণ তা'হলে কোরানের যে হুকুমটী রহিত (মনসুখ) বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে সেটী জারী করার সময় তার শুভাশুভ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার সম্যক জ্ঞান ছিলনা বলে স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় তিনি হুকুম জারী করার পর আবার তা' রহিত করবেন কেন?

কোরানের মনসুখ আয়াত সম্বন্ধে মুসলমানগণের মতভেদ,

কোরানের কোন আয়াতকে রহিত বলে স্বীকার করলে সর্বজ্ঞাস্তা প্রজ্ঞাশীল আল্লাহ তাআলাকে অজ্ঞ বলে স্বীকার করতে হয়, এই অজুহাতে একদল মুসলমান কোরানে এরূপ কোন আয়াতের অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করতে নারায। এঁরা ইসলামের ইতিহাসে মু'তাযিলা নামে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়ক স্যর সৈয়দ আহমদ এ' মতবাদের একজন অকৃত্রিম সমর্থক ছিলেন।

মু'তাযিলীদের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালেন আশায়েরীর দল। এঁরা কোরান মজিদে মনসুখ-আয়াতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেই ক্ষান্ত হলেননা বরং এ বিষয় নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করলেন যে, শেষ পর্যন্ত এটা কোরান সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র পাঠ্য-বিষয় (Subject of study) হয়ে দাঁড়াল। মনসুখ আয়াতগুলিকে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করা হল। কতকগুলি সম্বন্ধে বলা হল যে, ওসবের শুধু তেলাওয়াত রহিত হয়েছে কিন্তু হুকুম এখনও বাকী আছে আর কতকগুলি সম্বন্ধে বলা হল যে, ওগুলির শুধু তেলাওয়াত বাকী আছে কিন্তু হুকুম মনসুখ হয়েগেছে। আবার কতকগুলি সম্বন্ধে একথাও বলা হল যে, ওগুলি জিব্‌রীল আলায়হিস্‌সালাম আরশ থেকে নিয়ে আঁ-হযরতের খেদমতে রওয়ানা হয়েছিলেন কিন্তু জিব্‌রীলের মাটিতে পৌঁছার পূর্বেই ওগুলির হুকুম মনসুখ করা হয়েছিল! আবার কেউ কেউ বল্‌ছেন, শুধুমাত্র এই আয়াত فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "কাফেরদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর" দ্বারা কোরানের ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন সম্বন্ধীয় তিন শতটী আয়াত মনসুখ হয়েছে!

সাধারণতঃ দেখ্‌তে পাওয়া যায় যখনই কোন বস্তু তার সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই তার একটা প্রতিক্রিয়া হ'তে আরম্ভ করে। কোরানের নাসেখ ও মনসুখ আয়াতের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মনসুখ আয়াতগুলির সংখ্যা বাড়্‌তে বাড়্‌তে যখন চরম সীমায় উপনীত হল তখনই তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সেগুলোকে কম করার অভিযান আরম্ভ হয়ে গেল। এ-অভিযান খুব কৃতকার্যতার সঙ্গে কিন্তু মন্থরগতিতে আজও চল্‌ছে। আবু মুসলিম ইস্‌পাহানী বলেছেন যে, কোরানে মাত্র ৫টী মনসুখ আয়াত রয়েছে। মওঃ আবদুলহক মুহাদ্দেস দেহলভী আরও দুটো কম করলেন। মওলানা আকরম খাঁ তাঁর আংশিকভাবে প্রকাশিত তফসীরে বলেন, আর একটু ভালভাবে খুঁজ্‌লে দেখা যাবে যে, কোরানে মনসুখ বলে কোন আয়াতই নেই।

মনসুখ আয়াতগুলির সংখ্যা সম্বন্ধীয় মতভেদের কারণ,

"নস্‌খ্‌" শব্দটীর অর্থে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মনসুখ-আয়াতগুলির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংখ্যা নিয়ে এত হট্টগোল বেধেছে : এ সম্বন্ধে ইলমে-নসখ্ সম্বন্ধে যেসব বই লিখিত হয়েছে আর ওসুলে-ফিক্হের মধ্যে নসখ্ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা' বিশ্লেষণ করে দেখ্লে বোঝা যায় যে, "নস্খ্" শব্দটী বিভিন্নযুগে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

এ শব্দটী সাহাবা কেরামদের যুগে এক অর্থে, সল্ফে সালেহীনদের যুগে অন্য অর্থে এবং পরবর্ত্তী যুগে একটী তৃতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অতএব কোরান মজিদের নাসেখ ও মনসুখ আয়াত সম্বন্ধীয় মতভেদের নিগূঢ়তথ্য জান্তে হলে এবং এসম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে সর্বপ্রথম জান্তে হবে "নসখ" শব্দটী কোন যুগে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগে নস্খের অর্থ

সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগে "নস্খ" শব্দটী অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। মানুষের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বচনভঙ্গী এবং জীবনযাত্রার যে পৌরাণিক পদ্ধতি এযাবত প্রচলিত ছিল কোরানের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা উহার সংশোধন করা হয়েছে। সাহাবায় কেরাম ও তাবেয়ীগণ এই সব সংশোধনকারী আয়াতকেও রহিতকারক বা নাসেখ বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সে যুগে আজকালকার ন্যায় এতবেশী ইসলামী পরিভাষারও বালাই ছিলনা। আজকাল আমরা যেমন আম, খাস্, মুজমল, মুবাইয়ন ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকি সে যুগে এসব পরিভাষা আবিষ্কৃত হয়নি। তাই সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীগণ কোন 'আম-আয়াতের' তখ্সিস অথবা মুজমল আয়াতের তবয়ীনকেও নাসেখ বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দু'টী আয়াতের উল্লেখ করছি

প্রথম আয়াত :—

لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها

দেখ, তোমরা তোমাদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ও গৃহস্বামীকে ছালাম না জানিয়ে কখনও প্রবেশ করিওনা। (সূরা নূর)

দ্বিতীয় আয়াত :—

ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

কোন এমন নির্জন-গৃহে যাতে তোমরা তোমাদের দ্রব্যাদি গুদামজাত করে রেখেছ প্রবেশ করাতে তোমাদের কোনই দোষ নেই।

প্রথম আয়তে বলা হয়েছে অপরের গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। আর দ্বিতীয় আয়তে বলা হয়েছে গৃহটীতে যদি কোন জনপদের বসবাস না থাকে তবে বিনানুমতিতে প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই। পাঠক দেখ্তে পাচ্ছেন যে, এ দুটী আয়তের মধ্যে কোনই বিরোধ নেই যার ফলে আমরা একটীকে নাসেখ (রহিত কারক) আর অপরটীকে মনসুখ (রহিত) স্বীকার করতে বাধ্য হই। পক্ষান্তরে আমরা দেখ্তে পাই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রথম আয়তটীকে মনসুখ আর দ্বিতীয়টীকে নাসেখ বলে উল্লেখ করেছেন। "নসখ" শব্দটীকে পরবর্ত্তী যুগের আলেমগণ যে অর্থে ব্যবহার করেছেন হযরত ইবনে আব্বাসের এ উক্তিকে যদি সেই অর্থে ধরে নেওয়া হয় তবে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, অপরের গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস স্বয়ং অন্যের গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ করাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব হযরত ইবনে আব্বাসের এ উক্তির অর্থ এই যে, প্রথম আয়তটী মুজমল আর দ্বিতীয়টী মুবাইয়ন। এখানে একটা সংক্ষিপ্ত আদেশের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে "নসখ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের পরবর্ত্তী যুগে নসখের অর্থ

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর যখন হাদীস, ফিক্হ ওসুলে-হাদীস ও ওসুলে ফিকাহ সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজি রচিত হল এবং শরীয়তের বিভিন্ন আহকামের জন্য বিভিন্ন পরিভাষার সৃষ্টি হল তখন থেকে "নসখ" শব্দটী এক সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করল। এযুগে এ ওসুল নির্দ্ধারিত হল যে :—যেসব

(১) শাতেবী (মৃত ৭৯০ হিঃ) : আলমু'আফিকাত কি ওসুলিল আহকাম ৩য় খণ্ড, ১৬৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আয়াতে মুজমল মুফাস- فما كان يحتمل المجمل والمفسر والعموم والخصوص সার, বা আম ও খাসের সম্ভাবনা থাকবে সে- فمن النسخ بمعزل গুলির সহিত নসখের কোনই সম্বন্ধ নেই[১]।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সল্‌ফে সালেহীনদের নির্ধারিত ওসূলের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে দেখলে বোঝা যাবে যে, কোরান মজিদের যেসব আয়াত দ্বারা জাহেলীয়ত-যুগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং জীবন-যাত্রার পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা হয়েছে যেসব আয়াতকে নাসেখ বলে অভিহিত করা চল্‌বে। এই জন্যই আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এযুগের আবু নাহহাস (মৃত ৩৩৮ হিঃ) ও অন্যান্য মনীষীগণ উল্লিখিত সংস্কারমূলক আয়াত-গুলিকে নাসেখ বলে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে সূরা বাকারার একটী আয়ত উল্লেখ করছি :— যখন তোমরা এ'তেকাফ করার উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান কর ولاتباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد তখন সঙ্গম করিওনা।

যহহাক ও মুজাহেদ বলেছেন যে, এ আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফের উদ্দেশ্যে মস্‌জিদে অবস্থানরত পুরুষদের জন্য যৌন-মিলন মুবাহ ছিল। এই আয়ত দ্বারা সেই চিরাচরিত নিয়মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে মাত্র। পাঠক দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, এ আয়ত দ্বারা কোরানের অন্য কোন আয়ত বা হুকুম রহিত-মন্‌সুখ—করা হয়নি, শুধু এমন একটা কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে মুবাহ ছিল। কিন্তু এতদসত্বেও আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, ইমাম শাফেয়ী একে নসখ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন : এতেকরে বোঝা যাচ্ছে যে, এই আয়ত নাযেল হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফের অবস্থায় যৌন-মিলন বিষেয় ছিল। তারপর এই আয়াত দ্বারা উহা "মন্‌সুখ" করা হয়েছে[২]। فدل على ان المباشرة قبل نزول الاية كانت مباحة فى الاعتكاف حتى نسخت بالنهى عنه

অনুরূপভাবে প্রাগ-ইসলামিক যুগে সাহাবাগণ নমায পড়ার অবস্থাতেই কথাবার্তা বলতেন। হযরত যয়দ বিন আরকম বলেছেন, "আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর যুগে নমায পড়ার অবস্থায় প্রয়োজনমত কথাবার্তা বলতাম।" অতঃপর যখন قوموا لله قانتين আয়তটী অবতীর্ণ হল তখন হযরত (দঃ) আমাদেরকে নমাযের অবস্থায় কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। আবুজা'ফর নাহহাস (মৃঃ ৩৩৮ হিঃ) قوموا لله قانتين আয়তটীকে নাসেখ বলে উল্লেখ করেছেন[১]। অথচ এ আয়ত দ্বারা কোরানের অন্য কোন আয়তই মনসূখ হয়নি। হয়েছে শুধু একটি চিরাচরিত রীতির বিলোপ-সাধন।

অনুরূপভাবে প্রাগ-ইস্‌লামিক যুগে সাহাবাগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য راعنا (রায়েনা) বলে সম্বোধন করতেন। যেহেতু এশব্দটী রসূলুল্লাহর পদমর্যদার সহিত মানানসই হয়না তাই আল্লাহ তাআলা সাহাবাগণকে বচনভঙ্গী শিক্ষা দিয়ে বলেছেন : তোমরা রসূলকে সম্বোধন করার সময় "রায়েনা" لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا শব্দের পরিবর্তে "উন্‌যুর্‌না" শব্দ ব্যবহার করিও[২]।

পাঠকগণ দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, এখানেও একটী পুরাতন রীতির সংস্কার করে একটী সুন্দর রীতির প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ আয়ত দ্বারা কোরানের অন্য কোন আয়ত বা কোন হুকুমকেই মন্‌সুখ করা হচ্ছেনা তথাপি সল্‌ফে সালেহীনগণ এই আয়তটীকে নাসেখ বলে উল্লেখ করেছেন[৩]।

সল্‌ফে সালেহীনদের যুগে ঐসব আয়াতকে নাসেখ ও মন্‌সুখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে যদ্বারা এমন কতক-গুলি আহকামের বিলোপসাধন করা হয়েছে যা পূর্ব-বর্তী ধর্মাবলম্বীদের নিকট অবশ্যপ্রতিপালনীয় ছিল। হযরত আনস বিন মালিক يسئلونك عن المحيض "তাহারা তোমাকে ঋতুমতী নারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে" এই আয়তের ব্যাখ্যায় বলেছেন :—"ইয়া-

১) আবুজাফর নাহহাস (মৃঃ ৩৩৮ হিঃ) : কিতাবুন্নাসেখ ওয়াল মনসুখ ৫৮ পৃঃ।

২) Ibid: 723 Page

১) আবু জা'ফর নাহহাস : আননাসেখ ওয়াল মনসূখ, ৭১৬ পৃঃ

২) রায়েনা ও উন্‌যুর্‌না উভয় শব্দেরই অর্থ "আমাদেরকে দেখুন"

3) Ibid: 724 page

Contents

www.ahlehadeethbd.org

হুদীগণ তাদের ঋতুমতী নারীদেরকে এক ঘরে করে রাখত, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা ইত্যাদি কোনই সংস্রব রাখতনা।

ইয়াহুদীদের অনুকরণে আরবদের মধ্যেও এপ্রথা প্রচলিত হয়। অতঃপর يسئلونك عن المحيض আয়তটী অবতীর্ণ হলে হযরত (দঃ) আমাদেরকে উক্ত অবস্থায় যৌন-মিলন ছাড়া পারিবারিক সর্বপ্রকার সংস্রব অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দান করেন। একথা শ্রবণ করে ইহুদীরা গাল ফুলিয়ে বলে উঠ্ল, মুহম্মাদ (দঃ) আমাদের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটী কাজে বিরোধিতা করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে।"

যদিও উপরের এ আয়ত দ্বারা কোরানের কোন আয়তকে মনসুখ করা হয়নি তথাপিও আবু জা'ফর নাহ্হাস স্বীয় কিতাবুন্নাসেখ ওয়াল মনসুখ নামক গ্রন্থে এ আয়তটী লিপিবদ্ধ করে দেখিয়েছেন যে, এটী নাসেখ পর্যায়ভুক্ত[১]।

অনুরূপভাবে অন্ধকার যুগে আরবদের মধ্যে এরীতি প্রচলিত ছিল যে, তারা নিজেদের খুশীখেয়ালমত যত ইচ্ছা আর যখন ইচ্ছা স্বীয় সহধর্মীনিদেরকে তালাক দিত ও দরকার বোধে ফিরিয়ে নিত। ইস্‌লামের আবির্ভাবের পরও কিছু দিন পর্যন্ত এ রীতি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অতঃপর الطلاق مرتان (দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে) এ'আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং এর দ্বারা একটী নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন সাধিত হয়। যদিও আয়ত দ্বারা ইস্‌লামের কোন পূর্ববর্তী হুকুমের বিলোপ সাধন হয়নি তথাপি সলফে সালেহীনগণ একে নাসেখ বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত কাতাদা (রাঃ) এ আয়তটি সম্বন্ধে বলেছেন।

"রেজায়ী তালাক দুইবার" এ' আয়তটী পূর্ববর্তী রীতির বিলোপ সাধন করেছে। এক্ষণে আল্লাহ তাআলা তালাক-কে তিন তালাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। এবং

قوله الطلاق مرتان ـ فنسخ هذا ما كان قبل فيجعل الله حد الطلاق ثلاثا وجعل له الرجعة مالم يطلق ثلاثا ـ

তিন তালাক না দেওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দান করেছেন।

পরবর্তী যুগে নসখের অর্থ,

সলফ সালেহীনদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর যে-যুগ আসে তাতে ইস্‌লামে কালাম, মন্‌তেক ও ইসলামি ফিলোসফির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এযুগে "নসূখ্"-এর যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় তা মনতেক ও কালামের পারিভাষিক রঙে রঞ্জিত। এ যুগের প্রদত্ত "নসূখ্"-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :—

"নসখ" এমন একটী ঐশী বাণী যা পূর্ববর্ত্তী কোন ঐশীবাণী দ্বারা ব্যবস্থিত কোন স্থায়ী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের এমন সংকেত দান করে যে, যদি প্রথমোক্ত ঐশী বাণীটী না আসৃত তবে উক্ত স্থায়ী ব্যবস্থাটী পূর্ববৎ বহাল থেকে যেত। আরও শর্ত হল এই যে, বিলোপ সাধনকারী-বাণী ব্যবস্থাদানকারী বাণীর তুলনায় পরবর্ত্তী হতে হবে[২]।

انه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه

মনতেক ও কালামের মার প্যাঁচে পড়ে নসখের এ সংজ্ঞা যে সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সংজ্ঞাও আবার এক দিনে তৈরী হয়নি। ইতিপূর্বে মনতেকী পরিভাষায় এর আরও অনেকগুলি সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছিল। কিন্তু কোনটাই ধোপে টিকে উঠ্‌তে পারেনি। তাই বহু কাট ছাঁট করার পর কাজী আবুবকর এ সংজ্ঞা দান করেছেন। ইমাম গাজালী ও পরবর্ত্তী যুগের প্রায় সব আলেমগণই কাজী আবুবকর প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটীকে নিভুর্ল বলে মেনে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা আমদী [মৃঃ ৬৩১ হিঃ] এ নিভুর্ল সংজ্ঞার ভিতরেও যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ দেখ্‌তে পেয়ে নিজে আর একটী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন :—

অতএব "নসখ" এর সংজ্ঞায় একথা বলা শ্রেয়ঃ যে, উহা এমন

فالمختار فى تحديده ان يقال : النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع

---

(১) কিতাবুন নাসেখ ওয়াল মনসুখ, ৫৯ পৃঃ।

(২) হাযেমী (মৃঃ ৫১৪) আল-ইতেবার ফি বায়ানিন্ নাসেখ ওয়াল মনসুখ মিনাল আসার ৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একটী ঐশীবাণী যা পূর্ববর্ত্তী ঐশীবাণী দ্বারা প্রবর্ত্তিত কোন ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন স্থায়ীত্বতার বিলোপ-সাধন করে।

من استمرار ماثبت من حكم خطاب شرعي سابق

পরবর্ত্তী যুগের আলেমগণ "নস্খ" এর উপরোক্ত সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের পর এর অস্তিত্বের জন্য কতকগুলি শর্ত আরোপ করেছেন এবং এ শর্তগুলি প্রায় সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শর্তগুলি নিম্নরূপ :

(১) যে হুকুমটীকে মনসুখ বলে অভিহিত করা হবে তা' কোন শরয়ী হুকুম হওয়া হওয়া উচিত।

(২) যে হুকুমটীকে নাসেখ বলে স্বীকার করা হবে সেটীও কোন শরয়ী হুকুম হওয়া চাই।

(৩) নাসেখ পরবর্ত্তী ও মনসুখ পূর্ববর্ত্তী হুকুম হওয়া চাই।

(৪) মনসুখ হুকুমটী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হওয়া চাই[১]।

পরবর্ত্তী যুগের আলেমগণ কর্ত্তৃক "নস্খ" এর যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে তা' বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উপরে উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত যেসব আয়াতকে সাহাবা, তাবেয়ী ও সলফে সালেহীনগণ মনসুখ বলে উল্লেখ করেছেন তার কোনটাই মনসুখ নয়। কারণ এযুগের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে কোরানের শুধু সেই আয়াতকেই মনসুখ বলা হবে যার হুকুম পরবর্ত্তীকালে অবতীর্ণ কোন আয়াত দ্বারা মনসুখ হয়েছে।

ফলকথা এই যে, বিভিন্ন যুগে "নস্খ"এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে যার অপরিহার্য ফল স্বরূপ কোরানের মনসুখ আয়াতগুলির সংখ্যা একযুগে ৫০০ আর একযুগে ৫ এর কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী তাঁর "ফওযুল কবীর" নামক গ্রন্থে আমাদের এ সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে লিখেছেন :

সাহাবা ও তাবেয়ীদের উক্তিগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এঁরা "নস্খ" শব্দটীকে উহার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করতেন। যার অর্থ দাঁড়ায় "কোন একটী জিনিষকে অপর একটী জিনিষ দ্বারা অপসারিত করা।"......এজন্য এঁদের মতে মনসুখ আয়তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশতের কোঠায়।......শয়খ ইবনুল আরবীর অনুসরণে পরবর্ত্তী যুগের আলেমগণ যে হিসাব পেশ করেছেন তাতে মনসুখ আয়তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ২০টী[২]।

آنچه از استقراء کلام صحابه وتابعین معلوم میشود آنست که ایشان نسخ را استعمال می کردند باز‌اء معنی لغوی که ازاله چیزے است به چیزے نه بازاء مصطلح اصولیان...ولهذا عدد آیات منسوخه بپا نصد رسانیده اند...وآنچه برائے متاخرین منسوخ است بر وفق شیخ ابن عربی محرر کرده قریب بست آیت شمرد

একটু মনোযোগসহকারে নসখের উল্লিখিত ত্রিবিধ অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথা সহজেই ধরা পড়বে যে, পরবর্ত্তী যুগের আলেমগণও যদি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগে ব্যবহৃত অর্থে "নসখ" শব্দটী ব্যবহার করতেন তাহলে মু'তাযেলীগণকে "কোরানে নস্খের কোন অস্তিত্ব নাই" একথা বলার কোনই প্রয়োজন হতনা। কারণ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইসলাম "নাসেখে আদইয়ান" অর্থাৎ পূর্ববর্ত্তী প্রচলিত ধর্মসমূহের সংস্কার সাধন-পূর্বক একটী নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনকল্পে দুনয়াতে এসেছে। এজন্য কোরানের গুটিকতক আয়তের পরিবর্ত্তে ইহার অধিকাংশকেই নাসেখ বললে অত্যুক্তি হয়না। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোরানে নসখের যে প্রাচুর্যের কথা আমরা বলছি তা' নাসেখ হিসাবে—মনসুখ হিসেবে নয়। অর্থাৎ কোরানের বহু সংখ্যক আয়াত দ্বারা পূর্ববর্ত্তী বিধানসমূহের বিলোপ সাধন হয়ে তথায় নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, এমন নয় যে, কোরান কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কোন ব্যবস্থা রহিত হয়ে তথায় আর এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

আমাদের এ ব্যাখ্যানুসারে সম্ভবতঃ মু'তাযেলীগণও কোরানে নসখের অস্তিত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। কারণ তাঁদের যত আপত্তি তা' কোরানের মনসুখ আয়াত সম্বন্ধে, নাসেখ আয়াত সম্বন্ধে নয়। একটু গভীর মনোনিবেশ সহকারে কোরান মজিদের আদ্যোপান্ত

(১) আল্লামা আমদী (মৃঃ ৬৩১ হিঃ) : আল ইহকাম ফি ওছুলিল আহকাম, ৩য় খণ্ড, ১৫৫ পৃঃ।

(২) আলফওযুল কবীর ৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাঠ করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কোরানের আহকাম সম্বন্ধীয় আয়াতগুলি দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথম "মুয়াব্বাদ" (চিরস্থায়ী), দ্বিতীয় "মুয়াক্কাত" (সাময়িক)। অর্থাৎ কোরানের অধিকাংশ আয়াতে এমন সব আহকাম বর্ণিত হয়েছে যার হুকুম অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকবে আর অল্প সংখ্যক এমন আয়াতও আছে যার হুকুম বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযেল হওয়ায় একটী নির্দ্দিষ্টকাল পর্যন্তই প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় প্রকার আহকামগুলির উদাহরণ স্বরূপ আমরা সূরত আল্‌বকরার নিম্নোক্ত আয়াতটী পেশ করছি :—তোমরা ক্ষমা কর এবং মুছে ফেল যতক্ষণ فاعفوا واصفحوا حتى পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ يأتى الله بامره না আসে।

নাসেখ ও মনসুখ সম্বন্ধে আলোচনাকারী আলেমগণ এ আয়াতটীকে মনসুখ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, আয়াত فاقتلوا المشركين حيث "মুশ্‌রেকদেরকে যেখানে পাও কতল কর" পূর্ববর্ত্তী আয়াতের হুকুম বাতিল করে দিয়েছে। তাঁরা নসখের যে সংজ্ঞা ও শর্ত পেশ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এখন আর পূর্ব আয়াতের উপরে আমল করা অর্থাৎ "ক্ষমা করা ও মুছে ফেলা" চল্‌বেনা এবং যদি পরবর্ত্তী আয়তটী নাযেল না হত তবে "ক্ষমা করা ও মুছে ফেলার" হুকুম অনন্তকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকত।

আমাদের মতে, "ক্ষমা করা ও মুছে ফেলার" হুকুমটী একটী বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্দিষ্টকালের জন্যই দেওয়া হয়েছিল যেমন আয়াতের মধ্যেই حتى শব্দের দ্বারা ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার হুকুম রহিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কোনদিন সেই বিশেষ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে ইহার হুকুম যথারীতি বলবৎ হয়ে উঠ্‌বে।

আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যানুসারে কোরানের "মুয়াক্কাত" (সাময়িক) হুকুমগুলির অবস্থাভেদে প্রত্যাবর্ত্তন স্বীকার করে নিলে অতি সহজে একটী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সমস্যাটি হল এই যে, কোরানের এক আয়তে বলা হয়েছে:—

لاتقربوا الصلوة وانتم سكارا

তোমরা নেশার অবস্থায় নমাযের নিকটবর্ত্তী হইওনা। আর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

শরাব, জুয়া এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রনেণব্যবহৃত শর— انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه এ সবই অপবিত্র, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা ইহা হতে বিরত থাক।

আলেমগণ বলেছেন, দ্বিতীয় আয়তটীর দ্বারা শরাব হারাম হওয়ায় প্রথম আয়াতটীর হুকুম মনসুখ হয়েগেছে। তাঁরা এ কথাও বলেন যে, কোন আয়ত মনসুখ হলে পর তার উপরে আমল করা চলেনা। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, প্রথম আয়তটী মনসুখ হওয়ার পর যদি কোনব্যক্তি নেশার অবস্থায় নমায পড়তে চায় তবে তার-পক্ষে উহা নিষিদ্ধ হবে কি না? পরবর্ত্তী আলেমগণের ব্যাখ্যানুসারে এ নমায নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ নিষিদ্ধতার হুকুম ত' মনসুখ হয়েগেছে। আর যদি বলা হয় যে, আজও নেশাখোর ব্যক্তির জন্য নেশার অবস্থায় নমাযের নিকটবর্ত্তী হওয়া নিষিদ্ধ তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, যে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনসুখ আয়তটীর হুকুম নাযেল হয়েছিল সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার হুকুম যথারীতি বলবৎ হয়ে উঠেছে।

www.ahlehadeethbd.org

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) সম্বন্ধে যবানদরাযী

ইবনে ওমর রহমানী

ইসলামধর্মের অন্যতম মৌলিক উপকরণ হাদীস-শাস্ত্রের বিশ্বস্ততা ও প্রামাণিকতাকে খর্ব করার জন্য ইদানিং আমাদের সমাজের একদল লোক আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন। বরেণ্য মুহাদ্দেসগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাদীসশাস্ত্রের যে বিপুল ভাণ্ডার আমাদের হস্তগত হয়েছে, নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করার পরও তার বিশ্বস্ততায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ উপস্থাপিত করা যাচ্ছেনা দেখে তাঁরা এখন অন্যপথ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, যেসব স্তম্ভের উপরে ভিত্তি করে ইসলামের এ মনোহর সৌধ অচল ও অটল অবস্থায় আজও মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান রয়েছে তার দু' চারটা স্তম্ভকে ভেঙ্গে দিতে পারলেই ত' এ' সৌধ আপনাআপনি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তাই তাঁরা এবার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যও জেহাদে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। এ'পথ অবলম্বন করতে গিয়ে তাঁরা হাদীসশাস্ত্রের অদ্বিতীয় স্তম্ভ হযরত আবুহুরায়রাকে (রাঃ) বাণ নিক্ষেপের লক্ষস্থল হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, পাঁচ হাজার তিন শত চুয়াত্তরটী হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবুহুরায়রাকে কোন ক্রমে অবিশ্বস্ত প্রতিপন্ন করতে পারলে হাদীসশাস্ত্রের একটী উল্লেখযোগ্য অঙ্কই ত' বাদ পড়ে যাবে! তারপর যারা থাকবে তারা সবাই হাদীস-বর্ণনার দিক দিয়ে আবু হুরায়রার তুলনায় ছোট। অতএব সর্বপ্রথম আবু হুরায়রাকেই লোক-চক্ষুর সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে।

হাদীস অমান্যকারীদল আবু হুরায়রাকে হাদীসশাস্ত্রে অবিশ্বস্ত প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর বর্ণিত কতকগুলি হাদীস উল্লেখ করতঃ তাঁকে মিথ্যাবাদী অথবা অন্ততঃ "যয়ীফ" (দুর্বল) প্রমাণিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এক্ষণে আমরা নিম্নের মুনকেরীনে-হাদীসের প্রমাণাদি ও উহার উত্তর দানের চেষ্টা করব।

হাদীস অমান্যকারীদের প্রথম দলীল,

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, "কাবা গৃহের প্রভুর শপথ, যে ব্যক্তি উষার আলোক প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত নাপাকী অবস্থায় থাকে তার রোযা ভঙ্গ করা উচিত। এ'কথা আমার নয় বরং স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ইহা ফরমিয়েছেন।" হযরত আবু হুরায়রার এ' হাদীস শ্রবণ করে আবুবকর বিন আবদুর রহমান বল্‌লেন, "কিন্তু আমার পিতা; এ হাদীস অস্বীকার করেন।" অতঃপর পিতা-পুত্র (আবুবকর ও আবদুর রহমান) উভয়ই আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসের সত্যাসত্য যাঁচাই করার জন্য জননী আয়েশা ও উম্মে সালমার নিকট গমন করে এ' সম্বন্ধে আঁ-হযরত (দঃ) এর রীতি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁরা উভয়ই বললেন, "সহবাস-জনিত নাপাকী অবস্থায় আঁ-হযরতের (দঃ) সকাল হয়ে যেত তথাপিও তিনি রোযা ভঙ্গ করতেন না।" অতঃপর তাঁরা দু'জনেই (আবুবকর ও আবদুর রহমান) মারওয়ানের নিকট গেলেন এবং ঘটনাটী সম্পূর্ণ খুলে বললেন। এতদ শ্রবণে মারওয়ান বললেন, "তোমাদেরকে আমি খোদার শপথ দিয়ে বলছি তোমরা আবু হুরায়রার নিকট গিয়ে তার বর্ণিত হাদীসের যথাযথ উত্তর দাও।" পুনশ্চ পিতা-পুত্র মিলে আবু হুরায়রার নিকট গেলেন এবং জননী আয়েশা ও উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত আঁ-হযরতের ফে'লী সুন্নতের কথা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। এ কথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা বললেন, "যদি জননী আয়েশা ও উম্মে সালমা এ'কথা বলে থাকেন তবে ঠিকই বলেছেন। কারণ তাঁরা আঁ-হযরতের রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে বেশী অবহিত।" অতঃপর আবু হুরায়রা স্বীকার করলেন যে, তিনি তাঁর বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসটী ফযল বিন আব্বাসের নিকট হতে শ্রবণ করেছিলেন আঁ-হযরত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) এর নিকট হতে নয়।

মুনকেরীনে হাদীসের প্রথম দলীলের সমালোচনা

মুনকেরীনে হাদিসের কারসাজির ফলে উল্লিখিত হাদীসটীর দ্বারা হযরত আবু হুরায়রার অসাধুতার যে উলঙ্গ চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা' পাঠকবৃন্দকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয়না। কিন্তু পাঠকগণ এ'কথা জানতে পেরে নিশ্চয় স্তম্ভিত হবেন যে, উপরে উল্লেখিত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটীর দ্বিতীয় অংশটী (একথা আমার নয় বরং স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ইহা ফরমিয়েছেন) মুনকেরীনে হাদীসের কপোলকল্পিত জালীয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীস-গ্রন্থসমূহের কুত্রাপিও এ' অংশটীর বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। বিশ্বস্ত হাদীসগ্রন্থ মুসলিম শরীফের যে রেওয়াতটীকে অবলম্বন করে হাদীস অমান্যকারীর দল উপরের অনুবাদটী প্রদান করেছেন তার শব্দগুলি নিম্নরূপ :—

আবুবকর বলেছেন আমি আবু হুরায়রাকে একথা বর্ণনা করতে শুনেছি যে, যেব্যক্তি ফজর পর্যন্ত নাপাকী অবস্থায় থাকে তার রোযা ভঙ্গ করা উচিত।

عن ابى بكر قال سمعت ابا هريرة يقص فى قصصه من ادرك الفجر جنبا فلا يصم

পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, আবু হুরায়রা তাঁর ঐ বর্ণনায় কুত্রাপিও ভুলক্রমে একথার দাবী করেন-নি যে, তিনি উক্ত হাদীসটী আঁ-হযরত (দঃ) এর নিকট শ্রবণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে হাদীস অমান্যকারীর দল নিজেদের তরফ থেকে উক্ত দাবী সংযোজিত করে হযরত আবু হুরায়রাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অনভিপ্রেত কাজে মেতে উঠেছেন।

ঘটনাটীর প্রকৃত স্বরূপ হল এই যে, উপরে বর্ণিত মসলাটী হযরত আবু হুরায়রার ফতওয়া বা নিজস্ব মত—রেওয়াত বা হাদীস নয়। হযরত আব্বাসের পুত্র ফযলও উক্ত মসলাটী সম্বন্ধে ঐ একই মত পোষণ করতেন। অনন্তর আবুবকর ও আবদুররহমান উক্ত মসলাটী সম্বন্ধে আবু হুরায়রাকে আঁ-হযরত (দঃ) এর সুন্নত অবহিত করা মাত্রই সেই আশেকে-সুন্নতে নবী স্বীয় মতামতকে জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্নতের অনুসরণে প্রবৃত্ত হলেন। এই ত হল রসুলের পদাঙ্ক অনুসন্ধিৎসু পূর্ণ মুত্তাকি ও দীনদারের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হাদীস অমান্যকারীরদল এহেন আশেকে-সুন্নতকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার নেশায় এমনিভাবে মেতে উঠেছিল যে, সর্বপ্রকার সাধুতা ও সততার মাথায় পদাঘাত করতে তাঁরা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেননি। সাধুতা বলে যদি কোন বস্তু তাঁদের ভিতরে থাকত তা'হলে মুসলিম শরীফের যে হাদীসটী অবলম্বন করে তাঁরা হযরত আবুহুরায়রাকে কলঙ্কিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তার দ্বিতীয় অংশটীও পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরতেন। সেখানে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে :—অনন্তর আবুহুরায়রা জননী আয়েশা ও উম্মে-সালমার কথা শুনে স্বীয় মত হতে প্রত্যাবর্তন করেন। (মুসলিম ১মখণ্ড, ৪১৩ পৃঃ)।

فرجع ابوهريرة عما كان يقول فى ذالك

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর হাদীস শ্রবণ পূর্বক স্বীয় মত-বাদ হতে প্রত্যাবর্তন আর রেওয়ায়ত হতে প্রত্যাবর্তন এদুটীকে হাদীস অমান্যকারীর দল একই বস্তু বলে মনে করে নিয়েছেন। সুবহানল্লাহ! হাদীসশাস্ত্রের এতবড় ঢোঁক কি আর কেউ কোনদিন দেখেছে?

মুনকেরীনে-হাদীসের ২য় দলীল

হযরত আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন জানাযার নমাযে উপস্থিত হয় সে এক "কিরাত" পরিমাণ পুণ্য লাভ করে। এক "কিরাতের ওজন এক পাহাড়ের সমান।" হযরত ইবনে উমর আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস শ্রবণ করে বলেছিলেন, "আবু হুরায়রারত' হাদীস তৈরী করার অভ্যাস আছে।" এখানে স্বয়ং হযরত ইবনে উমর আবু হুরায়রার অসততা সম্বন্ধে যে মারাত্মক মন্তব্য করেছেন তার উপরে টীকাটিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের বক্তব্য

মুনকেরীনে হাদীসের দল হযরত ইবনে উমরের মুখ নিঃসৃতবাণী "اكثر علينا"—এর অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁদের আরবী বিদ্যার হাঁড়ী যেভাবে হাটের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাঝখানে ভেঙ্গেছেন তা' দেখে করুণারই উদ্রেক হয়। হযরত ইবনে উমর উপরোক্ত মন্তব্যের দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিলেন এই যে, আবু হুরায়রা এভাবে হাদীস বর্ণনা করে আমাদেরকে "বেশী পরিমাণ ছওয়াব অর্জনের সুযোগ দিয়ে থাকেন।" কিন্তু হাদীস অমান্যকারীদল এ সাধু মন্তব্যের কি কদর্থই না করেছেন! এখানে একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ) আবু হুরায়রার বর্ণিত এ হাদীসের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এ হাদীস শ্রবণ করে ইবনে উমর (রাঃ) আফসোস করে বলেছিলেন, "হায়! পূর্বে এ হাদীস আমার জানা ছিলনা বলে আমি বহু "কিরাত" পরিমাণ ছওয়াব হ'তে বঞ্চিত হয়েছি"। (মুসলিম, ১মখণ্ড, ৩৫০ পৃঃ)।

মুনকেরীনে-হাদীসের ৩য় দলীল

হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলির অধিকাংশই মক্কার ঘটনা সম্বলিত এবং এ কথা সর্বজন বিদিত যে, আবু হুরায়রা ওসব ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করেননি। কারণ তিনি ত' সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতএব ইহা অবধারিত যে, তিনি ওসব ঘটনা অন্য কোন সাহাবীর নিকট হতে শ্রবণ করেই বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁর নাম তিনি উল্লেখ করেননি একে হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় "তদ্‌লীস" বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটী উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, আঁ-হযরত (দঃ) ফরমিয়েছেন, "তোমাদের কেউ যেন দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান না করে।" এ হাদীসটী আসলে আবু সাঈদ আনস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা তাঁরই নিকট হতে শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকালে তিনি তাঁর উস্তাদের নাম ত'নেনই নাই উপরন্তু তাঁর বর্ণনার সহিত আরও কয়েকটি শব্দ সংযোজিত করে হাদীসটাকে উপহাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। শব্দ কয়েকটী হল এই "যদি কেহ ভুলবশতঃ দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করে থাকে তবে বমন দ্বারা সে পানি বের করে দেওয়া তার উচিত।" প্রকাশ থাকে যে, হযরত ইবনে আব্বাস স্বয়ং আঁ-হযরত (দঃ)কে দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করতে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এমতাবস্থায় আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীটীর যেকি মূল্য থাকতে পারে তা' পাঠকবর্গেরই বিচার সাপেক্ষ।

মুনকেরীনে-হাদীসের ৩য় দলীল সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য

মুনকেরীনে হাদীসের তৃতীয় দলীল সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, তাঁদের এ দাবী যে, "হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলির অধিকাংশই মক্কার ঘটনা সম্বলিত" সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। যদি তাঁরা এর উদাহরণ স্বরূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করার নিষিদ্ধতা সম্বন্ধীয় হাদীসটীর উল্লেখ করে থাকেন তা'হলে আমরা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করব যে, উক্ত হাদীসটী যে মক্কার ঘটনা এ কথার প্রমাণ কি? যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ইহার প্রমাণ দিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের এ দাবীর কানাকড়িও মূল্য নেই। পক্ষান্তরে আমরা বলতে চাই যে, এ হাদীসটী মদিনায় সংঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে হওয়াই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত। কারণ ইসলামি ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে আঁ-হযরতের মক্কী জিন্দেগীর তেরটী বৎসর তৌহিদের ঘোষণা, ইসলামের প্রতি আহ্বান ও বেহেশ্‌ত-দোযখের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কেটেছে। আর মুসলমানদের নিত্য প্রয়োজনীয় আহকামগুলির অধিকাংশই বিবৃত হয়েছে হযরতের মদীনায় অবস্থানকালে। অতএব "পানি দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করা যাবে না" এ'হুকুম মদিনার ঘটনা বলে ধরে নেওয়া অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

মুনকেরীনে-হাদীসের দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, "এ হাদীসটী আসলে আবু সাঈদ আনস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা তাঁর নিকট হতে শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন।" এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, এ হাদীসটী আবু সাঈদ আনাস বর্ণনা করেছেন—একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু আবু হুরায়রা তাঁরই নিকট হতে শ্রবণ করে উহা বর্ণনা করেছেন এবং স্বয়ং আঁ-হযরতের নিকট হতে শ্রবণ করেন নাই —একথার কি কোন প্রমাণ তাঁদের নিকট আছে? হাদীসশাস্ত্রের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, একই হাদীস পাঁচ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শত বা ততোধিক সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু কোন দিন কোন মুহাদ্দেসকে একথা বল্তে শোনা যায়নি যে, অমুক সাহাবা অমুক সাহাবার নিকট হতে ইহা শ্রবণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর নাম গোপন করতঃ স্বয়ং আঁ-হযরতের নিকট হতে শ্রবণ করার দাবী করেছেন। একমাত্র হাদীস অমান্যকারী দলের উত্তর মস্তিষ্কই এ নূতন তথ্য আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে!

মুনকেরীনে হাদীসের তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস স্বয়ং আঁ-হযরতকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করতে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানেও মুনকেরীনে-হাদীসের দল তাঁদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন মাত্র আর বাকী অংশকে বেমালুম হযম করে-গেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে :—

ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে যমযমের	عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلعم من زمزم فشرب قائما -

পানি পান করিয়েছিলাম আর তিনি উহা দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করেছিলেন।

এখানে মুনকেরীনে-হাদীস "যমযমের পানি" কথাটীকে কোন্ গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম হযম করে ফেলেছেন তা' আর কারও অবিদিত নাই। তাঁরা পূর্ব হতেই জানেন যে, "যমযমের পানি ও অজুর পানি" দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করার বিধি শরীয়তে আছে, এছাড়া অন্য পানি সম্বন্ধে নাই। তাই তাঁরা "যমযমের পানি" কথাটীকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

মুনকেরীনে হাদীসের ৪র্থ দলীল

মুনকেরীনে-হাদীস হযরত আবু হুরায়রা সম্বন্ধে বলে থাকেন যে, তাঁর বে-পরওয়াভাবে হাদীস বর্ণনার ফলে সাহাবাগণ এতই বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির প্রতি তাঁরা কোন গুরুত্বই আরোপ করতেন-না। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা আবু হুরায়রার এ হাদীসটী উল্লেখ করেন "আঁ-হযরত (দঃ) ফরমিয়েছেন যে, যদি তোমাদের কোন প্রতিবেশী তোমাদের দেওয়ালের উপরে খুঁটী গাড়তে চায় তা'হলে তোমরা তাকে নিষেধ করিওনা।" আবু হুরায়রার এ রেওয়ায়ত শ্রবণ করে সাহাবাগণ এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন। এঅবস্থা দর্শনে আবু হুরায়রা তাঁদেরকে বল্লেন, "আমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে এ হাদীসটীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে দেখছি। খোদার শপথ, আমি এ হাদীসটী তোমাদের ঘাড়ের উপরে ছুঁড়ে মারব।"

আমাদের বক্তব্য,

হাদীস অমান্যকারীরদল এখানেও তাঁদের স্বভাবসুলভ অসাধুতার পরিচয় দিয়ে মূল-বচনটীর (Text) এমন কদর্থ করেছেন যার ফলে হাদীসের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ম আমরা নিম্নে হাদীসটীর মূল-বচন উদ্ধৃত করছি :—

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীকে তোমাদের দেওয়ালের উপরে খুঁটী গাড়ার অধিকার হতে বঞ্চিত	قال رسول الله صلعم لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة مالي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم -

করিওনা। রাবী বলছেন, আবু হুরায়রা এ হাদীস বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে একথা জুড়ে দিতেন আমি তোমাদেরকে এ হাদীসের উপরে আমল করতে বিমুখ দেখছি কেন? খোদার শপথ যদি তোমরা এ হাদীসের উপরে আমল না কর আর তোমাদের প্রতিবেশীদেরকে তোমাদের দেওয়ালের উপরে খুঁটী গাড়ার অধিকার না দাও তবে আমি সে খুঁটী তোমাদের ঘাড়ের উপরে গাড়ব।

পাঠক, এখানে ক্ষণিকের জন্ম চিন্তা করে দেখুন, যে হাদীস দ্বারা আবু হুরায়রার ব্যক্তিত্ব, হাদীসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং হাদীসের উপরে আমল করতে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের প্রতি কঠোর অনুশাসনের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেই হাদিসকে আমাদের মুনকেরীনে হাদীসের দল আবু হুরায়রাকে হাদীসশাস্ত্রে অবিশ্বাস্য প্রমাণিত করার জন্ম পেশ করেছেন। আফসোস اين چه بوالعجبی ست তারপর উদ্ধৃত হাদীসটীর অনুবাদে মাঝে

www.ahlehadeethbd.org

মাঝে যে সততার পরিচয় দিয়েছেন সেটাও কম উল্লেখযোগ্য নয় "لارمين بها" ও "عنها معرضين" এ উভয় ক্ষেত্রে তাঁরা "ها" সর্বনামটার অর্থ করেছেন "হাদীস"। কিন্তু আরবী ভাষার প্রাথমিক ছাত্রেরাও জানে যে "ها" সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়, পুংলিঙ্গের জন্য নয়। পক্ষান্তরে "হাদীস" শব্দটা পুংলিঙ্গ। অতএব "হাদীস শুনে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া" এবং "হাদীসকে ঘাড়ের উপরে ছুঁড়ে মারা"—এ অনুবাদ যে ঠিক নয় তা' হাদীসে উল্লিখিত শব্দগুলির দ্বারাই স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে।

মুনকেরীনে হাদীসের ৫ম দলীল

আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন "একদা কবিবর হযরত হাস্সান বিন সাবেত মসজিদে বসে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, দৈবক্রমে হযরত উমর (রাঃ) সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হাস্সানের এ কাজে অপ্রীত হয়ে তাঁর দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করলেন। হযরত হাস্সান হযরত উমরের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন, "আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবের (রসুলুল্লাহ দঃ) জীবদ্দশায় আমি এ মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছি।" অনন্তর তিনি আবু হুরায়রাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবু হুরায়রা? আমি তোমাকে খোদার শপথ দিয়ে বলছি তুমি কি একথা জাননা যে, আঁ-হযরত (দঃ) আমাকে মসজিদের মিম্বরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতেন, "তুমি কবিতার দ্বারা মুশরেকদেরকে আমার তরফ থেকে উত্তর দাও। হে আল্লাহ! তুমি রুহুলকুদ্দুছ (জিবরীল) দ্বারা হাস্সানের সাহায্য কর।" এ কথা শুনে আবু হুরায়রা বললেন, "হাঁ, আমি ইহা জানি।"

এ হাদীসের উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে মুনকেরীনে হাদীসগণ বলেছেন, "আবু হুরায়রার ঔদ্ধত্য দেখে আমরা আশ্চর্য বোধ করছি। মিথ্যাবাদীতা ও জালিয়াতীরও একটা সীমা আছে। কিন্তু এ হাদীসে আবু হুরায়রা জালিয়াতীর সমস্ত সীমাকে লঙ্ঘন করেছেন। কারণ উল্লিখিত ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে মক্কায় আর আবু হুরায়রা যিনি আঁ-হযরতের মদীনায় হিজরত করার সাত বৎসর পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন যে, এ ঘটনা তাঁরই চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়। হযরত উমর ও হাস্সানের মতভেদ ঘটলে পর আবু হুরায়রা হাস্সানের পক্ষ অবলম্বন করে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, নেহায়েৎ বাহাদুরীর সহিত আবু হুরায়রা তা' উল্লেখ করেছেন। এমন সরল, সচ্ছ ও নির্জলা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পরও কি আমরা আবু হুরায়রার বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করব?

মুনকেরীনে হাদীসের ৫ম দলীলের সমালোচনা

মুনকেরীনে হাদীসগণ তাঁদের পঞ্চম দলীলে আবু-হুরায়রার উপরে আক্রমণ চালনার জন্য যে ঘাঁটী নির্মাণ করেছেন তা হল "উল্লিখিত ঘটনাটী সংঘটিত হয়েছিল মক্কায়।" কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, ঘটনাটী মক্কায় সংঘটিত না হয়ে মদীনায় সংঘটিত হয়েছিল তা'হলে তাঁদের এ সখের তৈরী বিরাট সৌধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। আমরা আলোচ্য ব্যাপারে মুনকেরীনে হাদীসদের ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিধি দেখে এতই বিস্মিত হয়েছি যে, এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই আমাদের কলমের ডগায় আসছেনা। ইসলামী ইতিহাসের ক, খ, যাদের জানা নাই তারা কোন্ সাহসে এসব বড় বড় আলোচনায় নাক গোলাতে আসেন, আমরা তাই ভেবে স্থির করতে পারছিনা। কোথায় হাস্সানের কবিতা আবৃত্তি আর কোথায় আঁ-হযরতের মক্কী জিন্দেগী! কেন জনাব। আপনাদের কি এ'কথা জানা নেই যে, হযরত হাস্সান মদনী ও আনসারী ছিলেন, মক্কী ছিলেননা? যখন আঁ হযরত মক্কায় মুশরেকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন তখন ত' হাস্সান বিন সাবেত ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেননি। আঁ-হযরতের তরফ থেকে কাফেরদেরকে উত্তর দিবেন কি করে?

আরও মজার কথা এই যে, হাদীসটার আগাগোড়াই "মসজিদে কবিতা আবৃত্তি" নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমদের মুনকেরীনে-হাদীস ভাইগণ একে মক্কার ঘটনা বলে উল্লেখ করছেন। হায় অজ্ঞতা! আমরা কি আমাদের ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, হিজরতের পূর্বে মক্কায় কোন্ মসজিদ ছিল, সেখানে হাস্সান বসে কেহ কবিতা আবৃত্তি করতেন? আপনাদের কি একথা জানানাই যে, আঁ-হযরত মদীনায় হিজরত করার পরই তাঁর জিন্দেগীতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সর্বপ্রথম মস্‌জিদ নির্মাণ করেন "কুবা" নামক স্থানে। অতঃপর দ্বিতীয় মসজিদ তিনি মদীনায় নির্মাণ করেন। হযরত হাস্‌সানের কবিতা আবৃত্তির ঘটনাটী এই মদীনার মস্‌জিদেই (মস্‌জিদে নববী) সংঘটিত হয়েছিল। এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি যে, হাদীসে যখন "আল মস্‌জিদ" শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় মদীনার মস্‌জিদ, কাবা গৃহ অথবা অন্য কোন মস্‌জিদ নয়। অতএব আলোচ্য হাদীসে হাস্‌সানের "আল মস্‌জিদে" কবিতা আবৃত্তির অর্থই হল মদীনার মস্‌জিদে কবিতা আবৃত্তি। "সিরাতে ইবনে হিশাম" নামক বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হাস্‌সান ছিলেন আঁ-হযরতের রাজ-কবিস্বরূপ। আঁ-হযরতের হিজ্‌রতের পর যেসব মুশ্‌রেক তাঁর নিন্দাসূচক গাথা লিখ্‌ত অথবা যারা কবিতা প্রতিযোগীতার জন্য মদীনায় তাঁর নিকট আস্‌ত তাদের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য আঁ-হযরত হাস্‌সানকে নিযুক্ত করতেন। এ'সব জওয়াবী-কবিতার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা তিনি যবরকান বিন বদরের কবিতার উত্তরে লিখেছিলেন।

মুনকেরীনে হাদীসের ৬ষ্ঠ দলীল

মুনকেরীনেহাদীসগণ হযরত আবুহুরায়রাকে অবিশ্বস্ত প্রতিপন্ন করার জন্য এবারে আর এক পথ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আবুহুরায়রা অনেক সময় তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্য যত্রতত্রভাবে কোরানের আয়ত উদ্ধৃত করতেন যদিও এসব আয়াতের সহিত তাঁর বর্ণিত হাদীসের কোনই সামঞ্জস্য থাকত না। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা নিম্নোল্লিখিত হাদীস ও আয়তটীকে পেশ করেছেন :—

আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হয়েছে আঁ-হযরত (দঃ) ফরমিয়েছেন, খোদার শপথ, শীগ্‌গীরই মরয়মের পুত্র ঈসা তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন; তিনি তোমাদেরকে আমার প্রবর্তিত শরিয়ত অনুসারে হুকুম দান করবেন; তিনি খুব ন্যায়বিচারক হবেন; তিনি খৃষ্টানদের তৈরী ক্রুশ ভেঙ্গে চুরমার করবেন; শূকর হত্যা করবেন; জিযিয়া-কর মওকুফ করে দিবেন আর এত বেশী ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এনে দিবেন যে, দান খয়রাত নেওয়ার আর লোক থাকবে না। আঁ-হযরতের এ হাদীস বর্ণনার পর আবুহুরায়রা বল্‌তেন, "তোমরা ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে এ আয়তটী পড়তে পার :— আহলে কিতাবগণ অবশ্যই তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপরে ঈমান আন্‌বে ইত্যাদি। وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته الخ

মুনকেরীনে হাদীসগণ বলেন, আয়াতের সহিত আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসের কোনই সামঞ্জস্য নাই।

মুনকেরীনে হাদীসের ৬ষ্ঠ দলীল সম্বন্ধে সমালোচনা

আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীস ও আয়াতটীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা তা' বুঝবার জন্য আমরা পূর্ণ আয়াতটী নকল করে উহার অনুবাদ পেশ করছি তাতে পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আয়াত ও হাদীসটীর মধ্যে কেমন গভীর সুসমঞ্জস্য রয়েছে :

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم - وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا - بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ۝ وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا -

আর তাহাদের (খৃষ্টানদের) এ কথা যে, আমরা মরয়মের পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা তাঁকে হত্যাও করেনি বা ক্রুশ-বিদ্ধও করেনি। তবে হ্যাঁ, তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা এসম্বন্ধে মতভেদ করে থাকে তারা সন্দেহের (তিমিরে) নিমজ্জিত। এ ব্যাপারে ধারণার অনুসরণ ছাড়া তাদের কারও কোন প্রকৃত জ্ঞান নেই। তারা তাঁকে কখনই হত্যা করেনি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাশীল। আহলে কিতাবগণ অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আন্‌বে আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করবেন।—সুরত-আন্‌নিসা।

(অবশিষ্টাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(১৬)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭। "তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান" রচয়িতা মওলবী শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল। এই পুস্তকে ঈমানের দৃঢ়তা ও ধর্মের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

৮। তাদ্‌বিরে এথোয়ানি" রচনাকারী শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল। এই পুস্তকে ভ্রাতৃত্বসুলভ কথাবার্তা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ বাতলানো হইয়াছে।

৯। "নসিহাতুল মুসলিমীন" মুসলমানদের সম্বন্ধে উপদেশাবলী। রচনাকারী কানপুর নিবাসী মওলবী করমআলী।

১০। আওলাদ হোসেন কর্তৃক রচিত "হিদায়াতুল মুমেনীন" মুসলমানের পথ প্রদর্শক।

১১। "তানবিরুল আয়নায়েন" চোখের জ্যোতিঃ আবদুল মাজেদ কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত।

১২। "জেহাদে আকবর" শ্রেষ্ঠ জেহাদ। আরবী ভাষায় রচিত।

১৩। তাম্বিহুল গাফেলীন" অচৈতন্যদিগের চেতনা সম্পাদনা, উর্দ্দূভাষায় রচিত।

১৪। "চেহেল হাদিস" জেহাদ সম্বন্ধে ৪০ চল্লিশটি হাদিস এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই এরূপ গভীর ভাবোদ্দীপক ও উত্তেজক ভাষায় রচিত যে, উহা পাঠ করিলে মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া তাকে জেহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। যিনিই উহা পাঠ করিবেন, তাঁহাকে উহা পাঠ সমাপ্ত করিয়া অন্যের হাতে পৌছাইয়া দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া রাখা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বিষাক্ত পুস্তকপুস্তিকা বিপুল সংখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া দিয়া মুসলমান সাধারণের মনকে এরূপ ভয়াবহ আকারে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তোলা হইয়াছে যে, তাহারা স্ত্রী-পুত্র ঘরবাড়ী ও বিষয়সম্পত্তির মায়া মমতাকে জলাঞ্জলী দিয়া বাংলা হইতে সুদূরে প্রায় দুই হাজার মাইল দূরস্থিত বিদ্রোহী মুজাহিদ ক্যাম্পে গিয়া যোগদান করিতে উৎসাহিত হইয়াছে। এইভাবে বাংলার পল্লীসমূহ হইতে সহস্র সহস্র মুসলমান যুবক সীমান্ত অঞ্চলে গিয়া দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদিগের বাহুতে বাহু মিলাইয়া বীরত্ব সহকারে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর বৃটিশ বিদ্বেষমূলক পুস্তকাবলী বৃটিশ ভারতের হাটবাজার, মেলা, সহর এবং বন্দরসমূহে প্রকাশ্যভাবে বিক্রিত ও বিতরিত হইয়া আসিতেছে। বলাবাহুল্য, যেপুস্তকের ভাব ও ভাষা অধিকতর উত্তেজক ও বিদ্রোহাত্মক, সেই পুস্তক বেশী করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ওহাবী প্রচারকবৃন্দ তাহাদের প্রচারণার মুখ্য অবলম্বন স্বরূপ যেচারিটি বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন উহারই একটি হইতেছে, এই বিরাট বৃটিশ বিদ্বেষী সাহিত্য রচনা ও প্রচার। এই বিরাট ও ব্যাপক সংগঠনের কেন্দ্রস্থল ছিল পাটনার "দারুল এশায়াত" নামক প্রচার কেন্দ্র। এই "দারুল এশায়াত" এক সময় এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার ও বিদ্রোহীদল সংগঠনে সাহসী হইয়াছিল। কিন্তু পাট-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নায় সরকারী কর্তৃপক্ষ উহাদের কেশাগ্রভাগও স্পর্শ করিতে সাহসী হননাই। পরে সহসা রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় ফেলিয়া তাহাদিগকে কতকটা কাবু করা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু তবুও তাহারা এখনও পাটনা কেন্দ্র হইতে সমগ্র ভারতের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই বিস্ময়কর শক্তির উৎসমূলের অনুসন্ধানের জন্য আর একবার আমাদের পক্ষে ১৮২১ সনের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

এমাম সাহেবের (সৈয়েদ আহমদ) চরিত্রে যে অতুলনীয় লোক নির্বাচনী প্রতিভা বিদ্যমান ছিল, সেকথা তাঁহার পরম শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং ১৮২১ সালে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে-সমস্ত লোক নির্বাচিত করিয়াছিলেন, চরিত্রের নির্মলতায়, সংকল্পের অনমনীতায়, ত্যাগস্পৃহায় এবং ধর্মনিষ্ঠায় তাহাদের প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর মানুষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার খলিফাগণের যেমন ছিল নৈতিকজীবন সর্বপ্রকার কলুষ মুক্ত, তেমনি ছিল তাহাদের ধর্মীয় বিধিব্যবস্থা ও ক্রিয়াকাণ্ড পালনে নিষ্ঠাপূর্ণ অদম্য স্পৃহা। প্রকৃতপ্রস্তাবে চরিত্র ও কর্মে তাহারা ছিল অন্যের আদর্শস্থানীয় এবং এইজন্যই একবার যেসমস্ত লোক তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, কোন প্রকার ভয়-ভীতি অথবা প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে দলছাড়া করা সম্ভবপর হয়নাই। এই প্রকার সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি ও ত্যাগ মন্ত্রের উপর দলের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া আমাদের পক্ষে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভবপর হয়নাই। এক একবার আমরা প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া তাহাদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছি আর এইবার বিদ্রোহীদল সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু উহার পরক্ষণেই নূতন পরিচালকবর্গ আবির্ভূত হইয়া জেহাদের পতাকাকে সগৌরবে উড্ডীন করতঃ আমাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ়ের দশা ধরাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ পাটনার খলিফাবৃন্দের যেমন ছিল অতুলনীয় চরিত্রনিষ্ঠা তেমনি তাহাদের সাধনা ছিল সর্বপ্রকার স্বার্থচিন্তাশূন্য নিষ্কাম। এই প্রকার আদর্শচরিত্র লইয়া তাহারা বিরামহীন গতিতে সমগ্র দেশের অনুপরমাণুতে বৃটিশ বিদ্বেষ ছড়াইয়া যে বিরাট জিহাদী সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার শক্তির দুর্বারতার সহিত আমাদিগকে পুনঃপুনঃ পরিচয়লাভ করিতে হইয়াছে। তাহারা আমাদের স্বার্থের পক্ষে বিপদজনক হইলেও তাহাদের স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ-স্বভাবের কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তাহাদের প্রচারের ফলে সহস্র সহস্র নরনারী নির্মল চরিত্র অর্জনপূর্বক সাধুজীবন লাভ করিয়া অনেকের আদর্শস্থানীয় হইতে পারিয়াছিল। তাহারা খোদার একত্ব সম্বন্ধে লোকের অন্তরে যেরূপ স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল, খোদাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। যদি এই দলটি রাজনীতি হইতে দূরে অবস্থিতপূর্বক ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা যে পৃথিবীতে এক বিস্ময়কর ধর্ম, সমাজ ও নৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইতেন সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

কিন্তু তাহা তাঁহারা পারেননাই বলিয়া সেই বিস্ময়কর চরিত্রনিষ্ঠা এবং নিষ্কাম সাধনাকে অনেকাংশে কলংকিত হইতে হইয়াছে। উহা না হইয়া উপায়ও কিছু ছিলনা। কারণ কেবল নৈতিক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে দল গঠন করিয়া তাহাকে অধিকদিন গতিশীল ব্যবস্থায় তিষ্ঠাইয়া রাখা সম্ভবপর হইতে পারে না। খুবসম্ভব এই জন্যই দল রাখার উপায় স্বরূপে তাঁহাদিগকে বৃটিশ বিদ্বেষ প্রচারে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। পাটনার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানও অবস্থার অনুরূপ গতিতে চালিত হইয়া নূতনপথ অবলম্বন করিয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের জাগ্রত বিবেককে বিস্ময়কর সংস্কারমূলক কার্য প্রণালী হইতে ফিরাইয়া জনসাধারণের মধ্যে এরূপ তীব্র বৃটিশ বিদ্বেষ ছড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাহাতে প্রত্যেক মুসলমানের মন ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অর্থাৎ যে উত্তম ও উন্নত শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা মুসলমানের চিন্তাকে উর্দ্ধমুখীন করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পবিত্র মনে দ্বেষ-হিংসার বিষ ছড়াইয়া তাহাদিগকে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য মাতাইয়া তুলিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা যে তাহাদের প্রথমভাগের দৃঢ়নৈতিক শিক্ষার গুণে ভয়াবহ বিপদ আপদের মধ্যেই একান্তভাবে ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও ত্যাগের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিচয় দিয়া অনেকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে সে কথা সরলভাবে স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

যাহাহউক জ্ঞান ও ধর্মপ্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যেই পাটনায় যে "দারুল এশায়াত" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাই ক্রমে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদিগের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই "দারুল এশায়াত" একটী প্রাসাদোপম অট্টালিকায় স্থাপিত হইয়াছিল। উহার চতুর্দ্দিকে গড় ও প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। উহার নানা-স্থানে সন্দেহাতীত উপায়ে এরূপ অসংখ্য হুজ্‌রা বা কামরা নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, সেই সকল স্থানের প্রতি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় ছিলনা। পক্ষান্তরে সেই সকল হুজ্‌রা বা কামরাসমূহকে বহু গুপ্ত পথ দ্বারা সংযোজিত করা হইয়াছিল। এই অট্টালিকাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্বতন খলিফাদ্বয় এরূপ শক্তিশালী হইয়া-ছিলেন যে, একবার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করিলে তাঁহারা সশস্ত্র প্রতিরোধের হুমকী প্রদর্শন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত খলিফাবৃন্দ (মওলানা ইয়াহিয়া আলী প্রভৃতি) সরকারী দৃষ্টি এড়াইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অট্টালিকা-টিকে এরূপ রহস্য জালে আবৃত করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যখন উহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইলেন তখন তাঁহাদিগকে উক্ত অট্টালিকার একখানি নক্‌সা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল এবং সেই নক্‌সা প্রস্তুত হইয়া যখন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে উপস্থিত করা হইল, তখন তাঁহারা তদৃষ্টে বিস্ময়ান্বিত হইয়া উহাকে একটি শক্তিশালী কেল্লা আখ্যা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সৈয়দ সাহেবের পাটনায় খলিফা বলিতে মওলানা বেলায়েতআলী ও এনায়েতআলী ভ্রাতৃদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। তাঁহারা ছিলেন পাটনার বিখ্যাত ধনী অভি-জাত মওলবী ফতেহআলী সাহেবের পুত্র এবং বিহার সুবায় নায়েবে নওয়াব নাজিম নওয়াব রফিউদ্দিন হোসায়ন সাহেবের প্রিয় দৌহিত্র। সুতরাং তাঁহাদের বিরাট ঐশ্বর্য ও প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছিল। ঐ অট্টা-লিকা হাবিলী নামে পরিচিত ছিল। তাঁহারা পাঠ্যাবস্থায় লক্ষ্ণৌয়ে প্রথম শ্রেণীর বিলাসীদের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ সাহেবের নিকট মুরিদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তাঁহারা অপরাপর পীর ভাইদের সহিত রায়বেরিলিতে সৈয়দ সাহেবের সাহচর্যে থাকিয়া কঠোর কৃচ্ছ্র-আধ্যাত্মিক-সাধনা দ্বারা উন্নতজীবন লাভ করেন। পরে জেহাদ সংগঠনের পরিকল্পনা স্থির হওয়ার পর তাঁহারা সমগ্র ভারতে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ সাহেবের শাহাদতের পর পাট-নার ঐ প্রাসাদকে উহার প্রচারের কেন্দ্রীয় অফিসরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যে প্রাসাদ পূর্বে ছিল শতশত শিষ্যের এবাদত বন্দেগী ও যিকির তেলাওয়াতের স্থান, উহাই পরে রাজনৈতিক সাধনার কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত হয়। বলাবাহুল্য, মওলানা বেলায়েতআলী ভ্রাতৃদ্বয় জেহাদের শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিপুল বিষয়-সম্পত্তি এবং বসতবাটী সমস্ত কিছুই খোদার পথে উৎসর্গ করেন। সুতরাং পূর্বে যেসমস্ত হুজ্‌রা খোদার যিকিরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল পরে সেই সমস্ত কুটীর মুসলিম জাহানের পক্ষে সর্বোত্তম এবাদত জেহাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। (অনুবাদক)

প্রচারকবৃন্দ বাংলার প্রত্যেক জেলা হইতে মোজাহিদ সংগ্রহ করিয়া পাটনায় এই দারুল এশায়াতে প্রেরণ করিতেন এবং তাহাদিগকে এখানে কিছুকাল রাখিয়া সামরিক তালিম দিয়া ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া দিল্লীর পথে সীমান্তস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে প্রেরণ করা হইত। সংগৃহীত যুবকদের মধ্যে যাহা-দিগকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা-দিগকে কিছুকাল দারুল এশায়াতে রাখিয়া বিদ্রোহের গুপ্ত তত্ত্বসমূহ ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। এবং সেই শিক্ষায় তাহারা পারদর্শী হওয়ার পর ধর্ম প্রচা-রক অথবা ধর্মীয় পুস্তক বিক্রেতার ছদ্মবেশে তাহা-দিগকে বাংলার পল্লী অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া দেওয়া হইত। তাহারা সেই ছদ্মবেশে বাংলার জেলা, শহর ও পল্লীসমূহ ভ্রমণ পূর্বক রিক্রুট ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিত।

এস্থলে পাটনার খলিফাবৃন্দের জীবনের নির্মল ও উন্নত দিকটির প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রলোভিত হইতেছি। তাঁহারা উত্তম নৈতিক শিক্ষার ভিত্তির উপর জীবন আরম্ভ করিয়া এবং এই সংশোধিত জীবনকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নিয়ম কানুন মূলক সাধনা দ্বারা যে উন্নতমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহারা সকলেরই ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা সেই কল্যাণকর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথ পরিত্যাগ পূর্বক ধ্বংসাত্মক রাজনীতির পথ অবলম্বন করিয়া লইলেন এবং এই পথের যে অনিষ্টকারিতা আছে অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মানুষের প্রবৃত্তির উগ্রভাবসমূহকে জাগরণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের দৈত্যে রূপান্তরিত করা, তাঁহারা তাহাই করিয়াছিলেন। এই অবস্থা বুঝাইবার জন্য তাহাদের প্রচারকবৃন্দ যে ধরণের ওয়াজ নছিহত করিয়া লোক সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, উহার কিঞ্চিৎ নমুনা উপস্থিত করিতেছি।

যে নীতিকে ভিত্তি করিয়া তাহারা প্রচারণা চালাইত তাহা হইতেছে এই—"ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে দোজখের আগুন হইতে নিস্তার লাভের জন্য তাহাদের সম্মুখে মাত্র দুইটি উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা—হয় ইংরেজ কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ, অন্যথায় হেজরত। কোন দ্বীনদার মুসলমানের পক্ষে নিজের আত্মাকে কলুষিত না করিয়া বিধর্মী রাজার নিকট আনুগত্য জানানো সম্ভবপর হইতে পারেনা। অতএব বর্তমান অবস্থায় মুনাফিক (কপট) ব্যতীত অপর কেহ মুসলমানদিগকে জেহাদ অথবা হিজরত হইতে বিরত থাকিতে বলিতে পারেনা। সকলেরই জানা উচিত যে, যে দেশে বা রাষ্ট্রে ইসলামী আইন কানুনসমূহকে অচল করিয়া মানবীয় আইন কানুন চালু করা হইয়াছে সেই দেশের মুসলমানদের পক্ষে উহার প্রতিকার ও প্রতিরোধার্থ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জেহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া শরিয়তের বিধান মতে অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে। তবে যাহারা জেহাদে যোগদান করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের পক্ষে পরাধীন দেশ হইতে হিজরত পূর্বক কোন ইসলামী বিধিবিধানুযায়ী গঠিত মুসলিম রাজ্যে গিয়া বসতী স্থাপন করা কর্তব্য। এই কঠোর ধর্মীয় বিধি যাহারা পালন করিতে চাহেনা, তাহাদের পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা আবশ্যক যে, তাহারা আর খোদার বান্দা নহে, প্রবৃত্তির অনুসরণ পূর্বক তাহারা ভোগবিলাসের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া শয়তানের বান্দায় পরিণত হইয়াছে মাত্র। যে ব্যক্তি একবার হিজরত করিয়া পুনরায় সেই পরাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহে। তাহাকে তাহার পূর্বকৃত সৎকর্মসমূহ হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইতে হইবে এবং পরাধীন ভারতে মৃত্যু বরণ করিলে তাহার পারলৌকিক মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়িবে।" "হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের পক্ষে আমাদের শোচনীয় দশার জন্য রোদন করা আবশ্যক। কারণ আমরা যেঅবস্থায় বিধর্মীর রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছি, উহা আমাদের আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পয়গাম্বরের ইচ্ছার বিরোধী। সুতরাং এজন্য খোদা ও পয়গাম্বর উভয়ই আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় একবার বুঝিয়া দেখা উচিত যে, যে খোদার অনুগ্রহ এবং যে দয়াল পয়গাম্বরের শাফায়াতের উপর আমাদের পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল, তাহারা উভয়ই যখন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তখন কাহার সাহায্যে আমরা নাজাতের আশা করিতে পারি। সুতরাং খোদা যাহাদিগকে ঈমান, স্বাস্থ্য ও সাহস দান করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে এই মুহূর্তেই জেহাদ অথবা হিজরতের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ভয়াবহ অনলকুণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি। সত্যকথা বলিলে আমাদের গলা কাটা যায়, আবার নিষ্ক্রিয় হইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলে আমাদের ঈমান নষ্ট হয়।" (১৮৬৭ সালে দিল্লী হইতে প্রকাশিত "জামেউত্তাফাসির" হইতে কলিকাতা রিভিনিউয়ের সি সংখ্যার ৩৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত প্রথম প্যারাগ্রাফের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম]

মুজাহিদগণ বিদ্রোহ প্রচারের জন্য যে সুশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, ঐশ্রেণীর বিষাক্ত সাহিত্য এবং সারা দেশে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য প্রচারকের বিষাক্ত প্রচারণা সেই পরিকল্পনার অঙ্গিভূত ছিল এবং সমস্ত কিছুই পাটনার "দারুল এশায়াত বা কেন্দ্রীয় প্রচার সমিতির উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু যদিও তাহারা আমাদিগকে উৎখাতের জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে এবং সেজন্য তাহাদিগকে আমরা মারাত্মক

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম তিরমিযী

মুনতাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জামে'তিরমিযীর ভাষ্য

ব্যাপক উপকারিতার দিক দিয়া জামে'তিরমিযীর স্থান যে অতি উর্ধে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মুকাল্লেদ ও গায়র মুকাল্লেদ সকলেই উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে সুধীবৃন্দ তিরমিযীর বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উহার অনেক ভাষ্য রচনা করা হইয়াছে এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বাহির করা হইয়াছে; নিম্নে কতিপয় ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

(১) **আরিযাতুল আহওয়াযী**, কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী মালিকী (৪৬৮—৫৪৩) কর্তৃক সংকলিত। ইহা তিরমিযীর ভাষ্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও বিখ্যাত ভাষ্য। আল্লামা আবদুররহমান মোবারকপুরী বলেন, মিসরে ইহা পুরাপুরি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তৎকালে হিন্দুস্থানেও উহার কতক অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। উহার পূর্ণ পাণ্ডুলিপি মুহাম্মদাবাদ বা টোঁকনগরের বিখ্যাত লাইব্রেরীতে বিদ্যমান রহিয়াছে[১]। কেহ কেহ অন্য পাণ্ডুলিপি মদীনার লাইব্রেরীতে আছে বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) হাফেয আবুল ফতহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইয়া'মুরী যিনি ইবনে সৈয়দুন্নাছ নামে বিখ্যাত (—৭৩৪) কর্তৃক রচিত, ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ। তিরমিযীর দুই তৃতীয়াংশের ব্যাখ্যা দশ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহা সমাপ্ত করিতে পারেননাই। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য হাফেয যয়নুদ্দীন আবদুররহীম ইরাকী (৭২৫—৮০৬ হিঃ) উক্ত ভাষ্যকে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন কিন্তু হাফেয সুয়ূতী বলেন, তিনিও উহা সম্পূর্ণ করিতে পারেননাই। ইহার একটি পাণ্ডুলিপি মদীনার লাইব্রেরীতে রহিয়াছে।

(৩) হাফেয উমর বিন আলী, যিনি হাফেয ইবনুল মুলাক্কেন নামে বিখ্যাত (৭২৩—৮০৪) কর্তৃক সংকলিত। ইহাতে ইমাম তিরমিযী বুখারী, মুসলিম ও আবুদাউদের মধ্যে যে অংশ বর্ধিত করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৪) সিরাজুদ্দীন উমর বিন রিছলান বল্‌কিনী (মৃত—৮০৫) কর্তৃক রচিত **আলআরফুশ শিযী আলা জামে' তিরমিযী**; ইহা অসমাপ্তই রহিয়াগিয়াছে।

(৫) হাফেয আবুলফরজ যয়নুদ্দীন আবদুররহমান বিন আহমদ (৭০৬—৭৯৫) কর্তৃক সংকলিত।

(৬) হাফেয ইবনে হজর আছকলানী (৭৭৩—৮৫২) কর্তৃক রচিত "আলসুবাব ফীমা ইয়াকূলুত তিরমিযী ফিল্‌বাব" ইমাম তিরমিযী ফিল্‌বাবে যে হাদীসসমূহের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(৭) হাফেয জলালুদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯—৯১১) কর্তৃক লিখিত "আলকূতুল মুগতযী আলা জামে' তিরমিযী" ইহার একাংশ মুহাম্মদাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮) মজ্‌মাউল বেহার রচয়িতা আল্লামা মুহাম্মদ

১) মুকদ্দমায়েতুহফা ১৮৩ পৃঃ।

শত্রুরূপে দেখিতে বাধ্য হইয়াছি, তবুও তাহাদের অনন্যসাধারণ চরিত্রনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ কর্মসাধনা, অতুলনীয় দুঃখবরণ ও ত্যাগপ্রবনতার কথা স্মরণে আসিলে আমার মন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনমিত হইয়া আসিতে চাহে। খোদাভীতি, পারলৌকিক চিন্তা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ভিত্তিতে তাহাদের অধিকাংশ যুবকের জীবন সুরু হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের অধিকাংশই ধর্মীয় বিধিব্যবস্থা দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পাটনার কেন্দ্রীয় সমিতিতে শিক্ষালব্ধ বিপ্লব প্রচারে লিপ্ত হইয়া যে ত্যাগ নিষ্ঠার কঠোর কৃচ্ছসাধনার পরিচয় দিয়াছে তাহাকে আদর্শ স্থানীয় না বলিয়া পারাযায়না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিন তাহের ছিদ্দিকী (৯১৪—৯৮৭) কর্তৃক সংকলিত।

(৯) শায়খ সিরাজ আহমদ সরহিন্দী কর্তৃক ফার্সী ভাষায় রচিত ভাষ্য। ইহা আবুত্তাইয়েব সিন্দীর ভাষ্যের সহিত নেযামী প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১০) আবুলহাসান বিন আবদুলহাদী সিন্দী,মদনী (মৃত ১১৩৯ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত[১]। ইহা জামে'-তিরমিযীর সহিত মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে[২]।

(১১) বর্তমান যুগের সর্বোৎকৃষ্ট ও সাধারণভাবে প্রাপ্তব্য বিরাটকায় ভাষ্য আল্লামা শায়খ আবুলউলা মুহাম্মদ আবদুররহমান বিন হাফেয শায়খ আবদুররহীম বিন শায়খ বাহাদুর মোবারকপুরী (১২৮৩—১৩৫৩ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত এবং চারি খণ্ডে সমাপ্ত।

(১২) আলহিদায়াতুল লওযয়ী বে নিকাতি তিরমিযী, আওনুল মা'বুদ প্রণেতা মওলানা শমছুল হক আযীমাবাদী মরহুম কর্তৃক বিরচিত।

উল্লিখিত ভাষ্য ছাড়াও কতিপয় টিকা ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতিপয় হিন্দুস্থানেও মুদ্রিত হইয়াছে।

তিরমিযীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

আল্লামা চিল্লী তদীয় কশ্‌ফুয্‌যুনুন গ্রন্থে তিনটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন।

১ম :—নজ্‌মুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আকীল আলবানী (—৭২৯ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত।

২য় :—নজ্‌মুদ্দীন সুলাইমান বিন আবদুল কবি তুর্কী (—৭১০ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত।

৩য় :—শেষোল্লিখিত সংস্করণ হইতে হাফেয সালাহুদ্দীন খলীল বিন কয়কলদী আলায়ী কর্তৃক তিরমিযীর একশত হাদীস নির্বাচিত ও সংকলিত।

শমায়েলে তিরমিযী,

ইমাম তিরমিযী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে জামে' তিরমিযী; ইলাল ও শমায়েল সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; পূর্বেই ইহা উল্লেখ করিয়াছি।

আলোচ্য প্রবন্ধে জামে' তিরমিযীর কিঞ্চিৎ পরিচয়ের পর উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়েরও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা বলিয়াই আমি মনে করি।

রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র জীবনী শমায়েলে তিরমিযীর আলোচ্য বিষয়বস্তু হওয়াতে উহার মর্যাদা অস্বীকার করার উপায় নাই। রসূলুল্লাহর হাদীসসমূহ যেভাবে মুসলিম সমাজের জন্য অবশ্য গ্রহণীয়, সেইভাবে তাঁহার জীবন-চরিত, ব্যবহার-পদ্ধতি, চালচলন, ফলকথা নবীজীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই মুসলিম জাতির জন্য আদর্শ স্বরূপ। এই বিরাট জীবন-চরিতের ছিন্ন অংশাবলী হাদীসের সমুদয়গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে অল্পবিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু নির্দিষ্টরূপে শুধু এই বিষয়ে ইমাম তিরমিযীর শমায়েলের পূর্বে কোন পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এই সৌভাগ্য শুধু ইমাম তিরমিযীরই প্রাপ্য। তিনি রসূলুল্লাহর পবিত্র হিল্‌ইয়া হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত বিশিষ্ট অংশগুলি একত্রিত করিয়া শামায়েল লিপিবদ্ধ করিয়াদিয়াছেন। ইসলাম জগতের বিদ্বানগণ জামে' তিরমিযীর ন্যায় ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার বিভিন্ন ভাষ্য ও টিকা রচনা করিয়াছেন নিম্নে কতিপয় ভাষ্যের উল্লেখ করিতেছি।

(১) "আশ্‌রাফুল অছায়েল ফি শরহেশ্‌শমায়েল" ইহা হাফেয ইবনে হজর মক্কী (—৯০৭ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।

(২) "শরহে শমায়েল" কৃত মুসলেহুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সলাহ; তিনি ফার্সী ভাষায়ও একখানা ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

(৩) "যুহরুল হেমায়েল আলাশ্‌শমায়েল" বিখ্যাত হাফেয জলালুদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯—৯১১ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত।

(৪) "জমউলওছায়েল" মিরকাৎ প্রণেতা নূরুদ্দীন আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ যিনি মুল্লা আলী কারী নামে বিখ্যাত (—১০১৬ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত। শায়খ মুহাম্মদ বিন উমর আনতাযী কর্তৃক উহাকে তাহযিবুশ্‌শমায়েল নামে সুসজ্জিত করিয়া সুলতান প্রথম বাএযীদের দরবারে উপস্থিত করিয়াছিলেন[১]। ইহার

১) কশ্‌ফুয্‌যুনুন (৩) ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

২) মুকদ্দমা ১৯০ পৃঃ।

১) কশ্‌ফুয্‌যুনুন (২) ৬৭ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একখানা পাণ্ডুলিপি মিসরের সরকারী লাইব্রেরীতে বিদ্যমান রহিয়াছে[২]।

(৫-৬) "শরহে শমায়েল" মওলানা এছামুদ্দীন ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ ইস্‌ফ্রাইনী (—৯৪৩ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত। এই নামে অপর একটি ভাষ্য মওলা মুহাম্মদ কর্তৃক ৯২৬ হিজরীতে রচিত হইয়াছে। ইহার পাণ্ডুলিপি পাটনাস্থ খোদাবখ্‌শ লাইব্রেরী এবং রামপুরের লাইব্রেরীতে মওজুদ রহিয়াছে[৩]।

(৭) হাফেয যয়নুদ্দীন মুহাম্মদ বিন তাজুল আরেফীন (—১০৩১ হিঃ) এছামুদ্দীন ইস্‌ফ্রাইনী এবং ইবনে হজর মক্কীর ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত সংস্করণরূপে রচনা করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে তিনি কিঞ্চিৎ বর্ধিতও করিয়াছেন। ইহা মিসর এবং ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হইয়াছে।

উল্লিখিত ভাষ্য ছাড়া আরও কতিপয় ভাষ্য রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে শাহ আবদুল হক মোহাদ্দিসের পুত্র মওলানা নূরুলহক কর্তৃক শমায়েলেতিরমিযীর যে শরহ লিখিত হইয়াছে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শরার পাণ্ডুলিপি রামপুরের লাইব্রেরীতে বিদ্যমান রহিয়াছে[৪]। এই মহোপকারী শামায়েল জামে' তিরমিযীর শেষ ভাগে সংযোজিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে[৫]।

কিতাবুস ইলল :—

এই মূল্যবান পুস্তিকা আকারে অতি সামান্য হইলেও ইহার মূল্য বিদ্বানগণের নিকট প্রচুর। হাদীসের বিশুদ্ধতা ও অন্যান্য গুণাগুণ বিচার করিবার জন্য হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ বিভিন্ন শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, নানাপ্রকার অসূল ও নিয়মপদ্ধতি রচনা করিয়াছেন কিন্তু হাদীসের মধ্যে কোন-সময় এরূপ গোপনীয় দোষ থাকে যে, সকল মুহাদ্দিস তাহা জ্ঞাত হইতে পারেননা। ইহার জন্য গভীর জ্ঞান, প্রশস্তদৃষ্টি এবং অগাধ পাণ্ডিত্বের প্রয়োজন। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মুহাদ্দিসই উহার অধিকারী। ইমাম তিরমিযীও সেই মুষ্টিমেয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম হাকিম স্বীয় মা'রেফাতুলহাদীসে বলিয়াছেন, ইল্‌মে হাদীসের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে হাদীসের ইল্লত (গোপনীয় দোষ) জ্ঞাত হওয়ার বিদ্যা অন্যতম। ইহা হাদীসের বিশুদ্ধতা, দুর্বলতা এবং জরহ ও তা'দীলের বিদ্যা ছাড়া অপর একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা।

উল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও কোনসময় হাদীসের দুর্বলতা (ইল্লত) জ্ঞাত হওয়া যায়। অনেক বিশ্বস্তরাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও এরূপ দোষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা তাঁহারা নিজে অনুভব করিতে পারেননা অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে হাদীস দোষিত হইয়া থাকে। ইহা অনুভব করার জন্য প্রচুর স্মরণশক্তি, গভীর জ্ঞান বুদ্ধি এবং হাদীসশাস্ত্রবিশারদ হওয়া একান্ত আবশ্যক[১]।

ইমাম হাকিম এরূপ হাদীসের বহু দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা এতই সূক্ষ্ম বিদ্যা যে, ইহার জন্য প্রশস্ত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই খুব অল্প সংখ্যক হাদীসশাস্ত্রবিশারদ এই শাস্ত্রে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইমাম তিরমিযীর সূক্ষ্মদর্শিতাও প্রতিপন্ন হইতেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ক্ষুদ্র হইলেও এই মূল্যবান পুস্তিকাখানি জামে' তিরমিযীর পরিশেষে আর শমায়েলের পূর্বে সংযোজিত রহিয়াছে[২]।

ইমাম তিরমিযীর মযহাব।

ইমাম তিরমিযী প্রচলিত মযহব চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট মযহবের অনুসারী ছিলেননা, বরং তিনি স্বাধিনচেতা ও মুজ্‌তাহিদ ছিলেন। হানাফী মযহবের কতিপয় আলেম তাঁহাকে শাফেয়ী এবং কতিপয় আলেম তাঁহাকে হাম্বলী বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঠিক নহে বরং তিনি মুজতাহিদ ও আহলেহাদীস মতের অনুসারী ছিলেন। ইমাম তিরমিযীর কোন কোন মত ইমাম শাফেয়ীর মতের সহিত এবং কোন কোন সিদ্ধান্ত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতের সহিত মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া কতিপয় মুকাল্লেদ তাঁহাকে শাফেয়ী বা হাম্বলী ধারণা করিয়া নিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত করার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তিনি সর্ব-

২) মিসরের খদীবিয়া লাইব্রেরীর সূচীপত্র (১) ৩২৭ পৃঃ।
৩) মিফতাহে কুনুযেখকিইয়া (১) ১৭১ পৃঃ; সূচীপত্র (১) ৯০ পৃঃ।
৪) সূচীপত্র ৯০ পৃঃ।
৫) জামে' তিরমিযী ৫৬৭ পৃঃ।

১) হাকিমের মা'রেফাতু উলুমিলহাদীস ১১২ পৃঃ।
২) জামে' তিরমিযী ৫৫৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিষয়ে কোন ইমামের সমর্থন করেন নাই। বরং কতিপয় মস্‌আলায় ইমাম তিরমিযী ইমাম শাফেয়ীর মতের প্রতিবাদও করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী "গ্রীষ্মকালে যুহরের নমায দেরী করিয়া সমাধা করা" সম্বলিত অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনার পর ইমাম শাফেয়ীর মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন[১]।

"যেব্যক্তি ফরয সমাধা করার পর ইমামত করেন।" অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী والعمل على هذا عند اصحابنا الشافعي واحمد واسحق বলিয়াছেন, আমাদের দলের মধ্য হইতে শাফেয়ী, আহমদ ও ইছহাক প্রভৃতি ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন[২]।

"কোন ব্যক্তি ইস্‌লাম গ্রহণ করিল এবং তাহার বিবাহবন্ধনে দশজন স্ত্রী রহিয়াছে" অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, আমাদের মতাবলম্বীগণ গয়লান বিন ছলমার হাদীসকেই والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند اصحابنا গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী منهم الشافعي واحمد واسحق ইমাম আহমদ ও ইসহাক বিন রাহওয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[৩]।

اصحابنا শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে মুল্লা আলীকারী আল্লামা ত্বীবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, আস্‌হাবেনা অর্থাৎ আহলুল হাদীস[৪]।

অতএব ইমাম তিরমিযীর উক্তিসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, **তিনি আহলে হাদীস ছিলেন**, আহলে হাদীসগণের মযহবই তাঁহার মযহব ছিল। তিনি কখনও মুকাল্লিদ ছিলেননা।

একটি সন্দেহের অপনোদন

আলোচ্য জামে'তিরমিযী প্রণেতা ইমাম আবু-ঈসা তিরমিযী ছাড়াও অপর দুইজন মুহাদ্দেস তিরমিযী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম :—আবুলহাসান আহমদ ইবনুল হাসান তিরমিযী। তিনি তিরমিযীয়ে কবীর আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বিশ্বস্ত হাফেয ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম বুখারী, আবুঈসা তিরমিযী এবং ইবনে মাজা প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। ২৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন[৫]।

দ্বিতীয় :—হেকীম তিরমিযী আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী আয্‌যাহিদা তিনিও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। নওয়াদিরুল অসূল নামে তাঁহার বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহারা এই ইমামত্রয়ের সম্বন্ধে অবহিত নহেন তাহারা হেকীম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত বহু অপ্রমাণিত হাদীসকে জামে'তিরমিযী রচয়িতা আবু ঈসা তিরমিযীর প্রতি আরোপ করিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন অথচ ইহা আদৌ সত্য নহে। উক্ত ইমামত্রয়ের মধ্যে পার্থক্য করিলেই এইরূপ ভ্রমাত্মক উক্তি হইতে তাহারা বিরত থাকিতেন। সুতরাং ইমামত্রয়ের মধ্যে প্রভেদ করা একান্ত আবশ্যক[১]।

ইমাম তিরমিযীর তিরোধান।

হাদীসশাস্ত্রের সেবায় প্রবৃত্ত থাকিয়া ইমাম তিরমিযী স্বীয় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে হাদীসের সেবা করিতে করিতে এই মহাবিদ্বান মুহাদ্দিসকুলশিরোমণি তিরমিয শহরস্থ বোগ নামীয় নিজ গ্রামে ২৭৯ হিজরী ১৩ই রজব সোমবার দিবাগত রাত্রে পরলোক গমন করেন[২]।

رحمة الله تعالى عليه

১) তিরমিযী ৫০ পৃঃ।
২) তিরমিযী ১০৯ পৃঃ।
৩) তিরমিযী ১৮২ পৃঃ।
৪) মুকদ্দমা তুহফাতুল আহওয়াযী ১৭৪ পৃঃ।
৫) তয্‌কেরাতুলহুফ্‌ফায [২] ১১৭ পৃঃ।
১) বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন ৬৮ পৃঃ ও মুকদ্দমা তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ১৭৪ পৃঃ।
২) তারীখ ইবনে খল্লেকান : মুকদ্দমা ১৬৯ পৃঃ; ইকমাল ৬২৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুলকাদের

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কাজীর স্বাধীন তেজঃ তাঁহার পদের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক। লোভী শাসনকর্তা ও শোষণকারী কোষাধ্যক্ষদের জমানায় প্রধান কাজী ও প্রধান মোল্লা প্রায়ই উৎকোচ ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া পবিত্র আইনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। আইন সঙ্কীর্ণ ও কাজী উৎকট ধর্মপ্রাণ হইতে পারেন কিন্তু তিনি হইতেন অন্ততঃ ইস্‌লামী ব্যবস্থা-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত ও সাধারণতঃ সাধু ও উন্নত চরিত্রের লোক। শাসনকর্তার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীরও পরিবর্তন ঘটিত; কিন্তু কাজী স্বপদে বহাল থাকিতেন। তাঁহার পদ এতই গুরুত্বপূর্ণ ও তাঁহার প্রভাব এতই অধিক ছিল। এমন কি কখনও পদচ্যুত হইলেও পরবর্তী খলীফা বা শাসনকর্তা তাঁহাকে পুনর্নিয়োগ করিতেন। নিজেদের বৈধ অধিকারে হস্তক্ষেপ সহ্য করা অপেক্ষা বরং পদত্যাগ করাই তাঁহাদের নিকট শ্রেয়স্কর মনে হইত। অধিকাংশ কাজী এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, সরকার তাঁহাদের কাহারও বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইত। এই আশঙ্কায় শাসনকর্তারা সহজে তাঁহাদিগকে ঘাঁটাইতে সাহসী হইতেননা। আব্বাসিয়া আমলে কাজীকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিলনা। কাজী খোদ খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, তাঁহার বেতনও তিনিই নির্ধারণ করিয়া দিতেন। ৭৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে ইব্‌নে লাহিয়া খলীফা আল্-মন্‌সুর কর্তৃক কাজী নিযুক্ত হন; তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৩০ দীনার; শীঘ্রই ইহা বহুগুণে বর্ধিত হয়। ৮২৭ খৃষ্টাব্দে মূসা বিন আল্-মুদ্দাসির মাসিক ৩০০ দীনার বেতন ও সহস্র দীনার ভাতা পাইতেন।

কাজী গওস (৭৮৫) ছিলেন ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ। যেকোন ফরিয়াদী তাঁহার সম্মুখে হাজির হইতে পারিত। প্রতি মাসে তিনি উকিল মুখতারদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইতেন। পরবর্তী কাজী আল্-মেফাজুলও ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের লোক। তিনিই সর্বপ্রথম মুকদ্দমার বিবরণ লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। শাসনকর্তা আসিলেও কাজি ইবনুন হারভাবী আসন ত্যাগ করিতেননা।

কাজীগিরি ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ। বিচার ব্যতীত তাঁহাকে ধর্মীয় পর্ব নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ বিশেষ ঘটনার দিনের তালিকা রক্ষা প্রভৃতি আরও বহু কার্য করিতে এবং প্রায়ই মস্‌জিদে বক্তৃতা দিতে হইত। বস্তুতঃ এই পদের মর্যাদা রক্ষার জন্য এত অধিক উত্তম কার্যপটুতার দরকার হইত যে, কেহ কেহ ইহা গ্রহণে স্পষ্ট অস্বীকৃত হইতেন। ইমাম আবু হানীফা কারারুদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। তথাপি এই গুরুদায়িত্ব বহনে সম্মত হননাই। শাসনকর্তা জল্লাদের কুঠার ও বধ্যকাষ্ঠ আনয়ন করিলে তবে আবু-খুজায়মা কাজীগিরি গ্রহণে স্বীকৃত হন। দৃঢ়তার সহিত ইস্‌লামী আইনের মর্যাদা রক্ষার সঙ্গে অত্যধিক সরলতা ও পরোপকারিতার সংমিশ্রণ থাকায় শীঘ্রই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া পড়েন। রশি পাকান ছিল তাঁহার পেশা; একদা তিনি আদালতে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক পরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার নিকট একগাছা দড়ি চাহিল; তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে উহা আনিয়া দিয়া আবার বিচারে বসিলেন। সরলতা, তেজস্বিতা ও ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক এ সকল "কাজীর বিচার"—ই জনৈক বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের কৃপায় এ দেশে উপহাসের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

আব্বাসা সর্বশেষ আরব শাসনকর্তা; তাঁহার ন্যায় এত উৎকৃষ্ট শাসক মিসরে আর আসেন নাই। ন্যায়বান বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি স্বীয় কর্মচারীদিগকে কঠোর শাসনে রাখিতেন। প্রজারা পূর্বে কখনও এরূপ সদিচ্ছার পরিচয় পায়নাই। তিনি সর্বদা নিরাড়ম্বরভাবে পদব্রজে প্রাসাদ হইতে মস্‌জিদে গমন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতেন। ধর্ম্মের অনুশাসন পালনে তাঁহার কঠোরতা সর্বজনবিদিত। রমযানের শ্রমসাধ্য রোজা রাখিতে কখনও তাঁহার শৈথিল্য দেখা যাইত না। তিনি যেমন সর্বশেষ আরব শাসনকর্তা, তেমনি মসজেদেরও সর্বশেষ ইমাম। খলীফার অনুপস্থিতিতে নামাজের ইমামতি করা ছিল শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। আম্বাসার পরে আর কেহ তাহা পালন করেন নাই।

দুইটি বিপরীত দিক হইতে মিসর আক্রমণের জন্য এই ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়বান শাসনকর্তার আমল বিখ্যাত। ৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ফোস্তাতে ইদুজ্জোহা উৎসবে ব্যস্ত; যথোচিতভাবে উহা উদযাপনের জন্য তাঁহার আদেশে দমিয়েতা, তিন্নিস, এমনকি আলেকজান্দ্রিয়া হইতেও অধিকাংশ রক্ষী-সৈন্য আসিয়া তাহাতে যোগদান করে, এমন সময় সংবাদ আসিল, রোমানেরা সমুদ্রতীর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দমিয়েতার লোকেরা আতঙ্কে পলাইয়া গেল। রোমানেরা উহা দগ্ধ করিয়া ৬০০ রমণী ও বালকবালিকাকে বন্দী করিল। আম্বাসা দ্রুতপদে সেখানে হাজির হইলে তাহারা জলপথে তিন্নিসের দিকে সরিয়া পড়িল, কিন্তু তিনি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাহারা স্বদেশে পলাইয়া গেল। ভবিষ্যতে এরূপ আকস্মিক আক্রমণ নিবারণের জন্য আম্বাসা দমিয়েতায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন; তিন্নিসও অনুরূপভাবে সুরক্ষিত হইল।

অপর আক্রমণ আসিল সুদান হইতে। ৬৫২ খৃষ্টাব্দ হইতেই নিউবিয়া মিসর সরকারকে বার্ষিক ৪০০ দাসদাসী, দুইটী হস্তী, দুইটী জিরাফ ও কয়েকটি উষ্ট্র কর দান করিয়া আসিতেছিল। ৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "বাগা" অধিবাসীরা এই করদান অস্বীকার করিয়া বসিল। কেবল তাহাই নহে, মরকত পর্ব্বতমালার মিসরী কর্ম্মচারী ও খনকদিগকে তরবারির মুখে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা সায়দে আপতিত হইল; এমনি আদফু ও অন্যান্য স্থান তাহাদের হস্তে লুণ্ঠিত হইল; অধিবাসীরা প্রাণভয়ে উত্তরাভিমুখে পলাইয়া গেল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া আম্বাসা খলীফার নিকট উপদেশ চাহিয়া পত্র লিখিলেন। কয়েকজন পর্যটক দেশের দুর্গমিতা ও 'বাগা'দের হিংস্র স্বভাবের কথা তুলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে লাগিল। তথাপি খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের মনস্থ করিলেন। মিসরে প্রবল উদ্যমে যোগাড়যন্ত্র চলিল; বিপুল খাদ্যসম্ভার, যুদ্ধাস্ত্র, অশ্ব ও উষ্ট্র সংগৃহীত হইল। দলে দলে সৈন্য কুয়াট, এস্‌নি, আর্ম্মেণ্ট ও কুখায়রে স্থান গ্রহণ করিল। সাতখানা অর্ণবযান খাদ্যসামগ্রী লইয়া কুনজুম হইতে আয়ধাবের নিকটস্থ সঙ্গো অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেনাপতি কুমের মুহম্মদ ৭০০০ সৈন্যসহ কুষ্ হইতে মরুপথে মরকত খনিতে উপনীত হইলেন; ক্রমে তিনি ডোঙ্গোলার সন্নিকটে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে বাধাদানের জন্য রাজা আলী এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাহারা ছিল বর্ম্মহীন ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ; তাহাদের বর্শাগুলি ছিল খাট; অশ্বগুলিও বাধ্য ও সুশিক্ষিত ছিলনা। আরবদের অশ্ব ও উষ্ট্র দর্শনেই তাহারা বুঝিতে পারিল, প্রকাশ্য সংগ্রামে তাহাদের জয়লাভের আশা নাই। কাজেই তাহারা নানাস্থানে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া শত্রুদিগকে ক্লান্ত ও তাহাদের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিত করিতে মনস্থ করিল। ইহাতে তাহারা অনেকটা সফলকামও হইল। এমন সময় কুনজুম হইতে প্রেরিত জাহাজগুলি সমুদ্রতটের অদূরে লোঙ্গর ফেলিল। এই খাদ্যসামগ্রী আরববাহিনীর হাতে পড়িলে সুদানীদের মতলব পণ্ড হইয়া যাইত। কাজেই তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইল। আরবেরা তাহাদের অশ্বের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া যুদ্ধে চলিল। সুদানীরা এক বর্শা দূরে আসিলে তাহারা ভয়নাদে "আল্লাহু আকবর" রবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ঢাক ও ঘণ্টার কর্ণবিদারক শব্দে ভীত হইয়া সুদানীদের উষ্ট্রগুলি আরোহী ফেলিয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল; রণভূমি মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইল! আলী রাজা বাকী কর প্রদান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। আরব সেনাপতি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া নিজের গালিচায় বসাইয়া মূল্যবান উপহার দিলেন। বিজিত ভূপতি বিজেতার সদ্ব্যবহার ও অভ্যর্থনায় এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, ফোস্তাত পরিদর্শন করিয়াই তাঁহারই তৃপ্তি হইলনা, খলীফার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি সুদূর বাগ্দাদে গমন করিলেন। মুসলমানেরা কোথাও তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন ক্ষতি করিলনা, সফরের পর তিনি নিরাপদে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

চারি বৎসর সুশাসনের পর আম্বাসা বাগ্দাদে আহূত হইলেন। অতঃপর কয়েকজন তুর্ক শাসনকর্তা আসিয়া দেশে কুশাসনের প্রবর্তন করিলেন। খলীফা আল্-মুস্তায়নের এক ফরমানের বলে তাঁহারা কপ্টদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। তাহাদের বহু বাজেয়াফ্ত সম্পত্তি প্রত্যার্পিত ও গির্জাগুলি পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রদত্ত হইল। পক্ষান্তরে জাতিগত বিদ্বেষের বশে আরবেরা নানাপ্রকারে নিগৃহীত হইতে লাগিল। খোজারা ছিল আরবের শাসনকর্তা এজীদের চক্ষুঃশূল। তিনি তাহাদের কোড়া মারিয়া শহর হইতে বিদূরিত করিলেন। জানাজার সময় রমণীর ক্রন্দন তাঁহার পছন্দ হইতনা। ঘোড় দৌড়েও তাঁহার আপত্তি ছিল। রোদ্দায় জলবৃদ্ধি পরিমাপের জন্য দ্বিতীয় মানযন্ত্র স্থাপন তাঁহার একমাত্র পূর্ত ও পুণ্য কার্য।

এজীদের রাজস্বমন্ত্রী ইব্নে মুদাব্বির ছিলেন অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি লোক। দোকান-কর (হেলালী), আমদানী-কর প্রভৃতি নূতন কর স্থাপন ব্যতীত তিনি শুঁড়িখানা ও অশ্ব গবাদির খাদ্যের উপরও শুল্ক বসাইলেন। মৎস ধরিবার স্থান ও সব্জিকা খনির উপর শাসনকর্তার একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইল। ফলে চতুর্দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া ও পরে হওফে বিদ্রোহীরা সচল হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে দমন করিতে না করিতেই গিজা ফাইয়ুমে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। দেশ হইতে শান্তি শৃংখলা একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দোষী-নির্দোষী নির্বিচারে উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। অনেকেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। রমণীরা গৃহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ পাইল; তাহারা এমন কি হাম্মাম বা গোরস্থানেও যাইতে পারিতনা। নামাজের সময় কাহারও জোরে বিস্মিল্লাহ বলার বা কাতার হইতে একবিন্দু অগ্র-পশ্চাৎ সরিবার উপায় ছিলনা, তাহাদিগকে যথা বিধানে দণ্ডায়মান করার জন্য একজন তুর্ক 'সার্জেণ্টের' ন্যায় চাবুক হস্তে মস্জিদে দণ্ডায়মান থাকিত। আচারানুষ্ঠানে এবম্বিধ আরও কয়েকটি তুচ্ছ নিয়মের প্রবর্তন ও পরিবর্তনে লোকের ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া গেল।

অবশেষে জনৈক সুশাসক তুর্কের আগমনে এই অমানিশার অবসান হইল।

৩। তুলুন বংশ,

এই নূতন শাসনকর্তার নাম আহ্মদ ইবনে তুলুন। আরবদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব হ্রাসের জন্য নবম শতাব্দীতে আব্বাসিয়া খলীফারা দলে দলে তুর্ক ক্রীতদাস আমদানী করিতে থাকেন। ইহাদিগকে সযত্নে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বিবিধ রাজকার্যে নিযুক্ত করা হইত।

তুলুন এরূপ একজন ক্রীতদাস। আল্-মামূনের দরবারে তিনি উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। পুত্র আহমদকে তিনি সর্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন করিয়া তোলেন। মিসর ছিল আমীর বক্বকের জায়গীর। তুলুনের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নীর পানিপীড়ন করিয়া তিনি আহ্মদকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন (৮৬৮)। পরবর্তী জায়গীরদার আমীর বার্গুক ছিলেন আহমদের শ্বশুর। তিনিও তদীয় উত্তরাধিকারী খলীফা ভ্রাতা আল্ মুয়াফ্ফাকও তাঁহাকে স্বপদে বহাল রাখিলেন। ইবনে তুলুন কার্যভার গ্রহণ করিয়াই ইবনে মুদাব্বিরের দেহরক্ষীদল ভাঙ্গিয়া দেন। তাঁহার জনপ্রিয়তায় ভীত হইয়া এখন তিনি স্বেচ্ছায় সিরিয়ায় বদলি হইয়া গেলেন। অতঃপর ইবনে তুলুন অল্-কাতাইয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া পাঁচ লক্ষ দীনার ব্যয়ে সেখানে অনেক সুরম্য হর্ম্য নির্মাণ করিলেন। বর্তমানে এগুলির চিহ্ন মাত্র নাই; কেবল "ইবনে তুলুনের মস্জিদই" (৮৭৬—৮) তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। দক্ষিণের মরুভূমি হইতে প্রাসাদ পর্যন্ত পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, আলেকজান্দ্রিয়ার খালের পঙ্কোদ্ধার ও রোদার জলমান যন্ত্রের সংস্কার তাঁহার অন্যান্য প্রধান কীর্তকার্য।

ব্যয়বাহুল্যের দরুন বাধ্য হইয়া ইবনে তুলনকে আল্ মুওয়াফ্ফাকের মুনাফা প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিতে হইল। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই বিবাদ বাঁধিল। কিন্তু আল্মুওয়াফ্ফাক প্রথম সুবিধা করিতে পারিলেননা। বরং ইবনে তুলুন খলীফার নিকট হইতে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া কাড়িয়া লইয়া মুদ্রায় তাঁহার সঙ্গে নিজের নামও যোগ করিয়া দিলেন। তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাম্রাজ্যে এখন ইউফ্রেতিজ নদী ওস্রীক সীমান্ত হইতে বার্কা ও আসওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

কিন্তু অচিরে তাঁহার ভাগ্য মন্দ হইয়া আসিল। আল্-মুওয়াফ্ফাক ইবনে তুলুনের সেনাপতি লুলুকে ভাগাইয়া নিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে মেসোপতেমিয়া হইতে তাড়াইয়া দিলেন। টার্সাসের মিসরী সেনাপতি খালিক রোমান-রাজ্য লুণ্ঠন (৮৮১) ও খোজা জজমান রোমান-দিগকে ক্রিসিবুলনে পরাজিত করিয়া বিপুল লুণ্ঠিতদ্রব্য হস্তগত করিলেও (৮৮৩) খোজা বিদ্রোহী হওয়ায় ইবনে তুলুনের কোনই লাভ হইলনা; বরং এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল (মে, ৮৮৪)।

ইবনে তুলুন ছিলেন একজন বিদ্বান, সাহসী, ধার্মিক, সদাশয়, ন্যায়বান, গুনবান ও অতিথিপরায়ণ নরপতি। সমগ্র কুরআন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তর্কস্থলে তাঁহার মতই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত। বিদ্বানদিগকে মুক্ত-হস্তে অর্থদান ব্যতীত প্রতিমাসে তিনি অন্ততঃ সহস্র দীনার ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার অতিথিশালায় দৈনিক ব্যয়ই ছিল সহস্র দীনার! তিনি স্বয়ং রাজকার্য নির্বাহ করিতেন ও প্রজাদের দুঃখ সুখের খবর লইতেন। কৃষি-কার্যের উন্নতির দরুন ইবনে মুদাব্বির প্রবর্তিত সমস্ত নূতন কর উঠাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার আমলে রাজ-স্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। নানা ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও তিনি দশকোটী দীনার ও বিপুল অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হন। তাঁহার আমলে মিসর যেরূপ সমৃদ্ধ হয়, পূর্বে আর কখনও তেমন হয়নাই।

আহমদের পুত্র খুমারভা ছিলেন সিংহাসনের যোগ্য-পাত্র। বিদ্রোহী সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া শীঘ্রই তিনি দিমিশ্কে প্রবেশ করিলেন (জুন, ৮৮৬)। মু'সি-লের শাসনকর্তা ইবনে কুন্দাজিক পরাজিত হইয়া সামা-র্বায় পলাইয়া গেলেন। সিরিয়ার লোভে মেসোপতে-মিয়াও হস্তচ্যুত হইতেছে দেখিয়া আল্-মুওয়াফ্ফাক তাড়াতাড়ি খুমারভাকে ৩০ বৎসরের জন্য মিসর, সিরিয়া ও রোমান সীমান্তে শাসনকর্তৃত্বের সনদ দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলনা। আন্বরের শাসন-কর্তা ইবনে আবিসাসের সহিত ইবনে মুদ্দাজেকের বিবাদ বাধিলে খুমারভার উপর সালিশীর ভার পড়িল। এই সুযোগে তিনি রাক্কা অধিকার করিয়া নলেন। ফলে মু'সিল ও মেসোপতেমিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত হইল। ইবনে আবীসাস সিরিয়া আক্রমণ করিলে খুমারভা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া (মে, ৮৮৮) জোনদ পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া খোজা জজমান তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। টার্সাসকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকবার (৮৯১—৪) রোমান সীমান্ত লুণ্ঠিত হইল। ৮৯২ খৃষ্টাব্দে নূতন খলীফা খুমারভার কন্যা কাৎরুনেচ্ছা বা শিশির-বিন্দুর পানিপীড়ন করিলে তিনি গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিলেন। খুমারভা ছিলেন যেমন পিতার চেয়ে অধিকতর সফলকাম, তেমনি অপেক্ষাকৃত আড়-ম্বরপ্রিয়। কেবল তাঁহার রন্ধনশালায়ই প্রতিমাসে ২৩০০০ দীনার ব্যয় পড়িত। তিনি কাতাইর প্রাসাদ পরিবর্দ্ধন ও মরুস্থানে দুর্লভ বৃক্ষরাজিশোভিত একটি মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করেন। পারিবারিক ষড়যন্ত্রের ফলে দিমিশকের পথে স্বীয় ক্রীতদাসদের হস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (৮৯৬)।

খুমারভার পুত্র বা ভ্রাতৃবর্গের কাহারও সেই কল-হের যুগে রাজ্যশাসনের যোগ্যতা ছিলনা। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আবুলআসাকির গায়স ছিলেন ১৪ বৎসরের বালক মাত্র। কয়েক মাস পরে তিনি সৈন্যদের হাতে নিহত হইলেন। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবু মুসা হারুণ বার্ষিক সাড়ে চারি লক্ষ টাকা করদানে ও উত্তর সিরিয়া ত্যাগের অঙ্গীকারে নিয়োগপত্র পাইলেন (৮৯৮)। কিন্তু অচিরে কার্মাতিয়ারা সিরিয়া লুণ্ঠন করিয়া দিমিশ্ক অবরোধ করিলে মিসর বাহিনী তাহাদের হস্তে গুরুতর-রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খলীফার হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়িল। তাঁহার নৌবহর টার্সাস হইতে যাত্রা করিয়া দমিয়েতায় নোঙ্গর ফেলিল ও স্থলবাহিনী মিসর সীমান্তের আব্বাসায় স্থান গ্রহণ করিল। হারুণ তাহাদিগকে বাধাদানের জন্য সৈন্যসজ্জা করিলেন। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত শায়বান তাঁহাকে হত্যা করিয়া মিসরে সৈন্য সরাইয়া লইলেন। এই নিরর্থক জ্ঞাতি হত্যার শাস্তির জন্য খুনীকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইলনা। অচিরে খলীফা সেনাপতি মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

আলীভ্রাতৃদ্বয় (রহঃ)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মওলানা বিলায়েতআলী হায়দরাবাদে প্রচারকার্যে রতকালে যখন হযরত সৈয়েদ আহমদ ব্রেলভী, আল্লামা ইস্‌মাঈল দেহলভী এবং তাঁহাদের অনুচর মুজাহিদ-বাহিনীর শাহাদতের সংবাদ শ্রবণ করেন সেই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। মওলানা সাহেব হায়দরাবাদ হইতে বুরহানপুর, সিউনী, নরসিংহপুর ও জব্বলপুরের পথে স্বীয় জন্মভূমি পাটনায় উপস্থিত হন। যুগপৎভাবে সংস্কার ও জিহাদের আন্দোলনকে বলিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্‌লা, বিহার, উড়িষ্যা ও হায়দরাবাদে যোর প্রচারকার্য চালাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় অনুজ মওলানা ইনায়েতআলীকে বৈষয়িক কার্যাদি হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া তবলীগ ও তন্‌যীমের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বাঙ্‌লা দেশে প্রেরণ করেন। মওলানা যয়েনুলআবেদীন হায়দরাবাদী ইলাহাবাদ অঞ্চলে আর মওলানা আব্বাস হায়দরাবাদী উড়িষ্যায় প্রচার ও জামাতীসংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। জ্ঞাতিভ্রাতা মওলানা শাহ মুহাম্মদ হুসাইন নিনমুহীয়া জামিমস্‌জিদের ইমাম এবং ছাপরা, মুজাফ্‌ফরপুর, ত্রিহুত ও পাটনা অঞ্চলের প্রধান প্রচারক নিযুক্ত হন। হযরত মওলানা বিলায়েতআলী, তদীয় অনুজ মওঃ ইনায়েতআলী এবং তাঁহার প্রতিনিধিগণ দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চর্কির মত পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। আলীভ্রাতৃদ্বয় বাঙ্‌লা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে শুধু গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রচারকার্য চালাইয়া নিরস্ত হননাই, তাঁহারা বড় বড় মেলা ও হাটেবাজারেও গমন করিতেন, কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে আর তন্তুবায়দের তাঁতের ঘরে গিয়াও তাঁহারা প্রচার চালাইতেন।

আল্লামা ইস্‌মাঈল শহীদ কর্তৃক আরব্ধ তওহীদ ও সুন্নাহর আওয়ামী প্রচারণা পাকভারতে বিশেষতঃ বাঙ্‌লা ও বিহারে আলীভ্রাতৃযুগলের সাহায্যেই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। মওলানা বিলায়েতআলী পাটনায় অবস্থানকালে স্বয়ং কুরআন পাক ও হাদীসগ্রন্থের মধ্যে হাফিয ইব্‌নেহাজার আস্‌কালানী কৃত "বলুগোল মারামে"র দর্স দিতেন। এই গ্রন্থখানা শুধু তাঁহার চেষ্টাতেই এই ভূখণ্ডে পরিচিত ও সমাদৃত হয়। তাঁহার চেষ্টার ফলেই ফিক্‌হশাস্ত্রের ছোটখাট বহিপুস্তকগুলির পরিবর্তে নিত্য-নৈমিত্তিক মস্‌আলা-মাসায়েলের অনুসরণ কল্পে এই গ্রন্থের সাহায্যে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের সহিত জনসাধারণের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মওলানা বিলায়েতআলী সাহেবের উৎসাহক্রমেই পরবর্তী কালে আল্লামা নওয়াব সৈয়েদ সিদ্‌দীক হাসান খান এই অমূল্যগ্রন্থের ফার্সী ও আরাবী ভাষ্যরচনা করার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন[১]। শির্ক ও বিদ্‌আতের উৎপাটন এবং তওহীদ ও সুন্নাহর প্রবর্তনকল্পে মওলানা সাহেব সক্রিয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই পাকভারতে আমীন বিল্ জিহ্‌র, রফে' ইয়াদায়েন, বুকে তহ্‌রীমা বাঁধা, ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহাপাঠ আর বাঙ্‌লা বিহারে বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিস্মৃত ও মৃতকল্প

১) নওয়াব, ইব্‌কাউল মিনান ১২ পৃঃ।

পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আল-কাতাইয়ে প্রবেশ করিলেন (জানুয়ারী ১০, ৯০৫)। চারিমাস লুণ্ঠন ও ধ্বংসক্রিয়া চালাইবার পর তিনি তুলুন বংশের সমস্ত লোককে বন্দী করিয়া বাগদাদে লইয়া গেলেন।

তুলুন বংশ মাত্র সোয়া সাইত্রিশ বৎসর মিসরে রাজত্ব করেন। তথাপি তাঁহাদের সুশাসনে মিসরের পূর্ব সমৃদ্ধি অনেকটা ফিরিয়া আসে। ইব্‌নে তুলুন ও খুমারভার আমলে মিসরের রাজধানীর সৌন্দর্য ও সর্বসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, আরব বিজয়ের পর আর কখনও তেমন হয় নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুন্নতগুলি ব্যাপক ভাবে পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

আলীভ্রাতৃযুগলের আন্দোলনের প্রকৃতস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বাঙ্‌লাদেশে তাঁহাদের প্রচারিত সংস্কার-আন্দোলন সম্পর্কে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই,ই (১৮২৫—১৮৯৪) কর্তৃক লিখিত "সামাজিক প্রবন্ধে"র নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি পাঠ করা কর্তব্য।

ভূদেব বাবু বলেন, যদি আরবাদি মুসলমান রাজ্য হইতে কোন মৌলবী এ দেশে আসিয়া অথবা এখানকারই তেমন ধর্মোন্মাদগ্রস্ত (!) এবং বিদ্যাসম্পন্ন কোন বড় মৌলবী মুসলমানদিগের উত্তেজনা করেন, তবে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া কিছুকালের জন্য যতদূর পারেন, হিন্দুর অনুকরণ ছাড়িয়া দেন। ১৮৪৮ অব্দের পর একবার এরূপ দেখাগিয়াছিল। সৈয়েদ আহমদ নামক একজন মৌলবী আসিয়া বঙ্গদেশের মুসলমানদিগকে গোমাংস খাইতে, বিধবার বিবাহ দিতে, দেবপূজার দ্রব্য গ্রহণ না করিতে এবং হিন্দুর নিমন্ত্রণে নাযাইতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ উত্তেজনার ফল অধিক কাল স্থায়ী হয়নাই[২]।

হযরত সৈয়েদ আহ্‌মদ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শাহাদতপ্রাপ্ত হন, সুতরাং ১৮৪৮ সনে বা তারপরে বাঙ্‌লায় তাঁহার আগমন সম্বন্ধে ভূদেববাবুর সাক্ষ্য ভ্রান্তিমূলক। ১৮৫০ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে মওলানা বিলায়েতআলী সাহেবের নিকট হইতে রাজশাহীর জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিভঙ্গ না করার জন্য মুচলকা লইয়াছিলেন এবং এই বৎসরেই দুই দুইবার ভ্রাতৃযুগলকে রাজদ্রোহ প্রচার করার অপরাধে রাজশাহী বিলা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল[৩]। সুতরাং ১৮৪৮ সনে ভূদেববাবু যে আলী ভ্রাতৃযুগলকেই দেখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভ্রাতৃযুগল সৈয়েদ শহীদের খলীফা এবং তাঁহার প্রবর্তিত আন্দোলনের ধারক ছিলেন বলিয়া সাধারণ হিন্দু সমাজে সৈয়েদ সাহেবের নামই প্রসিদ্ধ ছিল।

ভূদেব বাবুর সাক্ষ্য দ্বারা বাঙ্‌লাদেশের মুসলমানদের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, তাহাতে প্রতীয়মান হয়বে, পলাশীর পর হইতে তাহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ভয়াবহ ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। অর্থনৈতিক দিক ছাড়া মুসলমানরা অন্যান্য দিক দিয়াও হিন্দুদের সর্বতোভাবে অনুকরণ করিয়া চলিত, গরু কুরবানী আর বিধবা বিবাহের রীতি মুসলমানদের মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। হিন্দুদের পূজাপার্বনকে মুসলমানরা নিজেদের উৎসব রূপেই গ্রহণ করিত, ঠাকুর-বিগ্রহের জন্য উৎসৃষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তাহারা ধন্য হইত। মুসলমানদের এই ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতনকে তৎকালীন হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা ভারতে জাতীয় ভাবের উন্মেষক ও সহায়ক মনে করিতেন কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই অধঃপতন সামগ্রিক ভাবে মুসলমানদের জাতীয় অপমৃত্যুরই সূচনা করিয়াছিল। মুজাদ্‌দিদে আলফেসানী, শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস, সৈয়েদ আহ্‌মদ ব্রেলভী, শাহ ইস্‌মাঈল দেহ্‌লভী এবং আলী ভ্রাতৃযুগল ইঁহারা সকলেই স্বস্ব যুগে মুসলমানদিগকে এই অপমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করার জন্য ইস্‌লামের সনাতন আদর্শ কুর্‌আন ও সুন্নাহর পথে প্রত্যাগমনের আহ্বান উত্থিত করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অমুসলমানগণ ব্যতীত স্বয়ং মুসলমানদের মধ্য হইতেও কূপমণ্ডূক, উচ্ছিষ্টভোজী ও পরগাছা শ্রেণীভুক্ত একদল লোক সকল যুগেই ইস্‌লামের পুনর্গঠনের এই আন্দোলনকে বিদ্বেষের নজরে দেখিয়া আসিয়াছে।

একটি লক্ষণীয় বিষয়,

হযরত সৈয়েদ আহমদ সদলবলে বালাকোটের কারবালায় শাহাদত বরণ করার সময়ে পাকভারতের প্রতিপ্রান্তেই তাঁহার বহুসংখ্যক মুরীদ ও খলীফা বিদ্যমান ছিলেন। সৈয়েদ সাহেবের অন্যতম খলীফা মওলানা নূর মুহাম্মদ ঝঞ্ঝানবী দেওবন্দী বিদ্বানগণের আধ্যাত্মিক গুরু হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের পীর ছিলেন। ফুরফুরার স্বনামধন্য পীর মওলানা শাহ সূফী আবুবক্‌র সাহেবের আধ্যাত্মিক গুরু সূফী ফত্‌হ আলী সাহেব চট্টগ্রামের সূফী নূরমোহাম্মদ সাহেবের মুরীদ ছিলেন এবং এই সূফী সাহেব হযরত সৈয়েদ আহমদ শহীদের অন্যতম খলীফা ছিলেন। জৌনপুরের প্রসিদ্ধ পীর মওলানা কারামতআলী, সুধারায়ের মওলানা

২) সামাজিক প্রবন্ধ—ভারতবর্ষে মুসলমান—১৩ পৃঃ।

3) Our Indian Musalman p. p. 22.

www.ahlehadeethbd.org

ইমামুদ্দীন, গাযীপুরের মওলানা ফসীহ প্রভৃতি সৈয়েদ সাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। স্বয়ং সৈয়েদ শহীদের জন্মভূমি রায়বেরেলীতেও বহু বিদ্বান ও সুযোগ্য আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান ছিলেন। মোটেরউপর পাকভারত ও বাঙ্‌লার অধিকাংশ গদ্দীনশীন ও আধ্যাত্মিক-নেতৃত্বের আসনে সমাসীন মহোদয়গণকে হযরত সৈয়েদ আহমদ শহীদের সিল্‌সিলার সহিত জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এইযে, সৈয়েদ শহীদ ভারতে ইস্‌লামি হকুমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে জিহাদে মস্তকদান করিয়াছিলেন, তাঁহার আরব্ধ সেই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন কল্পে প্রথমে হযরত মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের জামাতা হযরত মওলানা নসীরুদ্দীন দেহ্‌লভী এবং অতঃপর আল্লামা ইস্‌মাঈল শহীদের প্রিয় ছাত্র মওলানা বিলায়েতআলী ও তদীয় পরিবারবর্গ ছাড়া আর কাহাকেও কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়-নাই।

کامل اس فرقۂ زہاد سے اٹھا نہ کوئی
کچھ ہوئے بھی تو یہی رندان قدح خوار ہوئے !

দুঃখের বিষয়, মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ আধুনিকযুগের যেসকল তথাকথিত প্রগতিশীল লেখক স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থে বালাকোটের কাহিনীর পর মধ্য-বর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের ইতিহাস বেমালুমভাবে হজম করিয়া সিপাহীযুদ্ধের সময় হইতে অতিআকস্মিক-ভাবে দেওবন্দী বিদ্বানগণের সহিত মুক্তি আন্দোলনের লেজুড় জুড়িয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবে মনে হয়, বালাকোটের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাকভারতে ইস্‌লামি আন্দোলনের হিজরত ও জিহাদের সমুদয় তৎপরতা ও প্রচেষ্টা স্থবির ও আড়ষ্ট হইয়া গিয়া-ছিল। অথচ শুধু ইংরাজলেখকদের এ সম্পর্কে বিরচিত বহিপুস্তকগুলিতে আলী ভ্রাতৃযুগল ও তাঁহাদের স্থলাভি-ষিক্তদের যে বিবরণ স্থানলাভ করিয়াছে, পৃথিবীর যে-কোন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য !

** ** **

বস্তুতঃ গোঁড়ামি আর গতানুগতিকতাই জাতীয় জীবনের সৃষ্টি, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অন্তরায়। কোন সত্যকার রাজনৈতিক বা সামা-জিক আন্দোলনকে গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের কুহেলিকা-জাল হইতে মুক্ত নাকরা পর্যন্ত উহাকে জয়যুক্ত করিয়া তোলা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, বরং অসাধ্য। দুনিয়ার যে-কোন অংশে যখনই কোন রাজনৈতিক আন্দোলন আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, উক্ত আন্দোলনের অধিনায়কগণ সঙ্গে-সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির সংস্কারকল্পেও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কারণ প্রত্যেকটি আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের পক্ষে নিজস্ব অনুকূল পরিবেশ আবশ্যক। হযরত সৈয়েদ আহমদ ও আল্লামা শহীদের অতুলনীয় নেতৃত্ব, অসাধারণ নৈতিক বল এবং সীমাহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষা সমুদয় প্রশ্নের উর্ধে, কিন্তু যে পরিবেশে ও যাহাদের সমবায়ে তাঁহারা জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, উক্ত পরিবেশ এবং উহার চরিত্র তাঁহাদের আন্দোলনের উপযোগী ছিলনা বলিয়াই তাঁহা-দিগকে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে শত্রুদের হস্তে শাহা-দত বরণ করিতে হইয়াছিল।

মওলানা বিলায়েতআলী সাহেবের জীবনেও আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিনা। শির্ক ও বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে এবং তওহীদ ও "আমল বিল হাদীসে"র প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি সংস্কারের যে বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন, হযরত সৈয়েদ আহমদ শহীদের ভক্তদের মধ্যেই কোন-কোন গতানুগতিকতাপ্রিয়, গোঁড়া প্রকৃতির বিদ্বান তাহার কঠোর প্রতিবাদকল্পে উত্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে গাজীপুরের মওলানা ফসীহ ও জৌন-পুরের মওলানা কারামতআলী সমধিক উল্লেখযোগ্য।

মওলানা ফসীহ গাযীপুরী সৈয়েদ শহীদের অন্যতম খলীফা মওলানা সৈয়েদ মুহাম্মদ আলী রামপুরীর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও মওলানা বিলায়েতআলীর "আমল-বিল্ হাদীসের" বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার সহিত একা-ধিকবার বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারেই তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষবারে যখন ভ্রাতৃযুগল চিরদিনেরমত ভারত ত্যাগ করিয়া আরা ও গাযীপুরের পথে সোওয়াত যাত্রা করেন, তখন মওলানা ফসীহ যেরূপ আগ্রহান্বিত ও ভক্তিপূর্ণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্তঃকরণ লইয়া মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের এবং তাঁহার কাফিলার আতিথ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে-হয়, তিনি শেষপর্যন্ত পরাজয়ের সমুদয় গ্লানি তাঁহার মনহইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন এবং আলী-ভ্রাতৃযুগলের অবলম্বিত মিশনে সম্ভাব্য সাহায্য ও সহ-যোগিতা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হননাই।

নির্দিষ্ট একটি ফিক্‌হী মযহবের অন্ধ মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীসের অনুসরণকল্পে আলীভ্রাতৃযুগল যে উদাত্ত আহ্বান পাকভারতের অধিবাসী-বর্গকে জানাইয়াছিলেন, সৈয়েদ শহীদের অন্যতম মুরীদ ও খলীফা মওলানা কারামতআলী জৌনপুরীর পক্ষে তাহা ক্ষমা করা কিন্তু সম্ভবপর হয়নাই। এই দলীয় মযহবী গোঁড়ামি আর বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়াই তিনি শেষপর্যন্ত ব্রিটিশসরকারের গোয়েন্দা সাজিয়া আলীভ্রাতৃযুগলের পরিচালিত আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত "ওয়াহাবীদে"র বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্তশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১২৪৬ হিজরীতে বালাকোটের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইহার পর দীর্ঘ-কাল যাবৎ অর্থাৎ আনুমানিক ১২৫৯ হিজরী পর্যন্ত আলীভ্রাতৃযুগল পাক-ভারত এবং বাঙলার বিভিন্ন জনপদে সুন্নতের প্রচার এবং মুজাহিদীন বাহিনীর পুনর্গঠন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তখন হইতেই মও-লানা কারামতআলী জৌনপুরী আলীভ্রাতৃযুগলের, এমনকি স্বয়ং আল্লামা ইস্‌মাঈল শহীদের তক্‌লীদ-বিরোধী ও কুর-আন ও সুন্নাহর অনুকূল সিদ্ধান্তগুলির কঠোর প্রতিবাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জৌনপুরী মওলানার রসনা ও লেখনীর গতি সীমা লংঘন করিয়া যাওয়ায় আলীভ্রাতৃযুগলের সহচর ও খলীফাগণ জৌনপুরী সাহেবের বিরুদ্ধে লিখনী ধারণ করিতে বাধ্য হন। এই সংপ্রবে কলিকাতার মওলানা আবদুলজব্বার সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২৫৪ হিজরীতে হুগ্লী যিলার চুঁচুড়ায় স্থাপিত আহমদী প্রেস হইতে সর্ব-প্রথম মওলানা বিলায়েতআলী কৃত "আমল বিল হাদীস" মাওলানা ইনায়েতআলী কৃত "বুৎশিকান" এবং নিজের রচিত "ইবারাতে ফিক্‌হীয়া," "তক্‌বীয়াতুল মুস্‌লিমীন" এবং জৌনপুরী মওলানার প্রতিবাদে একাধিক পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। উল্লিখিত পুস্তকগুলি আমার পাঠাগারে রহিয়াছে এবং হযরত ওয়ালেদ মরহুমের মধ্যস্ততায় এই বহিগুলি আমি পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছি।

এই সময়েই মওলানা বিলায়েতআলী সাহেবও বাঙলার সফরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা ইনায়েত-আলীর তবলীগী তৎপরতার সাহায্যকল্পে পাটনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং এই সময়েই তিনি দিল্লীর মওলানা শাহ ইস্‌হাক সাহেবের নিকট হইতে আল্লামা শহীদের পুস্তকাদি এবং মওলানা শাহ আবদুলকাদের দেহলভী কর্তৃক সংকলিত কুরআনের উর্দু তফ্‌সীর আনাইয়া প্রথমে লক্ষ্ণৌ সহরের হুসাইনী প্রেসে মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রেসের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থগুলি ছাপিতে অস্বীকার করায় মওলানা বিলা-য়েতআলী সাহেব এই কার্যের ভার অতঃপর তদীয় খলীফা বর্ধমানের মওলানা বদীউয্‌যামান সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন! মওলানা বদীউয্‌যামান মওলানা বিলায়েতআলী সাহেব কর্তৃক স্থাপিত কলিকাতার মিস্‌রীগঞ্জ (অধুনা গুয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের সংলগ্ন ১নং যার-কুইস লেন) আহলে হাদীসমস্‌জিদে ১০ হাজার টাকা মূল্যের একটি টাইপ-প্রেস কিনিয়া উল্লিখিত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

দুঃখের বিষয়, হযরত সৈয়েদ শহীদ, আল্লামা শহীদ ও আলীভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচারিত মতবাদ ও আন্দোলন সম্পর্কে ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় ঘরের ও বাহিরের লেখকরা যেসব বহিপুস্তক রচনা করিয়াছেন, সে-গুলিতে পশ্চিম ও পাক বাঙলা অতিনির্মমভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। অথচ সৈয়েদ শহীদের রক্তক্ষয়ী আযাদী-সংগ্রামে পাকভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তভূমি বাঙলার বীর মুজাহিদগণের বক্ষনিসৃত রক্তধারায় যতটা সিক্ত হইয়াছিল, অন্যকোন প্রদেশ কর্তৃক প্রদত্ত সমষ্টি-গত রক্তের পরিমাণ তাহার তুলনায় নগণ্য! শুধু ইহাই নয়, কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ওলীউল্লাহী সংস্কার-আন্দোলনের সাহিত্যগ্রন্থগুলি যখন পাক-ভারতের অন্যান্য মুদ্রাযন্ত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইতেছিল তখনও বাঙলা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেশের প্রেসগুলিই সর্বপ্রথম এইসকল মহৎগ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় অগ্রসর হইয়াছিল। শাহওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের ফওযুলকবীর ফি অসূলিত্ তফ্সীর ১২৪৯ হিজরীতে চুঁচুড়ার আহমদী প্রেস হইতে, শাহ আবদুল-আযীয মুহাদ্দিসের তফ্সীর ফত্হুলআযীয উক্ত সনে কলিকাতার মুন্শী মুহাম্মদ বখ্শ প্রেসে এবং শাহ আবদুল-কাদের, আল্লামা শহীদ ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের পুস্তকগুলি হুগলী ও কলিকাতার বিভিন্ন প্রেস হইতে ১২৫৬ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশলাভ করে।

মওলানা বিলায়েতআলী বাঙ্লার সফরে যখন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি মুঙ্গের যিলার সূরজগড় নামক সাদাত গোষ্ঠির প্রসিদ্ধ গ্রামেও পদার্পণ করেন। এই স্থানেই হযরত শায়খুলকুল আল্লামা সৈয়েদ নযীরহুসাইন মুহাদ্দিস দেহ্লভী (১২২০—১৩-২০ হিঃ) হযরত মওলানা বিলায়েতআলীর সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য ও বচনামৃত সৈয়েদ সাহেবকে কুরআন ও সুন্নাহর সেবায় জীবনপাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়েদশহীদের সঙ্গে গোড়ার দিকে সীমান্তের জিহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়েন। হযরত সৈয়েদ আহ্মদের শাহাদতের পর মওলানা বিলায়েতআলী তাঁহাকে বৈষয়িক সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্লাদেশে প্রচার ও জামাতি তন্যীমের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুনিপুন সাংগঠনিক শক্তি দ্বারা কলিকাতা হইতে সিলেট পর্যন্ত অজস্র জামাতি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গোটা প্রদেশকে এমন সুষ্ঠুভাবে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মধ্যবাঙ্লায় মওলানা ইনায়েতআলী সাহেবের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল ২৪ পরগণা জিলার হাকীমপুর গ্রাম। তিনি উক্ত গ্রামের জনাব মুফীদুদ্দীন খান ও জনাব মদন খান সাহেবানের গৃহে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেন এবং প্রয়োজন মত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমনাগমন করিতেন। ইঁহাদেরই বংশের মওলানা ইব্রাহীম উরফে আফ্তাব খান সীমান্তের এক জিহাদে যোগদান করিয়া শাহাদত প্রাপ্ত হন এবং মওলানা মুহাম্মদ আবদুলবারী খান সাহেব কর্তৃক মধ্যবঙ্গে "আমলবিল্হাদীসে"র বাতি রওশন হয়। কলিকাতা ব্যতীত পশ্চিম বাঙ্লার বর্ধমান যিলার মঙ্গলকোট, মধ্যবাঙ্লার নদীয়া ও মালদহের নারায়ণপুর আহ্লে-হাদীস আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। মঙ্গলকোটের মওলানা যিল্লুররহীম আল্লামা শহীদের ছাত্র ছিলেন। নদীয়ার খওয়াজা আহমদ সাহেব আলীভ্রাতৃদ্বয়ের খলীফা ছিলেন। মালদহ—নারায়ণপুর কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মওলানা আমীরুদ্দীন। ইঁহার কর্মক্ষেত্র মালদহ ব্যতীত মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী ও পাবনা যিলা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পাবনা হইতেই তিনি রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ লাভ করিয়া ১৮৭২ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মওলানা বিলায়েতআলী, মওলানা ইনায়েতআলী এবং মওলানা ফৈয়াযআলী সাহেবানের নারায়ণপুরে অবস্থানের কথা হাণ্টার ও ওকেন্লী স্বস্ব-গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। যশোর, নদীয়া, ফরীদপুর, রাজসাহী, মালদহ, বগুড়া ও ২৪পরগণা প্রভৃতি যিলায় মওলানা ইনায়েতআলী সাহেবের প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত ছিল। এই সকল যিলার মস্জিদগুলিতে তিনি যোগ্যতা-সম্পন্ন ইমাম নিযুক্ত করিতেন আর যেসকল স্থানে মস্জিদ থাকিতনা, সেসব স্থানে নূতন মস্জিদ নির্মাণ করিয়া দিতেন এবং ইমাম নিযুক্ত করিতেন। এই ইমামগণ যেরূপ নমায পড়াইতেন, তদ্রূপ বয়স্ক ও অপরিণত বয়স্কদের মসলা মাসায়েল এবং কুরআন ও হাদীসের উরদু তর্জমাও শিক্ষা দিতেন। ইমামগণের স্কন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিত, আলীভ্রাতৃদ্বয় ব্রিটিশ আদালতে আশ্রয়গ্রহণ করার কার্য পাপ মনে করিতেন, সুতরাং মুহাম্মদী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমুদয় ঘরোয়া বিবাদ বিসম্বাদ মস্জিদের ইমামদিগকেই কুরআন ও হাদীসের বিধানমত নিষ্পত্তি করিয়া দিতে হইত।

এই সময়ে মওলানা বিলায়েতআলী সাহেব স্বীয় নেতা সৈয়েদ শহীদের রীতি অনুসরণ করিয়া সপরিবারে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হন। বোম্বাইয়ে দুইমাস অতিবাহিত করার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর হিজায ভূমিতে উপস্থিত হইয়া তিনি হজ্ব সমাধা করেন। অতঃপর বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ সিরাজের নিকট হইতে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। হিজায প্রদেশ ব্যতীত মওলানা বিলায়েতআলী সাহেব আরবের নজ্‌দ, আসীর ও ইয়ামান প্রভৃতিও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইয়ামানের রাজধানী সনআয় ফিক্‌হুল হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ নয়লুল আওতারের প্রণেতা স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী শওকানির (১১৭২—১২৫০) নিকট হইতেও তিনি হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। মওলানা জা'ফর থানেশ্বরীর বর্ণনা মত মওলানা বিলায়েতআলী হাযারেমওত, মখা, হাদীদা, মসকত এবং সুদানেও গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় জন্মভূমি পাটনায় উপস্থিত হন।

হাফেয শওকানীর নিকট হইতে মওলানা বিলায়েতআলীর পূর্বে সৈয়েদ শহীদের অন্যতম প্রধান শিষ্য মওলানা আবদুলহাই বড্ডানবীও হাদীসের সনদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাক-ভারতে হাফেয শওকানীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে মওলানা আবদুলহাই ও মওলানা বিলায়েতআলী ব্যতীত শায়খ আবিদ সিন্ধী, মওলানা মনসূরুররহমান বিন শায়খ আবদুল্লাহ বিন নওয়াব জামালুদ্দীন আনসারী আর আল্লামা শায়খ আবদুলহক বিন ফযলুল্লাহ মুহাম্মদী বেনারসী (১২০৬—১২৮৬) সমধিক প্রসিদ্ধ। শায়খ আনসারী ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ আহলেহাদীস মহল্লা বংশালে তাঁহার জীবনসন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। হযরত বেনারসী শাহ আবদুলকাদের মুহাদ্দিসের ছাত্র এবং আল্লামা শহীদের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই হারামায়েনে তিনি গমন করেন। দিল্লীর পাঠ সমাপ্ত করার পর তিনি আরবে কাযী আবদুররহমান বিন আহমদ বিন্নুল হাসান বাহুকলী, আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইস্‌মাঈল আমীরে ইয়ামানী ও শায়খ আবিদ সিন্ধীর নিকট হইতেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিদ্যার্জন করেন এবং শেষে হাফিয শওকানীর নিকট হইতে সনদ ও ইজাযতপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কাযী শায়খ মুহাম্মদ মিছ্‌লীশহরী কাযী সৈয়েদ জালালুদ্দীন বানারসী ও আল্লামা নওয়াব সিদ্দীকহাসান খানের নাম যথেষ্ট। শায়খ আবদুলহক মুহাদ্দিস বানারসী আরবদেশ হইতে প্রত্যাগমন করার পর আলীভ্রাতৃযুগলের সহিত সীমান্তের জিহাদেও যোগদান করিয়াছিলেন।

যতদূর মনে হয়, আরব হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রচলিত হানাফী মযহবের সহিত মওলানা বিলায়েতআলী সাহেবের সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায়। তিনি স্বীয় উস্‌তায আল্লামা শহীদের ইংগিত মত মযহবী ফির্কাবন্দীর বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া "আমল বিল হাদীসে"র সার্বজনীন পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠাকল্পে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াযান এবং পাক-ভারতে মুহাম্মদী জামাত কায়েম করার জন্য তাঁহার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেন। কুরআন ও হাদীসের সহিত তাঁহার সরাসরি যোগসূত্র দল নিরপেক্ষ জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্যম এবং মুহাদ্দিস বানারসীর সহিত তাঁহার সক্রিয় মিলন তখনকার যুগে মওলানা কারামতআলীকে ভয়াবহভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলা আর পরবর্তী যুগে মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ প্রগতিবাগিশগণও মওলানা বিলায়েতআলীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে নজ্‌দী, ফরযদী ও শিয়ী আন্দোলনের শাখা রূপে অভিহিত করিয়া তৃপ্ত হইতে সচেষ্ট হন।

www.ahlehadeethbd.org

বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহ্‌কাম

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

হিজরী সনের অষ্টম শতাব্দীতে যেসব ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন ইবনে হাজার আসকালানী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এঁর মৃত্যুর পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পরও ইস্‌লামজগত এত বড় মুহাদ্দেস জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি।

مضت الدهور فما اتين بمثله

ولقد اتى فعجزن عن نظرائه

(যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এমন গুণধর পুরুষ আর কখনও জন্মগ্রহণ করেননি। আর তাঁর জন্মের পর ধরীত্রি তাঁর সমকক্ষ আর একজনকে জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। তাঁর উপনাম আবুল ফযল, নাম আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আস্‌কালানী, মিসরী। তিনি ৭৭৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি যমযমের পানি পানকরে হাফেয যহবীর সমতুল্য জ্ঞানী হওয়ার জন্য খোদার নিকট আকুল প্রার্থনা জানান। আকুল প্রাণের প্রার্থনা শ্রবণকারী রহমানুররহীম তাঁর সে প্রার্থনা মনজুর করেন আর তাঁকে শুধু যহবীর সমতুল্য নয় বরং অষ্টম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস করে সম্মানিত করেন।

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء

ইবনে হাজারের ৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। তাঁর মাতৃ-বিয়োগ ঘটেছিল ইতি-পূর্বেই। অতএব নাবালক ইবনে হাজার—রাযীউদ্দীন ইবনে আবুবকর ইবনে নূরুদ্দীন আলী আলখুররাযী নামক জনৈক আত্মীয়ের তত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে থাকেন।

ইবনে হাজার তাঁর নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর বাল্যগুরু সদর মুফতির নিকট সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর তিনি তৎকালীন প্রথিতযশা পণ্ডিতদের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

তখনকার দিনে "দেশ ফেরতা" না হলে কেউ পণ্ডিত বলে বিবেচিত হতনা। তাই ইবনেহাজার পুস্তক-গত বিদ্যা অর্জনের পরেই দেশ-বিদেশে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি ৭৯৩ হিঃ হতে ৮০৮ হিজরী পর্যন্ত ভ্রমণ করে এশিয়ার তদানীন্তন সব কয়টা শিক্ষাকেন্দ্রই পরিদর্শন করেন। এসব জায়গায় তিনি স্থানীয় বিখ্যাত পণ্ডিত-দের সঙ্গে আলোচনাও করেন।

ফলকথা তিনি বিদ্যাগগনে সূর্যের ন্যায় উদিত হয়ে ইস্‌লাম জগতে তাঁর কিরণ বিকীর্ণ করে ৮৫২ হিজরীতে পরলোকগমন করেন।

ইবনে হাজারের চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় চিত্তা-কর্ষক বস্তু হল তাঁর লেখনীশক্তির প্রাচুর্য। কি পদ্যে কি গদ্যে তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের লেখক। তাঁর গবেষণা প্রসূত ও সাহিত্যিক অলঙ্কারে অলংকৃত একশত পঞ্চাশ খানা গ্রন্থের মধ্যে প্রায় সবগুলিই হাদীস-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আজকার এ'নিবন্ধে আমরা তাঁর এক-খানি ছোট্টগ্রন্থকে পাঠকবর্গের সহিত পরিচিত করবার সুযোগ গ্রহণ করব। গ্রন্থখানির নাম "বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম"।

উল্লিখিত গ্রন্থখানা হাদিসশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ এবং ইস্‌লাম জগতের সর্বত্র আরাবী মাদ্রাসাগুলির পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত। গ্রন্থখানিতে মোট ১৮টী কিতাব (অধ্যায়) ও ৯৬টী বাব (পরিচ্ছেদ) আছে। গ্রন্থখানিকে ফিকাহ-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীর অনুসরণে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে তফ্‌সীর, কেয়ামতের নিদর্শন অথবা সাহা-বাগণের ফযীলত সম্বন্ধীয় কোন হাদীস সংকলিত হয়নি।

গ্রন্থখানি সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ গ্রন্থকার চেয়েছিলেন যে, হাদীসশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ সং-কলন করে গ্রন্থকার তারই বদৌলতে মুহাদ্দেসীনদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে রোয কেয়ামতে বিশ্বপ্রভুর নিকট দণ্ডায়-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মান হতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি হাদীসগ্রন্থের এমন একখানি সংক্ষিপ্ত সংকলন বের করবেন যাতে কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি না থাকে এবং ইসনাদেরও কোন বালাই না থাকে। পক্ষান্তরে যা মুসলমানদেরকে তাদের দৈনন্দিন প্রত্যেকটী কার্যকলাপ কি ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত তার নিখুঁত ও সঠিক পথ-প্রদর্শন করতে পারে। ফিকাহশাস্ত্রের বইগুলোতে যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ওজু, গোসল, খাওয়া-পরা, বিবাহ-তালাক, হায়য-নেফাস ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে যাকে বুলূগুল মারামেও যাতে আমরা অনুরূপ আলোচনা দেখ্‌তে পাই। তবে পার্থক্য হল এই যে, ফিকাহশাস্ত্রের বইগুলোতে শুধু আহকামই আছে তার দলীল নাই আর বুলূগুল মারামে কোন্ আহকামে শরিয়তের দলীল কি তা বিশুদ্ধ ও সহীহ হাদীস দ্বারা সপ্রমাণিত করা হয়েছে। যেন মনে হয় ইবনে হাজার আহকামে শরিয়তের ব্যাপারে ফিকাহশাস্ত্রের উপরে নির্ভরশীল তদানীন্তন মুসলিম সমাজকে তাদের এ অহেতুক নির্ভরশীলতার হাত হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধ হাদীসের প্রতি নির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্যই এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা সংকলন করেছিলেন।

ইবনে হাজার বলেছেন, তাঁর এ গ্রন্থের পাঠক স্বীয় সমসাময়িকদের উপরে অতিসহজেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে। কারণ তার সমসাময়িকেরা জানে শুধু কোন বিষয়ের কি হুকুম আর সে জান্‌বে কোন বিষয়ের কি হুকুম আর উক্ত হুকুমের দলীল কি। অতএব প্রাথমিক শিক্ষার্থীই হোক আর উচ্চশিক্ষার্থীই হোক সকলের জন্য এ গ্রন্থখানা প্রয়োজনীয়—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

পূর্বেই বলেছি এ গ্রন্থখানায় কোন হাদীসেরই ইসনাদ উল্লিখিত হয়নি। বরং যেসাহাবীর মাধ্যমে হাদীসটী বর্ণিত হয়েছে শুধু তাঁরই নাম উল্লেখ করার পর হাদীসের মতন (Text) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি হাদীসের শেষে একথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত হাদীসটি হাদীসশাস্ত্রের মূল গ্রন্থাবলীর কোন্ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে করে বুলূগুল মারামে সংকলিত হাদীসগুলি উহার মূল গ্রন্থাবলীর সহিত মিলিয়ে দেখার কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে।

বুলূগুল মারামের বৈশিষ্ট

১) আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, এতে প্রত্যেকটী হাদীসের শেষে اخرجه فلان অথবা رواه فلان (অমুকে ইহা রেওয়াত করেছে) ইত্যাদি শব্দ সন্নিবিষ্ট করে হাদীসটীর মূলগ্রন্থের বরাত দেওয়া হয়েছে। হাদীস অনুসন্ধানের পক্ষে এ রীতি বিশেষ সহায়ক হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

২) বুলূগুল মারামে উদ্ধৃত কোন হাদীস একাধিক মূলগ্রন্থে পরিলক্ষিত হলে উহাদের প্রত্যেকটীর বরাত দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোন হাদীস সিহাহ্‌সিত্তা ছাড়া হাদীসের অন্যান্য মূলগ্রন্থেও পাওয়া যায় এরূপ ক্ষেত্রে সেসব গ্রন্থের সন্ধানও দেওয়া হয়েছে। মনে করেন, একটি হাদীস সিহাহ্‌সিত্তার ছয়খানি গ্রন্থে ত' দেখ্‌তে পাওয়া যায়ই তদুপরি মস্‌নদ আহমদ, মস্‌নদ দারেমী, মুয়াত্তা মালেক ও বয়হাকী ইত্যাদি বিভিন্ন মূলগ্রন্থেও পাওয়া যায়, এরূপ ক্ষেত্রে ইবনে হাজার এসব গ্রন্থেরও বরাত দিয়েছেন। একটু ভেবে দেখুন! একটিমাত্র হাদীসের বরাত দিতে গিয়ে গ্রন্থকারকে কত বিরাট বিরাট সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছে।

৩) যে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা' সহীহ না যঈফ, মুরসল না মুন্‌কাতা ইত্যাদির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করতঃ বলা হয়েছে যে, কোন মুহাদ্দেস ইহাকে উক্ত গুণ বা দোষে আখ্যায়িত করেছেন।

৪) যেসব হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি অথবা অধিকাংশ সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, উক্ত সূত্রে হাদীসটি সহীহ আর উক্ত সূত্রে যঈফ।

৫) সিহাহ্‌সিত্তায় হাদীসটীর যে মতন বর্ণিত হয়েছে হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে তদপেক্ষা অধিক শব্দ বর্ণিত হয়ে থাকলে সেগুলির উল্লেখ করতঃ একথা বলা হয়েছে যে, সে additional শব্দগুলি সহীহ না যঈফ।

৬) ইবাদত ও মুআমেলাত সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে একথা পরিষ্কার-ভাবে বুঝা যায় যে, এতৎ সংক্রান্ত সমস্ত সহীহ হাদীসকেই এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৭) এতে বহুগুলি হাদীসের "আজ্‌যা" স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘ হাদীসগুলির যে অংশটী বর্তমান অধ্যায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট শুধু সেটুকু লিপিবদ্ধ করে বাকী অংশটীর প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ-কাজ এমন সুন্দর ও নিপুণতার সহিত করা হয়েছে যে, তাতে হাদীসটীর মর্ম অথবা মতলবের কোনই ক্ষতি হয়নি।

৮) গ্রন্থখানির অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ইত্যাদি ফিকাহ-শাস্ত্রের বইগুলির অনুসরণে সাজানো হয়েছে যার ফলে এর ব্যবহার সহজসাধ্য হয়েছে।

৯) গুণতির কয়েকস্থানে কয়েকটী হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু এগুলির উদ্দেশ্য হল এই যে, একই হাদীস দ্বারা বিভিন্ন আহকাম প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

১০) বিভিন্ন মযহাবের ধারক ও বাহকরা নিজ নিজ মতের পরিপোষকতায় যেসব দলীলের অবতারণা করে থাকেন এতে সে সবেরই উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ সব দলীল ও প্রমাণাদির কোনটী নির্ভরযোগ্য আর কোনটী নির্ভরযোগ্য নয়—এ সমালোচনায় আমরা ইবনে হাজারকে একজন নিরপেক্ষ সমালোচক হিসেবেই দেখ্‌তে পাই।

১১) হাদীসের সমালোচনায় যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা' অতি সংক্ষিপ্ত আকারে।

১২) গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে "কিতাবুলজামে'লিল আদাব" নামক একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বুলূগুল মারামের পাঠকগণ যেন সুন্দর ও মনোরম আদব কায়দায় বিভূষিত হয়ে প্রত্যেকেই ইসলামী আদব কায়দার এক একটি প্রতিমূর্ত্তি হয়ে বিরাজ করতে পারেন। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ইবনে হাজার তাঁর এ গ্রন্থখানি সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা' ষোল-কলায় পরিপূর্ণ হয়েছে। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন সালাহ আস-আমীরকে (মৃঃ ১১৮২ হিঃ) বলা হয়েছিল যে, আপনি এমন একখানি হাদীসগ্রন্থের নাম করুন যাকে ভিত্তি করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন ধর্মীয় কাজগুলি সম্পাদন করলে উহা ধর্মের দিক থেকে নির্ভুল হবে আর কোন মযহাবের পৃষ্ঠপোষকই উহার নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলতে পারবেনা। এ-প্রশ্নের উত্তরে আমীর সাহেব দু'খানা গ্রন্থের নাম করে-ছিলেন। প্রথম খানা বুলূগুল মারাম আর দ্বিতীয়খানা মুনতাকাল আখবার। কিন্তু তিনি প্রথমখানাকে তার সংক্ষিপ্ততার জন্য অধিকতর পছন্দ করেন।

মুহাদ্দেসীন প্রায় সকলেই ইবনে সালাহ্‌র সহিত উক্ত মন্তব্যে একমত হয়েছেন।

ইবনে হাজারের এ'ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বিভিন্নযুগে মুস্‌লিম সমাজ কর্তৃক কিরূপ সমাদৃত হয়েছে তা' এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্নস্থানের বহুসংখ্যক পণ্ডিত এর ব্যাখ্যা লিখে ধন্য হয়েছেন। নিম্নে এঁদের নাম দেওয়া হল :—

ক) কাযী শরফুদ্দীন হুসাইন বিন মুহাম্মদ আল-মাগ্‌রেবী আল সানআনী সর্বপ্রথম এর ব্যাখ্যা লিখেন। তিনি তাঁর বইখানির নাম রেখেছেন "আল-বদরুত্-তামাম।"

খ) দ্বিতীয় শরহ লিখেন মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন সালাহ আল আমির আল-ইয়ামানী (মৃঃ ১১৮২ হিঃ)। এঁর বইখানির নাম হল "সুবুলুস সালাম।" এখানা আসলে পূর্বোক্ত শরহখানির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তবে স্থানে স্থানে কিছু মৌলিক আলোচনাও আছে।

গ) তৃতীয় শরহ লিখেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ)। এঁর শরহখানির নাম হল "মিস্‌কুল খিতাম।" এ গ্রন্থখানা আসলে তল্‌খিসুল হাবির ও সুবুলুস সালামের অনুসরণে লেখা হয়েছে।

ঘ) চতুর্থ শরহ লিখেন নূরুল হাসান বিন নওয়াব সিদ্দিক জামান খাঁ। এঁর শরহখানির নাম "ফতহুল আল্লাম"। এখানা সুবুলুস সালামের নকল মাত্র।

ঙ) বুলূগুল মারামের একখানা অসম্পূর্ণ শরহের উল্লেখ আমরা দেখ্‌তে পাই। এর লেখক হলেন মুহাম্মদ আবেদ আল-সিন্দি (মৃঃ ১২৫৭ হিঃ)। কিন্তু বইখানির কোন সন্ধান অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

ইবনে হাজারের মৃত্যুর ছয়শত বৎসর পরেও সমগ্র মুস্‌লিম জাহানের আরবী মাদ্রাসাগুলিতে বুলূগুল মারামের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উহার মকবুলিয়ত ও গ্রন্থকারের নেকনিয়তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পাঠক দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, এ' আয়তে হযরত ঈসার কথা আলোচিত হয়েছে আর আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসেও হযরত ঈসারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতএব হাদীস ও আয়তটীর মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে সে-কথা না বল্‌লেও চলে। জমহুর আলেমগণ কোরানের এই আয়তটীর দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে, হযরত ঈসা এখনও জীবিত আছেন এবং কেয়ামতের পূর্বে তিনি দুনয়ায় অবতীর্ণ হয়ে আঁ-হযরত (দঃ) এর প্রচারিত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। হযরত আবু হুরায়রাও জমহুর আলেমগণের ন্যায় হযরত ঈসার পুনর্বার দুনয়ায় আগমনের মতবাদে বিশ্বাস করতেন এবং এই আয়ত দ্বারাই তিনি তা' প্রমাণিতও করতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসেও ঠিক সেকথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। অতএব হাদীস ও আয়তের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ আছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু মুনকেরীনে হাদীস ভাইগণের সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি কোথায়? তাঁরা ত' হযরত আবু হুরায়রাকে খাটো করে দেখাবার জন্য এমনি ভাবে অন্ধ হয়ে পড়েছেন যে, দিনদুপুরের সূর্য্যও আর তাঁদের চোখে পড়ছেনা।

মুনকেরীনে হাদীসের ৭ম দলীল

মুনকেরীনে হাদীসগণ বলে থাকেন যে, আবু হুরায়রারা অযৌক্তিক হাদীস শুনে লোকে স্তম্ভিত হয়ে যেত আর "সুবহানাল্লাহ" বলত। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেন, আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন "রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি একটী ষাঁড়ের পিঠে বোঝা চাপিয়ে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ষাঁড়টী তাকে লক্ষ্য করে বল্‌ল আমি ত' বোঝা বহনের জন্য পয়দা হইনি। আমি হয়েছি কৃষি কাজের জন্য।" "আবু হুরায়রার এ বর্ণনা শুনে কারও বিশ্বাস হলনা। তারা আশ্চর্য্য হয়ে বলল "সুবহানাল্লাহ"।

৭ম দলীলের সমালোচনা

মুনকেরীনে হাদীসগণ তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাসমত এখানেও হাদীসটীর কিয়দংশ নিয়ে আর কিয়দংশ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হিসাবনিকাশ ঠিক রেখে অনুবাদ করেছেন। আমরা পাঠকদের সামনে হাদীসটীর যথাযথ অনুবাদ পেশ করছি :

"রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, একদা একব্যক্তি একটি ষাঁড়ের পিঠে বোঝা চাপিয়ে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ষাঁড়টী তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি ত' একাজের জন্য পয়দা হইনি। আমি পয়দা হয়েছি কৃষি কাজের জন্য। এঘটনা শ্রবণে লোকেরা আশ্চর্যহয়ে বলল, "সুবহানাল্লাহ! ষাঁড়ও কি কখনও কথা বলে"? আঁ-হযরত বললেন, "এঘটনার উপরে আমার ঈমান আছে আর আবুবকর ও উমরেরও।" (মুসলিম ২য় খণ্ড ফাযায়েল আবুবকর)।

পাঠক দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, রসূলুল্লাহর মুখে এঘটনা শ্রবণ করে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে "সুবহানাল্লাহ" বলেছিল, আবু হুরায়রার মুখে শ্রবণ করে নয়। কিন্তু আমাদের আবু হুরায়রা-দুশমনেরা ওটাকে টেনে হেঁচ্‌ড়ে আবু হুরায়রার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। একেই ত' বলে "মারে ঘুটনা ফুটে আঁখ।"

আমরা জানিনা আমাদের যুক্তিবাদী ভাইদের নিকট এ'হাদীসের কোনটী কথা অযৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ষাঁড়ের বাকশক্তির কথা ত' দূরে থাক, আঁ-হযরত (দঃ) যদি কোন অচেতন পদার্থেরও বাকশক্তির কথা উল্লেখ করতেন আর তা' সহীহ হাদীস দ্বারা প্রতিপন্ন হত তা'হলে মুসলমান হিসেবে আমরা তাকে "আমান্না" (আমরা বিশ্বাস করলাম) বলে নতশিরে স্বীকার করে নিতাম। পক্ষান্তরে এ হাদীসকে যদি তার শাব্দিক অর্থে (Literal Sense-এ) গ্রহণ না করে আলঙ্কারিক অর্থে (Figurative Sense-এ) গ্রহণ করা যায় তবে অযৌক্তিকতার কোন প্রশ্নই উঠেনা। এ' হাদীসটীর উদ্দেশ্য হল এই যে, প্রত্যেক জিনিষকে তার উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করা উচিত। কোন জিনিষকেই বে-মওকা ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যথায় উহা হয়ে যায় "কিসের মধ্যে কি পান্তাভাতে ঘি" আর তারই ফলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মনে করুন কেউ যদি মরুভূমির বুকে ফসল ফলাতে চেষ্টা করে তবে কি তার চেষ্টা কোন দিন ফলপ্রসূ হবে? বা কেউ যদি হাতে জুতা পরিধান করতঃ বাজারে ঘুরে বেড়ায় তাতে কি জুতা তৈরীর উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে? না, সেটা হবে একটা উপহাস্যাস্পদ ব্যাপার। অনুরূপ ভাবে যে ষাঁড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল কৃষিকার্যে সহায়তা করা তাকে যখন গাধার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল সে যেন (as if) বলছে, (যবানে-হাল দ্বারা) "তুমি আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছ; আমি এ' কাজের জন্য সৃজিত হইনি।" চরিত্রের উন্নতি ও নীতি নৈতিকতার মান উন্নয়ন কল্পে আমাদের মনিষীগণ চিরদিনই পশু পক্ষীর মুখ দিয়ে বহু নীতিকথা বলে গেছেন। কালীলা ও দেমনার বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়েছে এ আদর্শকে ভিত্তি করেই। কিন্তু একে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিতে কোন দিনই কোন বুদ্ধিমানকে ত' শোনা যায় নি।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

হাদীস-গ্রন্থসমুহের মধ্যে বুলূগুল মরাম অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও মুহাম্মদী জীবনব্যবস্থার নিত্য প্রয়োজনীয় আহ্‌কাম ও আরকান (ব্যবহারিক বিধিনিষেধ) সম্পর্কিত সমুদয় খুঁটিনাটি ইহাতে সহীহ্ হাদীস দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে শরীঅতের মস্‌লাগুলির হাদীসী দলীল সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ কর যাইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। নবশিক্ষিতদের জন্য বিশেষরূপে উহা উপকারী এবং পূর্ণশিক্ষিতগণও উহাদ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারিবেন। উপরন্তু এই মূল্যবান গ্রন্থখানির বহুবিধি বৈশিষ্টও রহিয়াছে। আমার পরম বন্ধু ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিসার্চস্কলার মওলানা আফ্‌তাব্ আহমদ রহমানী এম, এ কর্তৃক বুলূগুল মরাম সম্পর্কিত তর্জুমানের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে উক্ত বৈশিষ্টগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা উক্ত প্রবন্ধকেই আমাদের বক্ষমাণ নিবন্ধের ভূমিকাস্বরূপ ধরিয়া লইয়া বুলূগুল মরামের সরল ও সঠিক অনুবাদ তর্জুমানের পাঠক-পাঠিকার খিদমতে পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের এহেন অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টাকে সফলতা দান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه نـنـيـب ـ

—মুন্‌তাছির আহমদ রহ্‌মানী!

পবিত্রতা সম্বন্ধীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ :

১) **পানির বিবরণ :**—হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, সমুদ্রের পানি সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং উহার মৃত জন্তু (মাছ) হালাল।—তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও ইব্‌নে আবিশয়রা। ইব্‌নে খুযায়মা এবং তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদও ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

هو الطهور ماءه والحل ميتته

২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বস্তুতঃ পানি পবিত্র। কোন অপবিত্র দ্রব্য উহার পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারেনা[১]।—তিরমিযী, আবুদাউদ ও নাসায়ী। ইমাম আহমদ এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان الماء طهور لاينجسه شئ

৩) হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন নাপাক বস্তু (নজিস) পানিকে অপবিত্র করিতে সক্ষম হইবেনা। কিন্তু যদি উহার আধিক্য বশতঃ পানির রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহাহইলে উক্ত পানি অপবিত্র হইয়া যাইবে।—ইবনে মাজাহ; আবু হাতিম এই হাদীসকে দুর্বল বলিয়াছেন।

إن الماء لاينجسه شئ الاما غلب على ريحه وطعمه ولونه ـ

বয়হকীতে এই হাদীস নিম্নরূপ শব্দে বর্ণিত হইয়াছে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, পানি পবিত্র। কিন্তু কোন প্রকার নাজাসত উহাতে পতিত হওয়ার দরুন যদি উহার ঘ্রাণ অথবা স্বাদ অথবা রং পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহাহইলে উক্ত পানি নাপাক হইয়া যাইবে।

الماء طهور الا ان يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه ـ

৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দুই মশক পরিমাণ পানিতে নাজাসত পতিত হইলেও উহার পবিত্রতা নষ্ট হয়না। অন্য বর্ণনাতে 'উহা নজিস হয়না' উল্লিখিত হইয়াছে।—সুনানের গ্রন্থচতুষ্টয় ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নে খুযায়মা; ইমাম ইব্‌নে হিব্বান এবং ইমাম হাকিম এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفى لفظ لم ينجس ـ

৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত

১) আহমদ, আবুদাউদ এবং তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়তের সাহায্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বী'রে বুযাআ নামক মদীনার বিখ্যাত প্রাচীন কূপের পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি নাপাকি অবস্থায় যেন আবদ্ধ পানিতে (অবতরণ পূর্বক) গোসল না করে।—মুসলিম। বুখারীর বর্ণনাসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সাবধান! তোমাদের কেহ আবদ্ধ পানিতে যেন প্রস্রাব করিয়া পুনরায় উহাতে গোসল না করে। মুসলিমের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে "মধ্যে" শব্দের পরিবর্তে "হইতে" শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আবুদাউদের বর্ণনাসূত্রে বলা হইয়াছে, অপবিত্রতা নিরসনকল্পে কেহ উহাতে গোসল করিতে পারিবেনা।

لايغتسل احدكم فى الماء الدائم وهو جنب

لايبولن احدكم فى الماء الدائم الذى لايجرى ثم يغتسل فيه -

ولا يغتسل فيه من الجنابة

৬) জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্ত্রীগণকে তাহাদের স্বামীর গোসলের অবশিষ্ট পানিতে এবং স্বামীকে স্ত্রীর গোসলের পর অবশিষ্ট পানিদ্বারা গোসল করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি উভয়ের একই পানিতে গোসল করা অপরিহার্য হইয়া থাকে তাহাহইলে উভয়েরই একই সঙ্গে পাত্র হইতে পানি গ্রহণ করা উচিত।—আবুদাউদ ও নাসায়ী; এই হাদীসের ইসনাদ বিশুদ্ধ।

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا -

৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পত্নী মায়মুনার (রাযিঃ) গোসলের অবশিষ্ট পানিদ্বারা গোসল করিতেন।—মুসলিম।

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضى الله عنها -

সুননের গ্রন্থসমূহে নিম্নলিখিতভাবে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে "নবী করীমের (দঃ) জনৈক স্ত্রী একটি গামলা হইতে পানি লইয়া গোসল করিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) উহার অবশিষ্ট পানিতে গোসল করিতে আসিলে বিবি ছাহেবা বলিলেন, আমি অপবিত্র অবস্থায় উক্ত পানিতে গোসল করিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পানি অপবিত্র হয়না।—ইমাম তিরমিযী এবং ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন[১]।

اغتسل بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فى جفنة فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له انى كنت جنبا فقال ان الماء لايجنب -

৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন কুকুর তোমাদের কোন পাত্র চাটিয়া খায় তবে উক্ত পাত্রকে পবিত্র করার উপায় এই যে, উহাকে সাতবার ধুইয়া লইতে হইবে তন্মধ্যে প্রথমবার মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া লইতে হইবে।—মুসলিম। অপর বর্ণনাতে "উক্ত পাত্রের দ্রব্যকে নিক্ষেপ করিবে" রহিয়াছে। তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়তে "প্রথমবার কিংবা শেষবারে মৃত্তিকাদ্বারা ঘর্ষণ করিবে" উল্লিখিত হইয়াছে। (কিন্তু প্রথমবারের বর্ণনা বিশুদ্ধ, অপরগুলি উহার সমতুল্য নহে)।

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولهن بالتراب -

৯) হযরত আবু কাতাদা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বিড়াল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহা নাপাক নহে। বস্তুতঃ উহা সর্বদা তোমাদের নিকট ভ্রমণকারীদের মধ্যে গণ্য। সুননে গ্রন্থচতুষ্টয়; তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال فى الهرة انها ليست بنجس انما هى من الطوافين عليكم،

১০) হযরত আনস বিন মালিক (রাযিঃ) বলেন, একদা জনৈক পল্লীবাসী মসজিদে আগমন করতঃ উহার একস্থানে প্রস্রাব করিতে লাগিল। ছাহাবাগণ তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং তাহার প্রস্রাব সমাপ্ত হইলে তিনি কয়েক বালতি পানি প্রস্রাবের স্থানে ঢালিয়া দেওয়ার নির্দেশ দান করিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

جاء اعرابى فبال فى طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امره النبى صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه -

ক্রমশঃ

১) ৬নং এবং ৭নং হাদীসের অর্থে পরস্পর বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। ইহার সমীকরণ সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হজর বলিয়াছেন যে, নিষেধ সম্বলিত হাদীসদ্বারা হালকা নিষেধ (নহিয়ে তনযিহী) বুঝাইতেছে অর্থাৎ এরূপ পানিতে গোসল নাকরাই ভাল এবং অন্য হাদীস দ্বারা অনুমতির জওয়াব প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

নবম বার্ষিক সফর

যাঁহার সাহায্য মাত্রকে সম্বল করিয়া তর্জুমানুল-হাদীস তাহার যাত্রা পথের দীর্ঘ আটটী বৎসর অতিক্রম করিয়া নবম বৎসরে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইল, সর্ব-প্রথম সেই রব্বুল আলামীনের দরগায় জানাই হাজার সেজদা। "রব্ব" শব্দটীর আভিধানিক অর্থ হইতেছে কোন তুচ্ছ বস্তুকে পর্যায়ক্রমে উৎকর্ষিত করিয়া পূর্ণতা বিধান-কারী। অতএব আজ নবম বৎসরের প্রথম মনযিলে দাঁড়াইয়া আমরা সেই রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতা-ঞ্জলি পুটে এই নিবেদনই জানাইতেছি যে, হে মহান প্রতিপালক তুমি আমাদের এই বিপদ সঙ্কুল ও বন্ধুর যাত্রা পথের সহায়ক হইয়া তর্জুমানুলহাদীসের মহান আদর্শ, অকুণ্ঠ সমাজসেবা ও নির্ভিক প্রকাশ ভংগীকে অক্ষুন্ন রাখিও।

নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহীতার প্রবল ব্যাত্যা বিক্ষুব্ধ যুগে তর্জুমানের মত একটী আদর্শবাদী পত্রিকার টিকিয়া থাকা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা হয়ত' আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবেনা। কিন্তু এতদ সত্বেও যে তর্জু-মান আজ পর্যন্ত স্বীয় যাত্রাপথে নির্ভিক সৈন্যের মত মস্তক উন্নত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহা শুধু তর্জুমানের ধর্মপ্রাণ পাঠক, গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। অতএব আমরা তাঁহাদেরকে আমাদের আন্তরিক ও অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আশা পোষণ করিতেছি যে ভবিষ্যতেও আমরা তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবনা।

চলার পথে সঙ্কট

আজ তর্জুমানুলহাদীসের নবম বৎসরের প্রথম সংখ্যা বাহির করিতে যাইয়া পাঠকবর্গের সামনে আমাদেরকে অনিচ্ছা সত্বেও একটী অপ্রীতিকর সংবাদ পরিবেশন করিতে হইতেছে। যাঁহারা তর্জুমানুলহাদীসের নিয়মিত পাঠক তর্জুমানের বর্তমান সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই হয়ত' তাঁহারা এই অপ্রীতিকর সংবাদ সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা করিয়া লইয়া-ছেন। যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে পূর্বপাকিস্তান জমিয়তে আহ্লেহাদীস গড়িয়া উঠিয়াছে, যাঁহার ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে জমিয়তে আহ্লেহাদীসের মুখপত্র মাসিক তর্জুমান ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক সাপ্তাহিক আরাফাত আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে, যাঁহার প্রানান্তকর পরিশ্রম ও ক্ষুরধার লিখনীর বদৌলতে তর্জুমান ও আরাফাত পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার আসনে সমারূঢ় হইয়াছে এবং যাঁহার সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ দিন ধরিয়া পত্রিকাদ্বয় পাঠকবর্গের খেদমতে পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে সেই বীর মুজাহেদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ সেবক পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্লেহাদীসের প্রেসিডেন্ট হযরতুল-হাজ্জ জনাব মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্-কুরায়শী সাহেব আজ তাঁহার পুরাতন ব্যাধির নূতন হামলায় জর্জ্জরিত হইয়া চিকিৎসা নিবন্ধন ৩১শে অক্টোবর হইতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অবস্থান করিতে-ছেন। হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে অপা-রেশন ছাড়া তাঁহার ব্যাধি-মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই তিনি হাসপাতালে অবস্থান পূর্বক অপারে-শনের অপেক্ষায় দিন গুনিতেছেন। তাঁহার এই অপা-রেশন যাহাতে সফল হয় এবং তিনি যেন পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কওম ও মিল্লতের খেদমতে ব্রতী হইতে পারেন তজ্জন্য আমরা করজোড়ে রহমানুর রহীমের দরগায় মিনতি জানাইতেছি।

رحم الله عبدا يقول امينا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পঞ্চস্তরের গণতন্ত্র

পঞ্চস্তর বিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন আসন্ন প্রায়। ইউনিয়ন, থানা, জেলা, বিভাগ ও প্রাদেশিক স্তরেও এই কাউন্সিল গঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলে এক হাজার বা তার কাছাকাছি সংখ্যক লোকের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। প্রতি ইউনিয়ন কাউন্সিলে ১০জন নির্বাচিত সদস্য ও ৫জন মনোনীত সদস্য থাকিবেন। তারপর থানা কাউন্সিল গঠিত হইবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের ও মনোনীত সদস্যদের লইয়া। মহকুমা অফিসার থানা কাউন্সিলগুলির চেয়ারম্যান হইবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে একমাত্র ইউনিয়ন কাউন্সিল গুলিতেই; এবং পরবর্তী সবপর্যায়েই অর্থাৎ থানা, জেলা, বিভাগ ও প্রাদেশিক উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইবে সম্পূর্ণ মনোনয়নের মাধ্যমে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন সরকারী কর্মচারী মনোনয়ন লাভ করিবেনা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের মনোনয়নের বেলায় কোন বাধা নিষেধ থাকিবেনা। ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন সরকারী লোক চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন না —কিন্তু পরবর্তী পর্যায় সমূহে সরকারী কর্মচারীরাই কাউন্সিল সমূহের চেয়ারম্যান থাকিবেন।

বিপ্লবী সরকার তাহাদের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ করিয়াছেন মৌলিক গণতন্ত্রের প্রস্তুতি দ্বারা। বর্তমান সরকারের সম্মুখে রহিয়াছে অসংখ্য আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। কিন্তু তাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল সুষ্ঠুনীতির ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র তৈরী করা। সাময়িক ব্যবস্থা দ্বারা কোনদেশই উন্নত হইতে পারেনা। সুষ্ঠু শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই দেশ স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

আনন্দের বিষয় এই যে, বর্তমান সরকার সাময়িক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক সমস্যাগুলিরও সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। মৌলিক গণতন্ত্র দেশের সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র তৈরীরই প্রথম পদক্ষেপ।

পঞ্চস্তর বিশিষ্ট মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত সদস্যদের উপর দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলার বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা ভোট প্রদান করিয়া জাতীয় পরিষদ গঠন করিবেন এমনকি প্রেসিডেন্টও তাহাদের ভোটেই নির্বাচিত হইতে পারেন। অতীতের ইউনিয়ন বোর্ডগুলি গ্রাম্য দলাদলির উৎসমূল হইলেও ভবিষ্যতে এই কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বিরাট দায়িত্বের গুরুভার বহন করিতে হইবে।

ইতিহাস আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে জনগণের সততার উপর। সুতরাং এই নীতি ও পদ্ধতি কামিয়াব করিয়া তুলিতে হইলে যাঁহারা নির্বাচন করিবেন এবং যাঁহারা নির্বাচিত হইবেন তাঁহাদের সকলকেই নিরাবিল মন, জনসেবা ও দেশগঠনের দুর্বার আকাংখা লইয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নির্ভর করে যৌথভাবে দেশের জনসাধারণ ও শাসন-ব্যবস্থার উপর। দেশের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু হইলেও সেই শাসনব্যবস্থা চালু করিবার মত লোক না থাকিলে উহা দ্বারা দেশের কোন উপকারই হবেনা।

দুর্ভাগ্য বশতঃ অতীতে এদেশে কোন নিখুঁত ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থাও তৈরী হয় নাই এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্বভারও সামগ্রিক ভাবে সৎলোকের হাতে পড়ে নাই। ফলতঃ দেশগঠনের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য ব্যয়িত হইয়াছে দল গঠনের কাজে। তাই আযাদী লাভের এই বার বৎসর পরেও আমরা অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি। মনজিলে মকসুদ এখনও আমাদের দৃষ্টি শক্তির সীমার বাহিরে।

মৌলিক গণতন্ত্রই আমাদের চরম ও পরম লক্ষ্য নহে, ইহা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌছার উপলক্ষ মাত্র। মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যরা যদি সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিয়া যান তবে অচিরে তাহারা সমাজদেহ হইতে যাবতীয় অব্যবস্থা বিদূরীত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে দেশে একটি সুষ্ঠু ও সুস্থ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন।

মৌলিক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে সৎলোক নির্বাচিত হওয়ার উপর। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদেরকে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিতে হইবে। বিগত পার্লামেন্টারী শাসনের যুগে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে নাই, যাহাদের পিছনে স্বার্থপর দুর্নীতিবাজরা ভীড় জমায় নাই, যাহাদের অন্তরে আল্লার ভয় সদা জাগ্রত, জনসেবা করার প্রকৃত যোগ্যতা যাহাদের আছে, এমন লোককে নির্বাচিত করিলেই দেশের উজ্জল ভবিষ্যত গড়িয়া উঠিবে।

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর পাক-প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ঢাকা ষ্টেডিয়ামে বলিয়াছিলেন "ঈমানদার, নিঃস্বার্থ এবং জনসেবার প্রেরণা যাহাদের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরকে নির্বাচন করিবার অধিকার সম্পূর্ণ আপনাদেরই হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।" কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, "রাজনীতি হইতে ধর্মনীতি ভিন্ন" এই চিন্তাধারা মানুষকে এই পর্যায়ে টানিয়া আনিয়াছে যে, তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে যে, রাজনীতি সৎ লোকের জন্য নহে বরং তজ্জন্য বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট অসৎ লোকেরই প্রয়োজন। অথচ ইসলাম রাজনীতি ও ধর্মনীতির পার্থক্যকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এমনভাবে জড়িত যে এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ সীমারেখা টানিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। গোলাপ পাপড়ীর শ্বেতাংশ কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কোন খানে শেষ হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা যেমন সম্ভব নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য করা সম্ভব নয়। তাই ইসলাম মানব-জীবনকে ইহার সামগ্রিক স্তরে আল্লার আনুগত্যে বিলাইয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছে।

"ধর্মনীতি হইতে রাজনীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র" এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ধর্মপরায়ণ ও আল্লাভীরু লোক যদি রাজনীতি হইতে সরিয়া শুধু মসজিদের আশ্রয় গ্রহণে করে আর সমস্ত ধর্মবিরোধী ও স্বার্থপর লোক আসিয়া রাজনীতিতে ভীড় জমায় তবে নিখিল বিশ্ব যে একটি বাস্তব নরক কুণ্ডে পরিণত হইবে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

জনসাধারণকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সৎ ও যোগ্য লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং জন-সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। তাহাদের নির্বাচন নিখুঁত হইলে সেই সৎ প্রতিনিধিগণ অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের আদর্শকে বাস্তবরূপ প্রদান করিবে। ফলতঃ দেশ হইতে যাবতীয় অনাচার বিদূরীত হইবে, দেশ প্রাচুর্যে ভরিয়া উঠিবে, জনগণ এক নন্দনকাননের অধিকারী হইবে।

ফেলিস্তিনের মোহাজের

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামার-শোল্ড সেদিন সাধারণ পরিষদে ফেলিস্তিনের মোহাজের দিগকে জাতিসংঘের সাহায্য প্রতিষ্ঠান মারফত বরাবর সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের আবেদন জানান।

ফেলিস্তিনের মোহাজেরদের সংখ্যা বর্তমানে ১০ লক্ষ্যেরও বেশী।

১৯৫০ সাল হইতে জাতিসংঘ সাহায্য ও পূর্ত প্রতি-ষ্ঠান মোহাজেরদের জন্য কাজ করিয়া আসিতেছে। আগামী ৩১শে জুন প্রতিষ্ঠানের এই কার্যের মীয়াদ শেষ হওয়ার কথা।

মিঃ হ্যামারশোল্ড ইতিপূর্বেই এই মর্মে সুপারেশ করিয়াছেন যে, প্রত্যর্পণ অথবা পুনর্বসতি দ্বারা ফেলিস্তিন মোহাজেরদিগকে নিকট প্রাচ্যের অর্থনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সাপেক্ষে জাতিসংঘের সাহায্য ও পূর্ত প্রতিষ্ঠান চালু রাখা হউক।

মিঃ হ্যামারশোল্ডের উদ্দেশ্য সাধু তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে আমাদের মনে হয় মিঃ হ্যামারশোল্ড আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিলে ফেলিস্তিন মোহাজের-দের মূল সমস্যাটিরই সমাধান করিতে পারেন।

ফেলিস্তিনের জনসাধারণের এই ভাগ্য বিপর্য্যয় কখন হইতে আরম্ভ হয় এবং কেন এই সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা একটু খুলিয়া বলার প্রয়োজন আছে।

প্রমথ মহাযুদ্ধের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে এশিয়া ও আফ্রিকার সাত আটটি আরব রাজ্য তুর্কী সাম্রাজ্যের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নামেমাত্র স্বাধীন হইলেও ২।৩টি ব্যতীত উহার অধিকাংশই লুটের মালের মত পুনরায় বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য হয়। তবে মিসর, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি আরব অধ্যুষিত জনপদগুলি বুকের রক্ত পানির মত বহাইয়া শেষ পর্যন্ত আযাদী বহাল রাখিতে সমর্থ হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর বিশ্ব-রাজনীতির মঞ্চে অভিনীত বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রতি যাহারা সূক্ষ্ম নযর রাখিয়াছেন, তাহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য যে পহেলা বিশ্ব সমরের পর শতাব্দীর ঘুমন্ত আরব জগতে এক নূতন প্রান চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যুগযুগান্তরের তন্দ্রাভিভূতির পর নয়া জিন্দেগীর পরশ লাভ করিয়া আরব জাহানের আটকোটি মরু-সিংহ আবার নূতন করিয়া ঘর সামলাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

এককালের দিগ্বিজয়ী ও বিশ্ব বরেন্য আরব জাতীর "রেনেসাঁ" বা পুনরভ্যুদয়ের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত পশ্চিমা রাজ্যগুলি সেই আরব জাগরণকে ব্যর্থ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এক অতি অস্বাভাবিক "ইহুদী সমস্যার" সৃষ্টি করে। পুরাতন ইহুদী শব্দটীকে নূতন "ইসরাইল" শব্দের ছাঁচে ঢালাই করিয়া এবং ফেলিস্তিনের তেল-আবিব নামক সামুদ্রিক বন্দরে তাহারে ভূয়া রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপন করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস, যেরুযালেম সহ সমগ্র ফেলিস্তিনের উপর ইসরাইলের অবাঞ্ছিত আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। ইহার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে হিট্‌লার কর্তৃক বিতাড়িত দেশদ্রোহী লাখ লাখ ইহুদীকে বৃটেন ফ্রান্স, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র আরবদের আট হাজার বৎসরের পৈতৃক ভূমি ও মুসলমানদের প্রথম কিব্‌লা ফেলিস্তিনে ইসরাইলদের জন্য রাতারাতি এক ইহুদী নিবাসের পত্তন করিয়া শুধু আরব জগতের নয় বরং অখণ্ড মুসলিম জাহানেরই সর্বনাশ সাধন করিয়াছে।

পরম পরিতাপের সহিতই আজ আমাদের বলিতে হইতেছে যে, আরব জাহানের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি না থাকায় ইসরায়ীলী ও তাহাদের মুরব্বিদের এই ঘৃন্য ষড়যন্ত্র বহুদূর পর্যন্ত উহার বেড়া জাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।

দীর্ঘ নয় বৎসর পূর্বে কিরূপে দশ লক্ষ অসহায় আরব নরনারী জন্মভূমি যেরুযালেম হইতে অন্যায়-ভাবে বিতাড়িত হইয়া আজও মুক্ত আকাশের নীচে উত্তপ্ত-মরু-বালুকায় ধুকিয়া মরিতেছে, সে নির্মম অত্যাচারের কাহিনী আজ আর কাহারও অবিদিত থাকার কথা নয়। একথাও কাহারও অজানা থাকার কথা নয় যে, ইহুদী-প্রেমিক পৃথিবীর রাজশক্তি সমূহ দ্বারা প্রভাবিত জাতিসংঘের রাজনৈতিক কমিটিতে ফেলিস্তিন প্রশ্নটি বহুদিন হইতে ঝুলান রহিয়াছে। বলাবাহুল্য যে, উপরে উল্লিখিত ইসরাইল সমর্থক বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির দুরভিসন্ধির ফলেই এত বড় একটা বিরাট সমস্যার আজও কোন সমাধান হইয়া উঠিতেছেনা।

ইতিপূর্বে ফেলিস্তিন মোহাজেরদিগকে মাতৃভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী স্বীকারে বাধ্য করিবার জন্য সউদী আরব সরকার বিশ্বের সমুদয় রাষ্ট্রকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, উহার পরিপ্রেক্ষিতে সউদী আরবের যোগ্য প্রতিনিধি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতিসংঘ উক্ত সমস্যার সমাধানে বিন্দুমাত্র সহায়তা করিতে পারিতেছেনা। এমতাবস্থায় আমরা ও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ইহার সমাধানের জন্য জাতিসংঘের নিয়মিত কার্য্য ক্রমের বাহিরে অন্য কোন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে।

সুদীর্ঘ নয় বৎসরের মধ্যে এই ফেলিস্তিন সমস্যার কোন কার্যকরী মীমাংসা হইলনা কেন? মিঃ হ্যামারশোল্ড ইহার জবাব দিবেন কি?

দশ লক্ষ লোক নিজেদের মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আর জাতিসংঘ হইতে উহাদের জন্য যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে—ইহার পিছনে কোন যুক্তি নাই। অবিলম্বে এই দশ লক্ষ মোহাজেরের পুণর্বাসন হওয়া উচিত নয় কি?

ইসরায়ীল প্রতিনিধি "ভূতের মুখে রামনামের" মত ফেলিস্তিন মোহাজেরদের মধ্যে যাহারা জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইতে চায়, তাহাদের সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না, বলিয়া যে মহাবাণী উচ্চারণ করিতেছেন তাহার পিছনে কোন কু মতলব নাই ত? এই বিশ্বাসঘাতক জাতিকে মোটেই বিশ্বাস করা যায়না।

এই দশ লক্ষ লোককে মিঃ হ্যামারশোল্ড আর কত দিন করুনার পাত্র করিয়া রাখিবেন। জাতিসংঘের শুভ-বীল উজাড় করিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা যতশ ঘ্র সম্ভব করিয়া ফেলার জন্য আমরা জাতিসংঘের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ হ্যামার-শোল্ডের দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org